চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 38 Sunday, 7 January, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা ✻ ২১ পৌষ, ১৪৩০, রবিবার, ৭ জানুয়ারি, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

আরামবাগে তৃণমূল সাত তাড়াতাড়ি দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছে। দলের লোকজনকে চাঙ্গা করতেই এই উদ্যোগ বলে জানালেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ...বিস্তারিত পাতা ৩

শুক্রবার গভীর রাতে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু রোডে মুকুন্দপুর মাঠপাড়া এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। ...বিস্তারিত পাতা ৫

চাপমুক্ত পরীক্ষার আবহ তৈরির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতি বছরই পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে লড়াইয়ের পর অবশেষে কর ফাঁকি মামলায় কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনাকে অব্যাহতি দিল ইতালির সর্বোচ্চ আদালত। ...বিস্তারিত পাতা ৮

রেশনে ১০ হাজার কোটির দুর্নীতি, বিদেশে পাচার হয়েছে সেই টাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ বিপুল লেনদেন, বেআইনি বেচাকেনার হিসাবনিকাশ। মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারের পর রেশন বণ্টন দুর্নীতির মামলার তদন্তে ক্রমশ জাল বিছোচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক তথ্য। দুর্নীতির সীমা যে কতদূর বিস্তৃত, তা খোদ তদন্তকারীরাও বুঝে উঠতে পারছেন না। টাকার অঙ্কে ডানদিকে ক্রমশ 'শূন্য' বেড়ে চলেছে। শনিবার আদালতে ইডি দাবি করল, রেশন দুর্নীতির অঙ্ক এক আধ হাজার কোটি টাকা নয়, কম করে ৯ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা লুঠ হয়েছে। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার রাতে ইডি গ্রেফতার করেছেন বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য। প্রায় ১৭ ঘণ্টা ধরে তল্লাশির পর শঙ্কর আঢ্যকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ এই নেতার বাড়ি তল্লাশি এবং তাঁকে জেরা করে দুর্নীতির আরও তথ্য উঠে এসেছে বলে দাবি ইডির। শনিবার শঙ্করকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়। সেখানে একের পর এক চাঞ্চল্যকর দাবি করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আইনজীবী। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসারদের দাবি, শঙ্কর আঢ্যর কোম্পানির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলে যায়। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরেন ইডি কর্তারা। হাওলা রুটে এই টাকা বিদেশে পাঠানো

হয়েছে। ইডি সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে ৯০টি কোম্পানির নাম পাওয়া গিয়েছে। যার মাধ্যমে রাজ্যের রেশনের টাকা বিদেশে চালান হত। ২ হাজার কোটি দুবাই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি ইডির। তাঁরা দাবি করেছেন, যে বিপুল টাকা দিনের পর দিন বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে যে 'দেশ বিরোধী কাজ' করা হয়নি তারই বা কী প্রমাণ রয়েছে! এখানেই শেষ নয়, জ্যোতিপ্রিয়র চিঠি থেকে শঙ্কর আঢ্যর নাম পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। রেশন দুর্নীতিতে কার কাছ থেকে কত টাকা নিতে হবে এবং কত টাকা দিতে হবে, চিঠিতে সেই উল্লেখ রয়েছে। এমনকী হাসপাতালের চেম্বারে বসে মন্ত্রীর সমস্ত পরিকল্পনা করেন বলেও অভিযোগ ইডির। রেশন দুর্নীতির পুরো হিসেব কষে উঠতে পারেনি ইডি। কলকাতার আঞ্চলিক ইডি দফতর থেকে এ ব্যাপারে দিল্লিতে তাদের হেড কোয়ার্টারে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে বলে খবর। তাতে বলা হয়েছে, রেশন দুর্নীতিতে বাকিবুর একাই ১০০০ কোটি টাকা কামিয়েছেন। গত ১০ বছরে তিনি এই বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন বলে দাবি ইডির। বাকিবুরের মতো সুবিধাভোগী আরও মিল মালিক রয়েছেন। ফলে সবমিলিয়ে রেশনে চুরির অঙ্কটা অনেক বড় হয়ে উঠতে পারে। ইডির আইনজীবী এদিন নগর দায়রা আদালতে বলেন, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির (শঙ্কর আঢ্য) অনেক এজেন্সি আছে। সেই এজেন্সিগুলির মাধ্যমেই বৈদেশিক মুদ্রার এক্সচেঞ্জ করা হয়। ইডি জানায়, বাংলায় এমন মোট ১৯টি বৈদেশিক মুদ্রার এক্সচেঞ্জের ব্যবসা রয়েছে অভিযুক্তর। যার মধ্যে সবগুলিই সীমান্তবর্তী এলাকাতেই বলে দাবি ইডির। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আরও চাঞ্চল্যকর দাবি হল, এগুলির মাধ্যমে মোট ২০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। যার মধ্যে ৯-১০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি রেশনে বলে সন্দেহ ইডির। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে এদিন আদালতে যে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির হিসেব দেখানো হয়, তা শুনে অবাক বিচারকও। তিনি বলেন, ''এর পর কি বলা যায় এই রাজ্য গরিব!''

পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে জোর কেন্দ্রের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ কেন্দ্রীয় সরকার পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিশেষ জোর দিচ্ছে। কলকাতায় নিউ টাউনে আজ জাতীয় পাট পর্ষদ ও ভারতীয় পাট নিগমের নতুন পাটসন ভবনের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী পীযুষ গয়াল জানিয়েছেন, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে পাটের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৯০ কোটি। বর্তমানে তা বেড়ে পনেরোশো কোটিতে পৌঁছেছে। মন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কৃষক, সহ দরিদ্র মানুষদের অর্থনীতির ভিত্তি হয়ে উঠেছে এই শিল্প এবং কেন্দ্রের মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচির বিশেষ উদাহরণ। তাই অর্থনীতির উন্নতিতে পাট শিল্পের উন্নয়ন বিশেষ জরুরী। মন্ত্রী জানান, ভারত বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৫০ শতাংশ পাট উৎপাদন হয়। ফলে কলকাতা পাট শিল্পের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। তাই দেশে পাট শিল্পের উন্নতিতে রাজ্য সরকারের সহায়তাও প্রয়োজন বলে তিনি দাবি করেন। আগামী ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার ১০০ বছরে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার সংকল্পে পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে আসতে হবে বলে শ্রী গয়াল স্পষ্ট জানিয়েছেন।

সবুজসাথী প্রকল্পে দেওয়া হবে ১৫ লক্ষ সাইকেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ চলতি বছর রাজ্য সরকারের সবুজসাথী প্রকল্পের নবম দফায় স্কুল পড়ুয়াদের ১৫ লক্ষ সাইকেল বিলি করা হবে। গতবারের চেয়ে এই সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ বেশি। লোকসভা ভোট ঘোষণার আগেই যাতে সব পড়ুয়াদের হাতে ওই সাইকেল পৌঁছে যায় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। সব জেলার জেলাশাসকদের এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে স্কুলগুলি থেকে আসা রিপোর্ট পরীক্ষা করার পর কোন জেলায়

কত সাইকেল পাঠানো হবে তা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্কুলে স্কুলে সাইকেল বিলির কাজ শুরু হয়েছে। এবার সাইকেল বণ্টনের জন্য প্রতিটি ব্লকে একটি করেই 'ডেলিভারি পয়েন্ট' চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী অষ্টম দফায় ১২ লক্ষ পড়ুয়াকে সাইকেল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাইকেল পেয়েছে ১১ লক্ষ ৩৩ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী। এদিকে, ২০১৫-১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ১১ কোটির বেশি সাইকেল বিলি করেছে সরকার।

শীঘ্রই শুরু হবে গ্রামীন রাস্তা তৈরির কাজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার আগামী মাসের মধ্যেই তাদের ঘোষিত গ্রামীণ রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করতে চলেছে। এই প্রকল্পে প্রতিটি ধাপে কোন সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে তা জানিয়ে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর জারি করা হয়েছে। আগামী ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে দরপত্র ঢাকার কাজ শেষ করে ২৫ তারিখের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজের ওয়ার্ক অর্ডার জারি করার কথা বলা হয়েছে। দশ লক্ষ থেকে এক কোটি টাকা পর্যন্ত কাজের ওয়ার্ক অর্ডার ২রা ফেব্রুয়ারির মধ্যে জারি করতে হবে। ওয়ার্ক অর্ডার জারি হওয়ার তিন দিনের মধ্যে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পে ১১ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির জন্য খরচ ধরা হয়েছে চার হাজার কোটি টাকা।

ডিওয়াইএফআই-এর ব্রিগেড ১৬ বছর পর, প্রধান মুখ কমরেডদের 'ক্যাপ্টেন'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ দুয়ারে কড়া নাড়ছে লোকসভা ভোট। এমন আবহে ১৬ বছর পর ফের ব্রিগেডে সমাবেশ করছে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। সর্বভারতীয়স্তরে বিজেপিকে ঠেকাতে ইন্ডিয়া জোট তৈরি হলেও বাংলায় তৃণমূল, কংগ্রেস এবং সিপিএমের মধ্যে জোটের সম্ভবনা প্রায় নেই বললেই চলে। রবিবারের ব্রিগেড থেকে আলিমুদ্দিনের ম্যানেজাররা কী বার্তা সামেন আনেন, সেদিকে নজর রাখছে রাজনৈতিক মহল। তবে এবারের ব্রিগেডে সবচেয়ে বেশি আলোচনা যাঁকে নিয়ে, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুর ভাষায় তিনি কমরেডদের 'ক্যাপ্টেন'! রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের কথায়, 'ভবিষ্যতের সম্ভাবনা'। তিনি বর্ধমানের কুলটির মেয়ে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এবারের ব্রিগেডে বামেদের অন্যতম প্রধান মুখ। ইনসাফ যাত্রা থেকে পার্টি ফান্ডে কত টাকা এসেছে, তার বিস্তারিত হিসেব ব্রিগেডের সভা থেকে দেওয়ার কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন মীনাক্ষী। একই সঙ্গে লোকসভার আগে দলের ছাত্র যুবদের উজ্জীবিত করতে নিজের গ্রাম্য মেঠো গলায় তিনি কী বার্তা দেন, সেদিকেও নজর রাখছে রাজনৈতিক মহল। ইতিমধ্যে ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করতে জেলাগুলি থেকে কলকাতা রওনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কত লোক হবে? সরাসরি সংখ্যার হিসেব দিতে চাইছেন না বাম নেতারা। ৩৪ বছরের ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর এক লহমায় ধসে গিয়েছিল সংগঠন। তবে এক দশকের ব্যবধানে ঝিমিয়ে যাওয়া সংগঠন আবারও চাঙ্গা হচ্ছে বলে মনে করছেন নেতৃত্ব। উত্তর থেকে দক্ষিণ, ইনসাফ যাত্রার পর নতুন উদ্দম দেখা যাচ্ছে দলের

একাংশের মধ্যে। দলের প্রথমসারির এক নেতার কথায়, ''ব্রিগেডে ভাল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতির আশা করছি আমরা। তবে ২০০৮ সালের চেয়ে এবারের ব্রিগেড অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের।'' কুলটির চলবোলপুর সিপিএম শাখা অফিসে নাওয়া খাওয়ার সময় নেই পার্টি কর্মী মনোজ মুখোপাধ্যায়ের। মিনাক্ষীর বাবা। এলাকা থেকে ব্রিগেডে কতজন যাবেন, তাঁদের ব্যাজ থেকে টিফিন, সব কিছু ঠিক আছে কিনা শেষ মুহূর্তে দেখে নিচ্ছেন তিনি। আদরের মেয়ে বুলটির মেঠো ভাষণ শুনতে রবিবারের ব্রিগেডে হাজির থাকবেন তিনিও। তবে ক্যাপ্টেন শব্দে ঘোর আপত্তি মীনাক্ষীর। ব্রিগেড জুড়ে তাঁর কাটআউট নিয়েও আপত্তি রয়েছে বর্ধমানের মেয়ের। বললেন, ''আমি তো ক্যাপ্টেন নই। আমাদের ক্যাপ্টেন আমাদের গঠনতন্ত্র, আমাদের আদর্শ, আমাদের নীতি।''

মার খেয়ে হাসপাতালে ইডি আধিকারিকরা, তাদের বিরুদ্ধেই এফআইআর পুলিশের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে গতকাল আক্রান্ত হয় ইডি। ঘটনায় গুরুতর চোট পেয়ে হাসপাতালে ভরতি হন তিন আধিকারিক। তাঁদের মধ্যে দু'জনের মাথায় আঘাত করা হয়। তবে সেই ঘটনায় এবার ইডির বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে ইডির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ? জানা যাচ্ছে, তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়ির কেয়ারটেকারের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই মামলা রুজু করেছে পুলিশ। অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ছাড়াই শেখ শাহজাহানের বাড়ির তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন ইডি আধিকারিকরা। এদিকে ইডির অভিযোগের প্রেক্ষিতেও পৃথক এফআইআর হয়েছে। শাহজাহান ও

তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে হয়েছে সেই এফআইআর। রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমার ও বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি জোবি থমাসের কাছে ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছে ইডি। সেই অভিযোগে ইডি অবশ্য উল্লেখ করেছে, কোর্ট ওয়ারেন্ট নিয়েই শুক্রবার শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিলেন আধিকারিকরা। এছাড়াও অজ্ঞাতপরিচয়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আরও একটি মামলা রুজু করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা, ভাঙচুর ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগে সেই মামলা রুজু করা হয়েছে। শুক্রবার কী ঘটেছিল? সকালে ইডির আধিকারিকরা যখন শাহজাহানের বাড়িতে পৌঁছন, তখন দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। শেখ শাহজাহানের দেখা মেলেনি। ইডির অফিসাররা ও সিআরপিএফ-এর জওয়ানরা বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজা খুলতে বলেছিলেন। কিন্তু এসবের মধ্যেই মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে এক দল উন্মত্ত জনতা লাঠি নিয়ে এসে ইডি আধিকারিকদের ঘিরে ফেলেন। ইডির দাবি, প্রায় ৮০০-১০০০ জনের উন্মত্ত জনতা চড়াও হয়েছিল তদন্তকারী দলের উপর। আক্রান্ত হয়েছেন ইডির অফিসাররা। ইডির তিন জন অফিসার হাসপাতালে ভরতি। এদিকে হামলার দায় পালটা ইডির উপরেই চাপিয়েছে বাংলার শাসক শিবির। তৃণমূলের মুখপাত্র থেকে শুরু করে রাজ্যের মন্ত্রীদের দাবি, অভিযানের ব্যাপারে ইডি আগাম কোনও তথ্য দেয়নি। তথ্য দিলে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা থাকত। আর তাতে পরিস্থিতি এতটা খারাপ হত না। এরই মাঝে এই ঘটনা নিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করেছে ইডি। বাংলায় নিযুক্ত ইডি আধিকাকরা ঘটনা প্রসঙ্গে দু'টি রিপোর্ট তৈরি করেছেন। এই জোড়া রিপোর্ট পাঠানো হবে দিল্লিতে। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে এই খবর জানিয়ে ইডির এক আধিকারিক জানান, এই দুই রিপোর্টে গোটা ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে। কী কী কারণে অভিযান চালানো হয়েছিল তা উল্লেখ করে রিপোর্টে হামলার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এমনকী কারা হামলা চালিয়েছে, তাও নাকি উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। ঠিক কেন তল্লাশি অসামাপ্ত রেখেই ইডি আধিকারিকদের ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, তাও বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে সেই রিপোর্টে।

শাহজাহানকে খুঁজে বের করতে লুকআউট নোটিস জারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ শুক্রবার ইডির উপর হামলার ঘটনার পর থেকেই খোঁজ মিলছে না সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের। প্রায় দেড় দিন অতিক্রান্ত। এখনও কোনও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না শাহজাহানের। এবার 'বেপাত্তা' তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করল ইডি। সব বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকেও ইতিমধ্যেই বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর হিঙ্গলগঞ্জ ও সন্দেশখালি এলাকায় বিএসএফ-এর জওয়ানদের বিশেষ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। গতকালের ঘটনার পর থেকে প্রায় দেড় দিন অতিক্রান্ত। কিন্তু যাঁকে ঘিরে এত বিতর্ক, যাঁকে ঘিরে এই যাবতীয় ঘটনা, সেই শেখ শাহজাহানের টিকিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন অবস্থায় এবার শেখ শাহজাহানের সন্ধান পেতে লুক আউট নোটিস জারি করল ইডি। যে সন্দেশখালিতে তাঁকে নাকি এলাকার লোকজন দেবতার মতো পুজো করেন, সেই শেখ শাহজাহান নিজের সাম্রাজ্য ছেড়ে গেলেন কোথায়? এটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন। এদিকে শেখ শাহজাহানকে যাঁরা দেবতাতুল্য মানেন, সেই অনুগামীরাও মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ। তাঁদের বক্তব্য, শেখ শাহজাহান ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। সঠিক সময়েই নাকি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে ফিরবেন শেখ শাহজাহান। উল্লেখ্য, সন্দেশখালি-হিঙ্গলগঞ্জ এলাকা বাংলাদেশ সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি। সেক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশে চলে গিয়েছেন কি না, সেই প্রশ্নও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি অপর একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, সন্দেশখালি এলাকায় একাধিক আস্তানা রয়েছে এই তৃণমূল নেতার। সেই গোপন আস্তানাতেও থাকার সম্ভাবনা একেবারে অমূলক নয় বলেই মনে করছে ওই সূত্র।

সূর্যজয় ভারতের, পয়েন্ট ১ কক্ষপথে 'আদিত্য'! ইতিহাস বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারিঃ ভারতের মহাকাশ গবেষণায় আরও বড় এক সাফল্য। সফল ভারতের প্রথম সৌর অভিযান। দীর্ঘ প্রায় চারমাস পথ পেরিয়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথ পয়েন্ট (এল১)-এ পৌঁছে গেল ভারতের তৈরি সৌরযান আদিত্য এল-১। আজ শনিবার সকাল থেকেই একেবারে টানটান উত্তেজনা ছিল ভারতের গবেষণা সংস্থা ইসরোতে। আগেই মাহেন্দ্রক্ষণের সময় জানানো হয়েছিল। সেই মতো চারটের কিছু পরেই নির্দিষ্ট পয়েন্ট (এল১)-এ পৌঁছে গেল এই মহাকাশ যান। সফল টুইটের বন্যা। বলে রাখা প্রয়োজন, চন্দ্রযান তিন সাফল্যের পরেই সৌর অভিযানে নামে গবেষণা সংস্থা ইসরো। সেই মতো সেপ্টেম্বরের শুরুতেই এই অভিযান করা হয়। রকেটের মাধ্যমে সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় মহাকাশ যান আদিত্য-এল১। দীর্ঘ প্রায় চারমাস পেরিয়ে নয়া বছরের শুরুতেই নির্দিষ্ট কক্ষপথ পয়েন্ট (এল১)-এ পৌঁছে গেল এই যান। যা ভারতের মহাকাশ গবেষণায় নয়া পালক যোগ করল বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বলে রাখা প্রয়োজন, ল্যাগারেঞ্জ

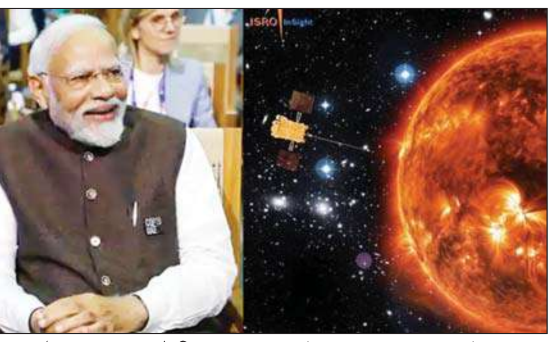

পয়েন্ট বা এল১ পয়েন্টের দূরত্ব পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। দীর্ঘ এই পথ পেরোতে আদিত্য-এল১-এর সময় লাগল প্রায় চার মাস। এল১ পয়েন্ট থেকেই সূর্যকে নিয়ে গবেষণা চালাবে ভারতের এই যান। আগামী পাঁচ বছর ধরে চলবে গবেষণা। আর এই গবেষণায় সূর্য ঝড় থেকে শুরু করে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আদিত্য-এল১ এ সাতটি পোলাড ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই পোলাডগুলির সাহায্যেই সূর্যকে পরীক্ষা চালাবে ভারতের এই মহাকাশ যান। ফটোস্ফিয়ার, ক্রোমোস্ফিয়ার এবং সূর্যের বাইরের স্তরকে লাগাতার পরীক্ষা চালাবে আদিত্য এল ওয়ান। ভারতের সৌর গবেষণা। ইতিমধ্যে এই সাফল্যের পরেই ভারতীয় গবেষণা সংস্থাকে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'ইসরোর সূর্য নমস্কার! আরও একটি কৃতিত্বের অধিকারী হল ভারত।' দেশের প্রথম সৌরযান আদিত্য-এল১ তার গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে। অন্যতম একটি কঠিন অভিযান। আর তা সফল করে দেখিয়ে নয়া ইতিহাসের রচনা ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা করেছেন বলেও উল্লেখ প্রধানমন্ত্রীর। শুধু তাই নয়, মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞানকে নতুন সীমানায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেন তিনি। অন্যদিকে সফল অভিযানের পর ইসরোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়

আসন-ভাগ আলোচনা শুরু দিল্লি থেকে! 'ইন্ডিয়া' ব্লকে আলোচনার আগে বিশেষ বার্তা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারিঃ রবিবার সাত জানুয়ারি থেকে ইন্ডিয়া ব্লকের শরিক দলগুলির সঙ্গে আসন ভাগ নিয়ে আলোচনায় বসতে চলেছে কংগ্রেস। তার আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তথা ইন্ডিয়া ব্লক কমিটির সদস্য আসন ভাগ নিয়ে দলের অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, প্রত্যেক রাজ্যে ফর্মুলা আলাদা। প্রসঙ্গত আসন ভাগ নিয়ে আপ, জেডিইউ-এর সঙ্গে আলোচনা শুরু হবে রবিবার। গত বুধবার কংগ্রেস সভাপতির কাছে রাজ্যে রাজ্যে জোট করা নিয়ে দলীয় রিপোর্ট জমা পড়েছে। তারপরে রবিবার আপ ও জেডিইউ-এর সঙ্গে আলোচনার দিন ধার্য হয়েছে। সূত্রের খবর, যেসব রাজ্যে কংগ্রেস জোট করতে চায়, সেই তালিকায় রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কেরল ও তামিলনাড়ু। বাংলায় অবশ্য তৃণমূলের সঙ্গে জোট করা নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী তার অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। কংগ্রেসের তরফে সলমন খুরশিদ জানিয়েছেন, রবিবার থেকে আসন ভাগ নিয়ে আলোচনা শুরু করা হবে। যার শুরুটা হবে দিল্লি থেকে। সহযোগী দলগুলি সময় দিতে থাকলে, আসন-ভাগ নিয়ে আলোচনা এগিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সলমন খুরশিদ আরও বলেছেন, কংগ্রেসের অবস্থান ইন্ডিয়া ব্লকের সহযোগীদের জানানো হয়েছে। এরপর একে অপরের সঙ্গে আলোচনায় সব বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। আপ আগেই পঞ্জাবের ১৩টি আসনেই লড়াইয়ের কথা জানিয়েছিল। এব্যাপারে সলমন খুরশিদ বলেছেন, পঞ্জাব নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা এখনও হয়নি। তবে আপের সঙ্গে আলোচনা হলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে মনে করেন তিনি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা গান্ধি পরিবারের কাছের বলে পরিচিত সলমন খুরশিদ পঞ্জাব নিয়ে সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এব্যাপারে কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আঞ্চলিক দলগুলির মত হল, যে রাজ্যে যে ক্ষমতাসীন, সেই রাজ্যে সেই আঞ্চলিকদল শেষ করা বলবে। এব্যাপারে সলমন খুরশিদ বলেছেন, প্রত্যেক রাজ্যে আসন ফর্মুলার ধরণ আলাদা, রাজ্যগুলির বাস্তবতাও আলাদা। ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হলেও, কংগ্রেস আঞ্চলিকদলগুলির সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করছে না বলে জানিয়েছেন তিনি। সলমন খুরশিদ বলেছেন, নির্বাচনের পরে সহযোগীদের নিয়ে সরকার গঠনে কংগ্রেস আশাবাদী। এব্যাপারে প্রতিটি দলের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়েছেন তিনি।

নিখোঁজ ২৬টি মেয়ে! গার্লস হোমে চলছিল ধর্ম পরিবর্তন?

ভোপাল, ৬ জানুয়ারিঃ মধ্য প্রদেশের রাজধানী ভোপালের এক গার্লস হোম থেকে গায়েব ২৬টি মেয়ে। ভোপালের পারওয়ালিয়া থানা এলাকায় অবস্থিত এই শিশু নিবাসে, বিভিন্ন রাজ্যের মোট ৬৮টি মেয়ে থাকে বলে নিবন্ধন করা হয়েছে। যাদের বয়স ৬ থেকে ১৮-র মধ্যে। কিন্তু, সম্প্রতি হোমে গিয়ে মাত্র ৪১ জন মেয়ের সন্ধান পান জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের কর্তারা। ২৬ জন মেয়ের কোনও খোঁজ নেই। এই মেয়েরা এখন কোথায় আছে, তার কোনও তথ্য কারও কাছে নেই। এমনকি, হোমে ওই মেয়েদের কোনও রেকর্ডও নেই। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ওই গার্লস হোম চালানো হচ্ছিল। এমনকি, গার্লস হোম চালানোর কোনও লাইসেন্সও তাদের ছিল না। হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, গোপনে ওই মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার অভিযোগও উঠেছে। আঁচল মিশনারি অর্গানাইজেশন নামে এক খ্রিষ্টীয় সংস্থা ওই শিশু গার্লস হোম। গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, এবং মধ্য প্রদেশের সিহোর, রাইসেন, ছিন্দওয়াড়া, বলাঘাট এবং বিদিশা থেকে মেয়েরা এই গার্লস হোমে থাকে। সম্প্রতি, এই হোমের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়ঙ্কা কানুনগো মধ্য প্রদেশের মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়ে, ২৬ মেয়ে

আবাসিকের নিখোঁজ হওয়ার খবরটা জানান। তাঁর অভিযোগ, হোমের কর্তা ও সেখানকার শিশুদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন, গার্লস হোমটি নিবন্ধিত নয়, অর্থাৎ, এটির কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই। কোনও মেয়েকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করার পর, তাকে প্রথমে শিশু কল্যাণ কমিটির সামনে উপস্থিত করতে হয়। কিন্তু, ওই হোমে শিশুদের রাস্তা থেকে উদ্ধারের পর, শিশু কল্যাণ কমিটির সামনে হাজির না করেই সেখানে রাখা হচ্ছে। গার্লস হোমের কর্তৃপক্ষ নাকি জানতই না যে, সেখান থেকে ২৬ জন মেয়ে নিখোঁজ রয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, এই বিষয়ে তারা পুলিশে কোনও অভিযোগও দায়ের করেনি। প্রিয়াঙ্কা কানুনগো এই বিষয়ে পুলিশি হস্তক্ষেপ দাবি করেছিলেন। সাত দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে নথিসহ কমিশনে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরই এই বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে স্থানীয় পুলিশ। এদিকে, রাজ্য শিশু কমিশনের সন্দেহ, ওই হোমে শিশুদের ধর্মান্তরিত করা হত। অভাবী শিশুদের রাস্তা থেকে উদ্ধার করে হোমে নিয়ে এসে, তাদের ধর্মান্তরিত করত খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থাটি। যদিও পুলিশ এখনও ধর্মান্তরকরণের ধারায় কোনও অপরাধ নথিভুক্ত করেনি। পুলিশ সুপার বলছেন, প্রমাণ পাওয়ার পর ধারা বাড়ানো যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মধ্য প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ভোপালের পারওয়ালিয়া থানা এলাকায় বিনা অনুমতিতে পরিচালিত এক শিশু নিবাস থেকে ২৬ জন মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা আমার নজরে এসেছে। বিষয়টির গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

মির্জাপুরে ট্রাক্টর উল্টে মৃত চালক

মির্জাপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে একটি স।ক দুর্ঘটনায় ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু হয়েছে। মির্জাপুরের চুনার থানার অন্তর্গত সিদ্ধনাথ কি দাড়ির কাছে শুক্রবার রাতে ট্রাক্টরটি হঠা উল্টে যায়। ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়ে চালকের মৃত্যু হযেছে।ট্রাক্টর চালকের নাম ধীরেন্দ্র (৩৫)। সে আদালহাট থানা এলাকার নেভাদা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ধীরেন্দ্র শুক্রবার রাতে ট্র্যাক্টর নিয়ে সিদ্ধনাথ কি দাড়ির কাছে পাহাড়ে উঠার সময. ট্রাক্টর সমেত উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই ধীরেন্দ্রের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে চুনার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সমস্ত আইনী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

বিক্রি হবে দাউদের বাড়ি! নিলামে ডনের ১৯ কোটির সম্পত্তি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গত ৫ জানুয়ারি কুখ্যাত ডন দাউদ ইব্রাহিমের বাড়ি সহ তার অন্যান্য একাধিক জিনিপত্র বিক্রি হয়ে গেল জানা গিয়েছে, ওইদিন নিলামে তোলা হবে দাউদের ছোটবেলার বাড়ি । এছাড়াও বিক্রি হবে মুম্বইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ মামলার মূলচক্রীর তিনটি সম্পত্তি। SAFEMA আইনের আওতায় দাউদের এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।মহারাষ্ট্রের মুম্বাকে গ্রামে দাউদের বাড়ি-সহ চারটি ফার্ম হাউস বিক্রি হবে এই নিলামে। প্রত্যেকটি বা।ই দাউদের মা আমিনা বাইয়ের নামে নথিভুক্ত ছিল বলে জানা গিয়েছে। বর্তমান বাজার অনুযায়ী চারটি বাড়ির দাম প্রায় ১৯.২ কোটির কাছাকাছি। আগামী শুক্রবার তিনভাবে এই বাড়িগুলোর নিলাম হবে। মুখবন্ধ খামে টেন্ডার ডাকার পাশাপাশি ই-অকশনেও এই সম্পত্তি কেনা যাবে। উল্লেখ্য, অর্থমন্ত্রকের অধীনে SAFEMA আইন মোতাবেক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল দাউদের সম্পত্তি।প্রসঙ্গত, গত নয়বছরে দাউদের মোট ১১টি সম্পত্তি নিলাম করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি রেস্তরাঁ বিক্রি হয়েছে ৪.৫৩ কোটি টাকায়। গেস্ট হাউসের দাম উঠেছে ৩.৫২ কোটি টাকা। এছা।ও ৩.৫৩ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল দাউদের ৬টি ফ্ল্যাট। এবার বিক্রি হবে মুম্বাকেতে দাউদের ছোটবেলার বাড়ি। ১৯৮৩ সালে মুম্বই আসার আগে এই বা।তেই থাকতেন কুখ্যাত ডন।উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই খবর ছড়িয়ে প।ড়ে, শরীরে বিষক্রিয়ার জেরে করাচির হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে দাউদ ইব্রাহিমকে। দাউদের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা পাকিস্তান জুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবায় কড়াকড়ি শুরু হয়।তবে সূত্রের খবর , দাউদ সুস্থই আছেন।

আলোকিত করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটকে, জন্মদিনে কপিল দেবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ

কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃভারতীয়. ক্রিকেটের কিংবদন্তি ক্রিকেটার কপিল দেবের আজ ৬৫ তম জন্মদিন। ১৯৫৯ সালের আজকের দিনে (৬ জানুয়ারি) চণ্ডীগড়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন কপিল দেব। সেই সঙ্গে তিনি ভারতীয়. ক্রিকেটকেও আলো দেখিয়েছিলেন। তিনি একজন ম্যাচ উইনার হিসেবে পরিচিত। ১৯৮৩ সালে তার অধিনায়কত্বেই ভারত দুর্ধর্ষ ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে. প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছিল। প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক শুধু ওডিআই নয়, টেস্ট ক্রিকেটেও তার ছাপ রেখে গেছেন।কপিল দেব একদিনের বিশ্বকাপ জয়ী সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক। যখন তিনি বিশ্বকাপ জিতেছিলেন তখন তার বয়স হয়েছিল ২৪ বছর ১৭০ দিন। এই রেকর্ড আজও অম্লান। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রযেছেন অস্ট্রেলিযার রিকি পন্টিং। ২৮ বছর বয়সে তিনি প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছিলেন। কপিল দেব তার ক্যারিয়ারে ১৩১ টেস্ট খেলেছেন। ৩১.০৫ গড়ে ৫২৪৮ রান করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে আটটি সেঞ্চুরি ও ২৭টি হাফ সেঞ্চুরি। এছাড়া ২২৫টি একদিনের ম্যাচে কপিল দেব মোট ৩৭৮৩ রান করেছেন। একদিনের ম্যাচে রয়েছে একটি সেঞ্চুরি ও ১৪টি হাফ সেঞ্চুরি। ১৯৮৩ বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওডিআই ফরম্যাটে কপিল তার একমাত্র সেঞ্চুরি করেছিলেন। এরপর তিনি খেলেন ১৮৩ রানের ইনিংস। একদিনের ক্রিকেটে ২৫৩টি উইকেট রয়েছে তার।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দিতে হবে, সন্দেশখালিতে ইডি-র ওপর হামলায় প্রতিক্রিয়া রবিশঙ্করের

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর আধিকারিকদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করলেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। ক্ষোভ প্রকাশ করে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দিতে হবে।প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির সরবে।য়িায় যায় ইডি-র দল, সেখানে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়, আক্রান্ত হয় সংবাদ মাধ্যম। এই হামলার নিন্দা করে শনিবার রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট বলেছেন, যারা দুর্নীতি করবে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্যবস্থা নেওয়া হলে তাঁদের (ইডি-র আধিকারিক) মারধর করা হবে?... তাঁরা (বিরোধীরা) তদন্ত চায় না... একটিও দুর্নীতির মামলা মিথ্যা নয়।

ভারতে করোনায় দু''জনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত ৭৭৪, সক্রিয় রোগী ৪,১৮৭

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বো।ই চলেছে ভারতে, তবে নিম্নমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭৪ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। তামিলনাড়ুতে একজন ও গুজরাটে একজন প্রাণ হারিয়েছেন।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪,১৮৭-তে পৌঁছেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩৩,৩৮৭। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৭৯,৮০৪ জন করোনা-রোগী। মোট টিকাকরণের সংখ্যা এই মুহূর্তে ২২০,৬৭,৭৯,০৮১।

মোদীর গ্যারান্টি শুধু দেশেই নয়, বিশ্বেও বিশ্বাস অর্জন করেছে ঃএস জয়শঙ্কর

তিরুবনন্তপুরম, ৬ জানুয়ারি ঃ মোদীর গ্যারান্টি এমন একটি বিষয়, যা শুধুমাত্র দেশেই নয, বিশ্বেও বিশ্বাস অর্জন করেছে। বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শনিবার কেরলের তিরুবনন্তপুরমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় বক্তব্য রাখেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, ''মোদী কি গ্যারান্টি'' এমন একটি বিষয়, যা শুধুমাত্র দেশেই নয, বিশ্বেও বিশ্বাস অর্জন করেছে। ''মোদী কি গ্যারান্টি'' মানে সুশাসন, জনকেন্দ্রিক নীতি। এর অর্থ হল, কেউ যদি বিদেশে সমস্যায় পড়েন, সে সৌদি আরব অথবা ইউএই অথবা ইউক্রেনের ছাত্ররা হোক না কেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁদের জন্য আছেন। এটি একটি বড় পার্থক্য যা গত ১০ বছরে ঘটেছে।বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, আমি যখন বিদেশে যাই, মানুষজন ১০ মিনিটের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং কূটনীতি নিয়ে আলোচনা করে এবং তার পরে, তাঁরা আমাকে ভারত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। ভারতে কি পরিবর্তন হয়েছে? আমরা যখন সংখ্যার দিকে তাকাই, ''অন্ন যোজনা'' হল একই সময়ে সমস্ত আমেরিকা এবং সমস্ত ইউরোপকে খাওয়ানোর মতো...তাই এখন ভারতের জন্য একটি খুব বড় সম্মান রয়েছে।

সিজিও কমপ্লেক্সে এসে চ্যালেঞ্জ শংকর আঢ্যর মেয়ের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ টানা ১৬ ঘণ্টা তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদের পর রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ শংকর আঢ্যকে শুক্রবার গভীর রাতে গ্রেফতার করেছে ইডি। রাতেই তাঁকে নিয়ে আসা হয় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে, ইডি দফতরে। শনিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে।শনিবার সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান স্ত্রী, মেয়ে ও পরিবারের ঘনিষ্ঠরা। সেখানেই শংকর আঢ্যর মেয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, চক্রান্ত করা হয়েছে বাবার বিরুদ্ধে। তদন্ত যত এগোবে, জবাব দেওয়া হবে। স্ত্রী তথা বনগাঁ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোস্না আঢ্যরদাবিও একই। স্বামী নির্দোষ, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। তবে প্রশ্ন একটা, যে কাগজটি দেখিয়ে শংকরবাবুকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাতে ঠিক কী লেখা ছিল?শুক্রবার রাতে শংকর আঢ্যর গ্রেফতারির পর স্ত্রী জ্যোস্নাদেবী জানিয়েছিলেন, ইডি অফিসাররা পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম উল্লেখ করেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই গ্রেফতারি, এমনটাই জানান কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারীরা।এখন প্রশ্ন উঠছে সেই কাগজে আসলে কী লেখা ছিল। এদিন সকালে জ্যোস্নাদেবীর বক্তব্য, ইডি আধিকারিকরা ওই কাগজ দেখিয়ে বলেন যে জ্যোতিপ্রিয়ই নাকিরেশন দুর্নীতিতে তাঁর জড়িত থাকা নিয়ে শংকরবাবুর নাম বলেছেন। এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধানের পরিবার। আদৌ কি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই এই গ্রেফতারির জন্য দায়ী?জ্যোস্নাদেবীর দাবি, জেলার আর পাঁচজন তৃণমূল নেতার সঙ্গে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের যেমন যোগাযোগ ছিল, শংকর আঢ্যর সঙ্গেও তেমনই ছিল। আলাদা কোনও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাই ইডি আধিকারিকদের কথায় সংশয় হচ্ছে তাঁর।পরিবারের দাবি, চক্রান্ত করা হয়েছে। মেয়ের কথায়, এটা চক্রান্ত, রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানো হচ্ছে বাবাকে। কোনও লেনদেন নেই বাবার সঙ্গে। আইনের কাছে আবেদন, যেন সঠিকভাবে বিচার হয। কে চক্রান্ত করেছে বলতে পারছি না, তদন্ত যত এগোবে, জবাব দিয়ে দেব।

কেন্দ্রীয় সরকার পাটজাত পণ্যের রফতানি বৃদ্ধিতে বিশেষ জোর দিচ্ছেঃপীযূষ গোয়েল

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় সরকার পাটজাত পণ্যের রফতানি বৃদ্ধিতে বিশেষ জোর দিচ্ছে। শনিবার কলকাতায় নিউটাউনে জাতীয় পাট পর্ষদ ও ভারতীয় পাট নিগমের নতুন পাটসন ভবনের উদ্বোধন করে এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তিনি জানিয়েছেন, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে পাটের রফতানির পরিমাণ ছিল ৫৯০ কোটি। বর্তমানে তা বেড়ে ১৫০০ কোটিতে পৌঁছেছে।পীযূষ গোয়েল বলেন, দেশের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কৃষক-সহ দরিদ্র মানুষদের অর্থনীতির ভীত হযে. উঠেছে এই শিল্প এবং কেংদ্রের মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচির বিশেষ উদাহরণ। তাই অর্থনীতির উন্নতিতে পাট শিল্পের উন্নয়ন বিশেষ জরুরী। মন্ত্রী জানান, ভারত বৃহত্তম পাট উপাদনকারী দেশ। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৫০ শতাংশ পাট উৎপাদন হয়। ফলে কলকাতা পাট শিল্পের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। তাই দেশে পাট শিল্পের উন্নতিতে রাজ্য সরকারের সহাযতাও প্রযোজন বলে তিনি দাবি করেন। আগামী ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার ১০০ বছরে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার সংকল্পে পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে আসতে হবে বলে গোয়েল স্পষ্ট জানিযেছেন। কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী দর্শনা জারদোস, মন্ত্রকের সচিব রচনা শাহ, জুট কমিশনার মলয় চন্দন চক্রবর্তী প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাইঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লিঃসকলরে সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃ টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন।

রাম মন্দিরের মাধ্যমে কোটি কোটি ভারতীয়ের স্বপ্ন পূরণ করেছেন মোদীজিঃএকনাথ শিন্ডে

মুম্বই, ৬ জানুয়ারি ঃআগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে, ওই দিন রামালালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করা হবে। রাম মন্দিরের উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ধন্যবাদ প্রাপ্য, এই মন্তব্য করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। তিনি বলেছেন, রাম মন্দিরের মাধ্যমে কোটি কোটি ভারতীযের স্বপ্ন পূরণ করেছেন মোদীজি।শনিবার সকালে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে মুম্বইয়ের কোলাবা এলাকায় সাফাই কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময. করেন। তিনি মুম্বইযের বিভিন্ন স্থানে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন। এরই ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিন্ডে বলেছেন, ভগবান রাম সকলের যত্ন নেবেন। রাম মন্দিরের উদ্বোধন ২২ জানুয়ারি করা হবে...প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। তিনি কোটি কোটি ভারতীয়ের স্বপ্ন পূরণ করেছেন।

বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর গ্রেফতার, টানা ১৭-ঘন্টা জেরার পর পাকড়াও করল ইডি

বনগাঁ, ৬ জানুয়ারি ঃরেশন দুর্নীতি মামলায় উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যকে গ্রেফতার করল ইডি। সন্দেহজনক লেনদেন এবং বক্তব্যে অসঙ্গতির কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্রেফতার করার পর শুক্রবার রাতেই বনগাঁ থেকে শঙ্করকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন ইডি-র আধিকারিকেরা। গ্রেফতারের পর শঙ্কর বলেন, ' কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সহযোগিতা করব।''তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছিল শুক্রবার সকাল সা।ে ৭টা নাগাদ। প্রায় ১৭ ঘণ্টা পর রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ রেশন দুর্নীতি মামলায় শঙ্কর আঢ্যকে গ্রেফতার করে ইডি। শুক্রবার শঙ্করের বাড়ি ছাড়াও তাঁর শ্বশুরবাড়িতে হানা দেন ইডি-র আধিকারিকরা। ইডি সূত্রের দাবি, শঙ্করের শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। যাইহোক, দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশির পর রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ গ্রেফতার করা হয় শঙ্করকে।

রাজস্থানে লাইনচ্যুত যোধপুর-ভোপাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন, কেউ হতাহত হননি

কোটা, ৬ জানুয়ারি ঃরাজস্থানের কোটা জংশন স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল যোধপুর-ভোপাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। শুক্রবার গভীর রাতে যোধপুর-ভোপাল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দু'টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। দুর্ঘটনার জেরে রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেললাইনও।রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে কোটা জংশন স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায় যোধপুর-ভোপাল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দু'টি বগি। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে, যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার কারণ জানতে রেলের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুনে মৃত্যু ৪ জনের, ৮টি ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত

ঢাকা, ৬ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে বিধ্বংসী আগুনে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৪ জন যাত্রীর। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশের কমলাপুর স্টেশনের কাছে। ট্রেনটিতে আগুন লাগার ঘণ্টাখানেক পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৭টি ইঞ্জিন। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কী ভাবে এই আগুন লেগেছিল, তা যদিও গভীর রাত পর্যন্ত জানা যায়নি। ট্রেনটি বেনাপোল থেকে ঢাকা যাচ্ছিল। কমলাপুরে পৌঁছনোর আগে রাত ৯টা নাগাদ ট্রেনটিতে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন, এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৪ জন যাত্রীর। দমকলের চেষ্টায় গভীর রাতে আগুন আয়ত্তে আসে।ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনাকে নাশকতা বলছে পুলিশ। আগুনে ট্রেনের ৫ বগি পু।ে গিয়েছে। রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ঘটনার তদন্তে একটি কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ রেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ঘটনায় শোক জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। এদিকে, বেনাপোল এক্সপ্রেস (৭৯৫) ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের পরে বেনাপোল এক্সপ্রেস-সহ বিভিন্ন রুটের ৮টি ট্রেন আপাতত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ভুবনেশ্বর স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশনে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়েছেঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

ভুবনেশ্বর, ৬ জানুয়ারি ঃভুবনেশ্বর রেল স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশনে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, কাজের অগ্রগতিও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শনিবার সকালে ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনের নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সরেজমিনে কাজের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখেন তিনি।পরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশনে উন্নীত করার কাজ শুরু হযেছে। এযাব কাজের অগ্রগতিও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। রেলমন্ত্রী আরও বলেন, ভুবনেশ্বরের দুই দিককে যুক্ত করবে ভুবনেশ্বর রেল স্টেশন।

তেলেঙ্গানার মেহবুবনগরে লরির দৌরাত্ম্য! অটো ও বাইকে সংঘর্ষে মৃত ৬, আহত দু''জন

মেহবুবনগর, ৬ জানুয়ারি ঃ তেলেঙ্গানার মেহবুবনগরে বেপরোয়া লরির দৌরাত্ম্য প্রাণ কা।ল ৬ জনের, দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দু''জন। একটি লরির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো রিক্সা ও মোটরবাইকে ধাক্কা, এই দুর্ঘটনায় একটি শিশু-সহ ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। মেহবুবনগরের পুলিশ সুপার বলেছেন, মেহবুবনগরের বলানগর চৌরাস্তায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের ও দু''জন আহত হয়েছেন। একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোতে ও বাইকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের, পরে আরও একজন প্রাণ হারান।শুক্রবার রাতে ৪৪ নম্বর জাতীয় স।কের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে প।নে স্থানীয় বাসিন্দারা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিতে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন ধরিয়ে দেন। এরপরই প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিক্ষোভ চলতে থাকে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এমনটা তো হওয়ারই ছিল, বনগাঁর প্রাক্তন পুর প্রধানের গ্রেফতারিতে প্রতিক্রিয়া সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ এমনটা তো হওয়ারই ছিল, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যর গ্রেফতারিতে এমনটাই প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেছেন, যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে, তাতে তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতা জ।তি। আরও অনেক গ্রেফতারি হবে।উল্লেখ্য, রেশন দুর্নীতি মামলায় উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যকে গ্রেফতার করেছে ইডি। সংেদহজনক লেনদেন এবং বক্তব্যে অসঙ্গতির কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্রেফতার করার পর শুক্রবার রাতেই বনগাঁ থেকে শঙ্করকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন ইডি-র আধিকারিকেরা। গ্রেফতারের পর শঙ্কর বলেন, ' কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সহযোগিতা করব।''

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭জানুয়ারি ঃরবিবার, ২১পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৭জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতণ্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২১পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২১পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃমানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। এটি আরেকটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন দিন এবং অপ্রত্যাশিত লাভ আগে থেকেই দেখা যাচ্ছে **বৃষভ রাশিঃ**আনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আপনি আজ ব্যবসায় **মিথুন রাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্ক্ষিত বল এনে দেবে এবং। **কর্কট রাশিঃ**আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের **সিংহরাশিঃ**কোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। এটা যেন আপনাকে বিধ্বস্ত না করে এবং পারলে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। আজ, আপনার ভাইবোনরা আপনাকে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে। **কন্যারাশিঃ**আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায পরিচালনা করছেন তারা আজ তাদের বন্ধ হওয়া ব্যক্তিদের **তুলারাশিঃ**আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত।শুভদিন। **বৃশ্চিক রাশিঃ** শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য **ধনু রাশিঃ** বিপদের সময় ধৈর্য্য হারাবেন না। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে। **মকর রাশিঃ**কথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে।। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার ভয়ের প্রতিকার করার জন্য এটি উপযুক্ত সময়। আপনার অবশ্যই উপলব্ধি **মীন রাশিঃ**আজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন।

সন্দেশখালি নিয়ে হাওড়া ব্রিজ অবরোধ করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সন্দেশখালিঃ সন্দেশখালি নিয়ে হাওড়া ব্রিজ অবরোধ বিজেপির, ব্যাপক যানজট। সন্দেশখালিতে শুক্রবারের ঘটনায় ইডি, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও সংবাদমাধ্যমের উপর হামলার প্রতিবাদে হাওড়া ব্রিজে অবরোধ করলো বিজেপি। শনিবার বিকেল ৪টে নাগাদ বিজেপির রাজ্য নেতা উমেশ রাইয়ের নেতৃত্বে ওই কর্মসূচি নেওয়া হয়। ঘটনার প্রতিবাদে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজট ছড়িয়ে পড়ে হাওড়া ব্রিজে। প্রায় ১৫ মিনিট পর পুলিশ অবরোধকারীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। উমেশ রাই বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সার্বজনীন মঞ্চে বলছেন জনগণ প্রতিবাদ করবেন। উনি উস্কানি দিচ্ছেন। ওনার উস্কানির জন্য এমন ঘটনা ঘটেছে। এর আগে যখন সিবিআই ফিরহাদ হাকিমকে ডেকেছিল তখন ওরা নিজাম প্যালেস ঘেরাও করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের লোক এসেছে এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছে। ঘিরে রেখেছে। রাজীব কুমারকে যখন ধরেছিল তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন। এরা আসলে ফেডারেল স্ট্রাকচার মানে না। এরা কেন্দ্রীয় সংস্থা মানে না। প্রতিবাদ নয় ওরা চোরদের বাঁচানোর জন্য এমন করছেন। এসবের প্রতিবাদের জন্যই এখানে এসেছি। শুধুমাত্র হাওড়া ব্রিজে নয় সারা পশ্চিমবঙ্গ আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব। তৃণমুল কংগ্রেসে চোর ভর্তি। তাদের ধরতে হবে। তার জন্য যা যা করণীয় তা করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভার আগে জয়নগরে ট্রায়াল রান হয়ে গেল হেলিকপ্টার দিয়ে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক বৈঠক ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে চলেছে আগামী মঙ্গলবার ৯ ই জানুয়ারি জয়নগর থানার বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে। আর তাঁর এই সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যে সাজো সাজো রব জয়নগর এলাকায়।যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ চলছে বহড়ু হাইস্কুলের মাঠের মঞ্চ তৈরি সহ জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর জলের ট্যাংকের বিপরীতের মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরির কাজ ও। শনিবার দুপুরে এই অস্থায়ী হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান হয়ে গেল।এ দিন গঙ্গাসাগর থেকে একটি হেলিকপ্টারে করে উওর দূর্গাপুরের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামেন প্রশাসনিক স্তরের একাধিক আধিকারিকগন।তাঁরা হেলিকপ্টার থেকে নেমে হেলিপ্যাডটি পরিদর্শন করেন। কথা বলেন জয়নগর থানার আই সি,জয়নগর ১নং বিডিও সহ একাধিক আধিকারিকদের সাথে।আর এ দিনের এই হেলিকপ্টার দেখতে বহু উৎসুক মানুষ ভিড় জমিয়েছিল এই অস্থায়ী হেলিপ্যাডের মাঠে।উল্লেখ্য, এর আগে গত ৪ ঠা জানুয়ারি এই প্রশাসনিক সভার কথা হলে ও মুখ্যমন্ত্রীর শারিরীক অসুস্থতার কারনে তা পিছিয়ে যায়।আগামী ৮ ই জানুয়ারি সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়ার ডুমুরজলা থেকে হেলিকপ্টার যোগে গঙ্গাসাগরে গিয়ে গঙ্গা সাগর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে সেখানে রাত্রীবাস করে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো অর্চনা সেরে পরেরদিন মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে হেলিকপ্টার যোগে জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুরে নেমে সড়কপথে দুপুর একটা নাগাদ বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে গিয়ে প্রশাসনিক সভা ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

আরামবাগে লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিল তৃণমূল

বনস্পতি দে, আরামবাগ হুগলিঃ এখনও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। কিন্তু তাতে কী! আরামবাগে তৃণমূল সাত তাড়াতাড়ি দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছে। দলের লোকজনকে চাঙ্গা করতেই এই উদ্যোগ বলে জানান এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সামান্য কিছু ভোটে জিতেছেন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। কিন্তু আরামবাগ লোকসভার চারটি বিধানসভাই কিন্তু বিজেপির দখলে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল অনেকটাই সামাল দিয়েছে। তাই কোনও রাজনৈতিক দলই নিজেদের এক ইঞ্চিও মাটি ছাড়তে নারাজ। লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ও প্রার্থিপদ ঘোষণা না হলেও, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। সর্বপ্রথম দেওয়াল লিখন দিয়েই প্রচারে এগিয়ে রইল আরামবাগ শহর তৃণমূল। আরামবাগের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল লিখন শুরু করেছে তৃণমূল। দেওয়াল লিখনে তুলিতে টান দেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রথীন দাস-সহ একাধিক নেতৃত্ব। তবে দেওয়াল দখল ও লেখায় তৃণমূল এগিয়ে গেলেও বিজেপি এখনও এ সবের মধ্যে নেই। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, '২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের পরে যে কটা ভোট হয়েছে অর্থাৎ পঞ্চায়েত ভোট, পুরসভা ভোট এবং বিধানসভা ভোট প্রত্যেকটাতেই তৃণমূল জিতেছে। এ বারও তৃণমূল জিতবে।

তাই সব জায়গায় যখন তৃণমূল এগিয়ে তখন দেওয়াল লিখনেই কেন এগিয়ে থাকবে না তৃণমূল।' বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, '২০১৯ সালের পরে চারটি বিধানসভা পেয়েছে বিজেপি। লোকসভায় আমাদের জোর করে, কারচুপি করে হারানো হয়েছিল। এ বারে আমাদের দল অনেক শক্তিশালী। তাই এ বারের লোকসভা বিজেপিই পাচ্ছে। ওরা যাই লিখুক আর যাই করুক। মানুষ ওদের ধরাশায়ী করে ছাড়বে।'

আরামবাগে সিপিএমের নীচু তলা থেকে এক ঝাঁক কর্মী-সমর্থক ছিনিয়ে আনল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ হুগলিঃ লোকসভা ভোট এগিয়ে আসতেই আবার শুরু হয়েছে ভাঙা-গড়ার খেলা। প্রতিটি দলই নিজের মতো করে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। আর এবার সিপিএমের নীচু তলা থেকে এক ঝাঁক কর্মী-সমর্থক ছিনিয়ে আনল বিজেপি। বুধবার বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা অফিসে গিয়ে পদ্ম ফুলের পতাকা হাতে তুলে নিলেন সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা।

তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ। বিজেপিতে যোগদানের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগও। বিজেপির দাবি, প্রায় ২০০-র বেশি কর্মী-সমর্থক সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব বার বার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন বিজেপির ইস্যুতে। মহম্মদ সেলিম, বিমান বসুরা বার বার বলেছেন, তৃণমূল ও বিজেপি উভয়ের বিরুদ্ধে সমানভাবে লড়াই চালিয়ে যাবে লাল পতাকা। নীতি, আদর্শগত দিক থেকেও দুই দল দুই মেরুতে। সেই জায়গায় লোকসভা ভোটের মুখে এই দলবদলের কারণ কী? সেই নিয়ে প্রশ্নে আবার এক সদ্য লাল ঝান্ডা ছেড়ে বেরিয়ে আসা মহিলা দাবি করলেন, 'তৃণমূলের দুর্নীতির' জন্য সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তাঁরা। তাঁর বক্তব্য, সিপিএম থেকে তাঁরা কোনওভাবে সাহায্য পাননি। তাই এই সিদ্ধান্ত। অপর এক বিজেপিতে যোগ দেওয়া ব্যক্তি বললেন, ''সিপিএম থেকে আমরা কোনও সাহায্যই পাইনি। তৃণমূল যেভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত, সেই কারণে আমরা সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দিলাম। উল্লেখ্য, এদিন প্রায় ১২ জন সিপিএম কর্মী ও সমর্থক বিজেপি অফিসে গিয়ে যোগদান করেন। তবে তাঁদের দাবি, তাঁদের সঙ্গে আরও ২০০ জন লোক রয়েছেন। তবে সন্ধে হয়ে যাওয়ার কারণে সকলে আসতে পারেননি।

বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিমান ঘোষ বললেন, ''ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকে গিয়েছে। সিপিএম, তৃণমূল, কংগ্রেসের নীচু তলার একনিষ্ঠ কর্মীদের মনে আঘাত লেগেছে। তাই তাঁরা সংকল্প নিয়েছেন, ভারতে মোদী ছাড়া কেউ নেই। তাই তাঁরা সবাই উন্নয়নের জোয়ারে গা ভাসিয়ে সবাই একত্রিত হচ্ছেন। এই দলবদলের বিষয় নিয়ে আরামবাগের প্রাক্তন সাংসদ তথা সিপিএম নেতা শক্তিমোহন মালিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। এটি খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

শীতের ইনিংসে ভাঁটা, জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ শীতের ইনিংসে আপাতত ভাঁটা পড়তে চলেছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে উধাও হবে শীতের আমেজ, আবার সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকবে। কলকাতার আকাশ আপাতত থাকবে পরিষ্কার, বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে রাতের তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে। তাই আগামী ৫-৬ দিন হিমেল পরশ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। পাশাপাশি পশ্চিমের জেলাগুলিতে রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনাও। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, অন্যদিকে দার্জিলিং ও সিকিমে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। ১০ জানুয়ারির আগে তাপমাত্রা কমার আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই, তবে ১০ তারিখের পর ফের বদলাতে পারে আবহাওয়া। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি।

কুণালের পর অরুণাভ ও কল্যাণের তোপ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে

কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ শুক্রবার ধারাবাহিকভাবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমালোচনা করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এতে তাঁকে প্রকাশ্যেই তোপ দাগেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। শনিবার এই ব্যাপারে তাঁর পাল্টা সমালোচনা করলেন আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা অরুণাভ ঘোষ এবং তৃণমূলের সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় শুক্রবার প্রথমে এজলাসে বসে ও পরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়া নিয়ে কেন কিছু বলছেন না রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সন্ধ্যায় বিচারপতি বলেন, 'এই অসভ্যতা আগে দেখিনি'।আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ এদিন বলেন, ''বিচারপতিদের অনেক সংযত হয়ে চলতে হয়। ওঁর আচরণ বিচারপতি সুলভ নয়। কাকে ধরে উনি ৫৬ বছর বয়সে জজ হয়েছেন তা আমি জানি। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে প্রশ্ন তুলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''শুক্রবার ওঁর সামনে কি সন্দেশখালির বিষয় ছিল? ছিল না তো! তাহলে উনি আগ বাড়িয়ে কেন সন্দেশখালি নিয়ে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়া, রাজ্যপাল, ইত্যাদি বললেন? তার মানে উনি নিজেই সংবিধানের শর্ত ভাঙছেন। আদালতের গরিমা নষ্ট করছেন। ওঁর জন্য কলকাতা হাইকোর্টের বাকি বিচারপতিদেরও অসম্মান হচ্ছে। কল্যাণের কথায়, ''তাই বলছি উনি ইস্তফা দিন। তার পর রাজনীতিতে যোগ দিন।বিচারপতির উদ্দেশে কল্যাণ আরও বলেন, ''আপনি তো সিপিএমের লোক ছিলেন। মনে নেই ৩৪ বছর ধরে কী নোংরামি করেছে সিপিএম! এখন সিপিএম নেই, তাই আপনি বিজেপির সঙ্গে আছেন। যোগ দিন পার্টিতে। আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ আর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের বিশেষ ফারাক নেই। অরুণাভবাবু বলেন, ''ওঁর মতো জজ কলকাতা হাইকোর্টে আছেন এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। ওঁর জন্য বিচারপতির চেয়ারের অমর্যাদা হচ্ছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাদৃত হয়েছে। এর ফলে তাঁর একটা জনপ্রিয়তা যে তৈরি হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আইনজীবীদের অনেকেই এর জন্য ঈর্ষা অনুভব করছেন। কয়েক মাস আগে অরুণাভ ঘোষ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু নেতিবাচক মন্তব্য করায় জল ঘোলা হয়েছিল। আমজনতা অবশ্য সামাজিক মাধ্যমে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের দিকেই ছিলেন।

তাঁর বিরোধীরা বলার চেষ্টা করছেন, সভায়, অনুষ্ঠানে বা কার্যত সাংবাদিক বৈঠক করে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে এবং যে ধরনের কথা বলছেন, তা আগে কোনও বিচারপতি বলেছেন কিনা সন্দেহ। এই পরিস্থিতি বেনজির।

বাগনান ১ নং ব্লকের সামগ্রিক উন্নয়ণের সম্মুখ সারিতে মহিলা বিকাশ সংগঠনে ৩৮ হাজার নারী বাহিনী

অভিজিৎ হাজরা, বাগনান, হাওড়া ঃ মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত বাগনান ১ নং ব্লকের বাঙালপুর মহিলা বিকাশ সংগঠনের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তিন দিনের ২৬ তম বার্ষিক সম্মেলন, একদিনের শিশু ও কিশোর উৎসব এবং দুই দিনের সারা বাংলা লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলন মোট ৬ দিনের অনুষ্ঠান বাগনান ১ মহিলা বিকাশ কো - অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, বাগনান ১ মহিলা বিকাশ কনসিউমার কো - অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড ও বাগনান গ্রামীণ মহিলা সম্মিলন এর আয়োজনে মহিলা বিকাশ ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল। এই মহিলা বিকাশ সংগঠন গড়ে ওঠা প্রসঙ্গে জানা যায়,১৯৯৬ সালের শীতকালীন ফিস্টি করবো বলেই মাধুরী ঘোষের ডাকে শতাধিক মহিলা মিলিত হয়েছিলেন দামোদর নদের চরে।খাওয়া - দাওয়ার সঙ্গে স্বনির্ভর দলের ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে ও বেশ কিছু কথা হয়েছিল সেইদিন।১৯৯৬ সালেই আনরেজিস্টাড ডোকরা গ্রাম সমন্বয় সমিতি গঠন করেন।পরের বছর থেকে তো স্বনির্ভর দলের ভবিষ্যৎ ভাবনা মূখ্য হয়ে গেল।এক দিনের ফিস্টি টা পরিবর্তিত হলো কয়েক দিনের সম্মেলনে।নারী কল্যান ও গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির ফাঁক ফোকর গলে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা গুলিতে আকাঙ্খিত নারীশিক্ষা, নারী স্বাবলম্বীতা , নারী পুরুষের সমমর্যাদা ও সমানাধিকার বহুলাংশেই অধরা। সাধারণ পিছিয়ে পড়া পরিবার গুলিতে পিত্রালয়ে, শ্বশুরালয়ে বিপুলসংখ্যক কন্যা ও বধূরা অবহিত ও নির্যাতিত হয়েই চলেছে। সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায় ও মর্যাদা অধরাই থেকে গেছে তাদের কাছে। বাগনান ১ নং ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকায় গান্ধী ভাবানুসারি মাধুরী ঘোষ ও তার সমাদর্শনুসারি গোপাল চন্দ্র ঘোষ এর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান বাঙালপুর মহিলা বিকাশ ,বাগনান ১ মহিলা বিকাশ কো - অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড , বাগনান ১ মহিলা বিকাশ কনসিউমার কো - অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড ,আঁধারের পথে আলোর দিশারী হয়ে উঠেছে। বাগনান ১ নং ব্লকের বাকসী,কল্যাণপুর,সাবসিট,বাইনান ,খালোড়, বাগনান ১, বাগনান ২, বাঙালপুর,হাটুড়িয়া ১, হাটুড়িয়া ২ এই দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৮৮৭ টি স্বনির্ভর দল ও ১৭১ টি গ্রাম সংসদ সমন্বয় সমিতি গঠন করেছেন। মহিলা বিকাশ সংগঠন প্রায় ৩৭ হাজার মহিলার মিলন ক্ষেত্র , নারী মুক্তির ও নারী উন্নয়নের পূর্ণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মহিলা বিকাশ এর কর্মকান্ডের অভাবনীয় সাফল্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রশংসা পেয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আধিকারিকবৃন্দরা এখানে আসেন সোসাইটি গুলির কর্মকান্ডের মূল্যায়ন ও কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে তো বটেই এমনকি বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ফ্রান্স, পোলান্ড,আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এখানে নিয়মিত আসেন। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গই নয়,সারা ভারতবর্ষের গ্রামোন্নয়ন তথা নারী মুক্তি ও নারী স্বশক্তিকরণ মহাযজ্ঞের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান বাঙালপুর মহিলা বিকাশ । এই মহিলা বিকাশ সংগঠনের লক্ষ্য কৃষি ও গ্রামীণ কুটির শিল্পের উন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সুরক্ষা,সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি,সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন চর্চা,দেশ সেবা,নিরঅহংকার,আত্ম নিবেদন,আত্ম বলিদান,নীরব কর্মীর ভূমিকা পালন,কবি গুরুর পল্লী ভাবনা ও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের শিক্ষা।এই মহিলা বিকাশ সংগঠন পরিচালিত গ্রুপ গুলির সদস্যা সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩৭ হাজার। এই বিশাল সংখ্যক পিছিয়ে পড়া মহিলাদের রুজি - রোজগার, সামাজিক মর্যাদা অর্জন ও সাংস্কৃতিক চেতনা সৃষ্টির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।সদস্যাদের নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ পৌঁচেছে ৫১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকায়। সমিতিতে প্রত্যক্ষ নিয়োগ ১৪৩ জনের মতো। তাঁরা বেতন পান না।তারা স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন গ্রামোন্নয়নে মহিলাদের উৎসাহিত ও সাহায্য এবং সর্বপরি তাদের পাশে থাকার জন্য।অন্যান্য সদস্যরা পাচ্ছেন উৎপাদন ব্যয়ের শ্রম মূল্য ও বৎসরের শেষে সমিতির লভ্যাংশ থেকে ডিভিডেন্ড। মহিলা বিকাশ র প্রতিষ্ঠাত্রী মাধুরী ঘোষ ব্যক্তিগত ভাবে ও ওনার সংগঠন নানা স্থান থেকে বহু সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।রাজ্য সমবায় দপ্তর সেরা মহিলা সমবায় নির্বাচন করেছেন বহুবার। ২০১৩,২০১৫,২০১৭,২০১৯ সালে। ২০১৮ সালে ন্যাশনাল কো -অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন দিয়েছেন এ্যাওয়াড অফ এক্সেলেন্স ।গডফ্রে ফিলিপস ব্রেভারি কতৃপক্ষ জাতীয়স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ২০১৩ সালে মাধুরী ঘোষকে আমোদিনী পুরস্কারে সম্মানিত করেন। তাজবেঙ্গল হোটেলের ক্রীষ্টাল হলে মানপত্র,শাল,মেডেল এবং ১ লক্ষ টাকা দিয়ে মাধুরী ঘোষ কে সম্মান জানান মন্ত্রী মনীশ গুপ্ত, অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর,রুপা গাঙ্গুলি।২০১৭ সালে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত সমবায় মেলায় বাগনান ১ মহিলা বিকাশ কো - অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড কে মহিলা ক্রেডিট কো - অপারেটিভ সোসাইটি বিভাগের প্রথম স্থান অধিকারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় দপ্তর কতৃক সমবায় রত্ন পুরস্কারে ভূষিত করেন। পুরস্কার প্রদান করেন

সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। এছাড়াও বহিঃ দেশের, স্থানীয় স্তরে ও জেলা স্তরে অনেক সম্মান ও সম্বর্ধনা পেয়েছেন মাধুরী ঘোষ ব্যক্তিগত ভাবে।স্নেহ,মমতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও অক্লান্ত শ্রম দিয়ে হাজার হাজার অবহেলিত মহিলাদের পৌঁছে দিয়েছেন স্বনির্ভতার শীর্ষে।৩৭ হাজার নারীকে সাংসারিক জীবনে অর্থ কষ্টের অন্ধকারের গহ্বর থেকে তুলে, তাদের মুখে পরিবারের সবার মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন। তাদের শিক্ষা ও সম্মানের অধিকারী করছেন। জীবনধারণের প্রথম চাহিদা হাতে কলমে নিত্যদিনের পরিচালনায় পুরণ করছেন - মাধুরী ঘোষ ও গোপাল চন্দ্র ঘোষ।৫২ হাজার গ্রামীণ মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই সংগঠনের ৩ দিন ব্যাপী ২৬ তম বার্ষিক সম্মেলনে বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রীতা মন্ডল, উপপ্রধান সেখ আশিক রহমান, বাগনান ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পঞ্চানন দাস, পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতির অধিকর্তা প্রশান্ত রক্ষিত, সমাজসেবী মদন ঘোষ,কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড . তপতী ভদ্র, আমতা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র, পরিবেশবিদ ও সমাজকর্মী ডাঃ সৌরেন্দুশেখর বিশ্বাস, সমাজসেবী তপন ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । অনুষ্ঠান ডালিতে ছিল, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, নারী শক্তি ও মহিলা বিকাশ সম্মাননা প্রদান,ড. মানব সেন মেমোরিয়াল সেল্ফ স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে এবং মহিলা বিকাশ এর ব্যবস্থাপনায় সারাদিনের শিশু ও কিশোর উৎসব , লিখতে পড়তে শেখান ও সাহিত্য সেবক পত্রিকার উদ্যোগে এবং মহিলা বিকাশ এর ব্যবস্থাপনায় সারা বাংলা লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলন,।তিন দিনের মহিলা বিকাশ এর সম্মেলন উপলক্ষে মহিলা বিকাশ স্মরনিকা প্রকাশ করা হয়।সংগঠন সূত্রে জানা যায়, এই মহিলা বিকাশ সংগঠনে যুক্ত ৩৮ হাজার মহিলাদের মধ্যে সকলেই গ্রামীণ এলাকায় থাকেন।

এদের মধ্যে অষ্টাশি শতাংশ মহিলা মাধ্যমিক স্তরের গন্ডিই পার হয়নি।তবে মহিলা বিকাশ কো - অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড ও মহিলা বিকাশ কনসিউমার কো -অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর মাধ্যমে ও সহযোগিতা স্বনির্ভর হয়েছেন ত্রিরিশ হাজার মহিলা। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে এইসব মহিলারা বিভিন্ন কাজ করে থাকেন।মাসে আয় করেন কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা থেকে ত্রিরিশ হাজার টাকা। এই সব মহিলারা একটি সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালনা করেন। বর্তমানে সয়বায় সমিতির মূলধন পঞ্চান্ন কোটি টাকা।এই সমবায় ব্যাঙ্ক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে পুরস্কৃত হয়েছে। মহিলা বিকাশ এর প্রতিষ্ঠাত্রী ৩৮ হাজার মহিলার মা মাধুরী ঘোষ গুরুতর অসুস্থ থাকায় সম্মেলনে উপস্থিত না থাকায় তার ৩৮ হাজার কন্যাদের চোখের জল বাঁধ মানে নি।সমিতির প্রকল্প আধিকারিক বিপ্লব ঘোষ জানান, বাগনান ১ নং ব্লকের আয়তন ৮৬.৩৩ বর্গকিলোমিটার,মোট গ্রামের সংখ্যা ৯২, জনসংখ্যা ২,২১,৫০০ জন।এর মধ্যে পুরুষ ১,১৩,৮৬৯ জন, মহিলা ১,০৭,৬৩১ জন, পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৪৯,০০০ ।এই পরিবার গুলির ১,০৭,৬৩১ মহিলাদের মধ্যে অবশ্যই বৃদ্ধা ও নাবালিকা রয়েছে।

এদের বাদ দিলে বাগনান ১ নং ব্লকের শারিরীক ভাবে সক্ষম প্রায় অর্ধেক প্রায় আটত্রিশ হাজার মহিলা বিভিন্ন ভাবে মহিলা বিকাশ সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে নিজ নিজ পরিবারের আর্থিক সহযোগিতা দিতে সক্ষম হয়েছে।গ্রামীণ এলাকার অর্থনীতি মূলত কৃষিকাজ এবং পশুপালনের উপর নির্ভরশীল। এই কৃষি কাজের জন্য বাড়ির পুরুষেরা ও নিযুক্ত থাকেন।প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এই কাজ করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পশুপালনের উপর মহিলাদের অগ্রাধিকার ও উৎসাহ দেওয়া হবে।

উৎপাদিত দ্রব্যকে বাজারজাত করার জন্য জীবিকা তহবিল গঠন করা হবে।বাজারকরণ করার জন্য ১৪ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। এই বিষয়ে সদস্যাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও করা হয়েছে ।বাগনানের ১ নং ব্লকের সামগ্রিক উন্নয়ণে পিছনে নয়,একদম সম্মূখ সারিতে আছেন আটত্রিশ হাজার নারী বাহিনী।

মুড়িগঙ্গা নদীর চড়ে জাহাজে বিধ্বংসী আগুন, মুহূর্তের মধ্যেই পুড়ে গিয়ে বিপুল ক্ষতি

কাকদ্বীপ, ৬ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে লট নম্বর ৮ লাগোয়া সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি অফিসের পেছনে মুড়িগঙ্গা নদীর চড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পণ্যবাহী জাহাজ বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে গেল। শনিবার সকালে আচমকাই আগুন লেগে যায় জাহাজটিতে। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে জাহাজের ইঞ্জিন। খবর দেওয়া হয় দমকলে, দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশ বাহিনী। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের জেরে এই অগ্নিকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তবে পণ্যবাহী এই জাহাজটির আন্ডার গ্রাউন্ডে প্রচুর তেল রয়েছে। অপরদিকে জাহাজটির রিপেয়ারিংয়ের কাজ চলার কারণে জাহাজটিতে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের সিলিন্ডারও ছিল। ইঞ্জিন থেকে দ্রুততার সঙ্গে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা পণ্যবাহী জাহাজটিতে। এই ঘটনায় বিপুল ক্ষতি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক ব্যক্তি

হাওড়া, ৬ জানুয়ারিঃ হাওড়ার লিলুয়া থানার তৎপরতায় উদ্ধার হলো আগ্নেয়াস্ত্র। গ্রেফতার ১। হাওড়া সিটি পুলিশের লিলুয়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে হাওড়ার বেলগাছিয়া এলাকা থেকে রবি দাস নামে এক ব্যক্তিকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃত ওই ব্যক্তি অস্ত্র

লিলুয়া

পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত কিনা তা তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত ব্যক্তি কোথা থেকে ও কার কাছ থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র পেয়েছিলেন সেটারও খোঁজ চলছে।

রবিবার হাওড়া শাখার বিভিন্ন শাখায় একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল, ভোগান্তির আশঙ্কা

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ হাওড়া ডিভিশনেও ট্রেনের কাজের জেরে রবিবার বাতিল থাকবে একাধিক ট্রেন। বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। সময়সূচিও বদলাচ্ছে কিছু ট্রেনের। এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছে পূর্ব রেল। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে ৭ তারিখ রবিরার হাওড়া থেকে ৩৭৩১৫, তারকেশ্বর থেকে ৩৭৩২৬, ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৭৪৯, কাটোয়া থেকে ৩৭৭৪৮, ০৩০৯৫ ও আজিমগঞ্জ থেকে ০৩০৯৬ নম্বর ট্রেন বাতিল থাকবে। পাশাপাশি ৩৭৩৬১ হাওড়া-আরামবাগ লোকাল নিজের শেষ গন্তব্যের পরিবর্তে তারকেশ্বর পর্যন্ত যাবে। একইভাবে ৩৭৩৬২ আরামবাগের পরিবর্তে ছাড়বে তারকেশ্বর থেকে। অন্যদিকে হাওড়া-রামপুরহাট শহিদ এক্সপ্রেস বালি স্টেশনে ১০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

একইভাবে ১২৩০৪ নতুন দিল্লি-হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেস আসানসোল ডিভিশনে ৪৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ৩৭৩২৮ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল ১১টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে ১১টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে। পাশাপাশি ১২৩৩৮ বোলপুর শান্তিনিকেতন-হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ১টা ১০ মিনিটের পরিবর্তে ১টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে বলে জানা গিয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৮ সংখ্যা, রবিবার, ২১ পৌষ ১৪৩০

নিগ্রহ তদন্ত কমিটিতে সাক্ষ্যে অধ্যাপক ওটেন কোনো ছাত্রের নাম উল্লেখ পর্যন্ত করেননি

রবীন্দ্র কুমার শীল
(পূর্ব প্রকাশের পর)

সুভাষ চন্দ্র অধ্যাপক ওটেনের ওপর আক্রমণের কোনো নিন্দা তিনি করেননি এবং কোনো ছাত্রদের নামও প্রকাশ করেননি। বরঞ্চ শিক্ষকদের ব্যবহারই ছাত্রদের রুষ্ট করেছিল তা তাঁর সাক্ষ্যদানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল।...they (students) did it under great provocation. তদন্তের ফল তার অনুকূলে যাবে কিনা তা নিয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে তদন্তের ফল যাই হোক না কেন তিনি যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন। হেমন্তকুমারকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তিনি মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শেষ ভরসাস্থল বলে উল্লেখ করেছিলেন। আশুতোষবাবু রয়েছেন তার ফলে ছত্রদের ওপরে কেনও ক্রোধ এসে উপস্থিত হবে না বা ছাত্রদের রাইট সাফার করতে হবে না। চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন যে বহিস্কারের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাঁর এটাও মনে হয়েছিল ভালো ছেলে বলে তাঁর কলেজে সুনাম রয়েছে এবং বংশ পরিচয় উচু মহলে থাকার জন্য তদন্তের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সুবিধা পেতে পারেন। আর যদি তদন্তের ফল যদি তাঁর বিরুদ্ধে যায় তাহলে তিনি আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরে হেমন্তকুমারকে আবার একটি চিঠি লিখলেন ৬ মার্চ ১৯১৬ সালে। সেখানে তিনি লিখলেন যে আমাদের ওপরে কমিটির অ্যাটিচিউড ভালো মনে হয়। আশা করা যেতে পারে যে নিদোর্ষ সাব্যস্ত না হলেও 'বেনেভিট অব ডাউট' দেবে। কিন্তু বাস্তবে তা দেখতে পাওয়া গেল না। তদন্ত রিপোর্ট বের হতে দেখা গেল যে সব থেকে কঠিন শাস্তিই সুভাষের জন্যই বরাদ্দ করা আছে। তিনি কলেজ থেকে বহিস্কৃত হন তা অনুমোদন করা হয়েছে এবং অন্য কলেজে পড়ার আবেদনও উপেক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথাগত পড়াশুনার তাঁর ছেদ পড়তে শুরু করে দিল। এবারে তিনি কলকাতা ছেড়ে কটকে ফিরে গেলেন। সুভাষ চন্দ্র তাঁর কাজের জন পরিবারের সব সময়ে সমর্থন লাভ করেছিলেন। অধ্যাপক গর্ডন লিখেছেন যে "To the Govenemt he was a mischiefmaker and damagogue, to some of his fellow students he was a hero and martyr, to other a fool, but to his family he was a young son in need of their case "। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বলে ছিল যে ১০ জানুয়ারি ১৯১৬ সালে ছাত্ররা যে করিডরে এসেছিল তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। অধ্যাপক আর এন ঘোষ ক্লাস না নেওয়ার ফলে গণ্ডগোল তৈরি হয়েছিল। রিপোর্টে এও বলা হয়েছে যে কমলাভূষণ যে 'পঞ্চানন' বলেছিল তাতে ওটেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তার মূলে কোনো নেতিবাচক অভিসন্ধি ছিল না। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ পওয়ার পরে অধ্যাপক আর এন ঘোষকে শাস্তি হিসাবে মফঃস্বলে বদলী করে দেওয়া হল। অধ্যাপক আর এন ঘোষ এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন। কমিটি কিন্তু ওটেনের ব্যবহারের পরোক্ষ সমালোচনা করেছিল। প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানতে পারা গিয়েছিল যে ওটেনের ওপরে অধ্যক্ষের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৩ জানুয়ারি ১৯১৬ সালে ছাত্র ধর্মঘট মিটে যাওয়ার পরে অধ্যক্ষ সব ইউরোপীয় অধ্যাপকদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে কোনো ভারতীয় ছাত্রদের গায়ে হাত যেন না দেয়। ঘটনাগুলিকে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে ওটেন অধ্যক্ষের কথা শুনতেন না এবং তাঁর ব্যবহারের কোনও পরিবর্তন হয়নি। ধর্মঘটের পরদিন ক্লাস শুরু হলে অধ্যাপক ওটেন দশ জন ছাত্রকে ক্লাস থেকে বের করে দেন। কারণ তারা ছাত্র ধর্মঘটে যোগদান করেছিল। অধ্যক্ষ তদন্ত কমিটির সামনে ওটেনের এই ব্যবহারকে অত্যন্ত এক্সট্রিমলি ইনজুডিশিয়াস বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং তদন্ত কমিটি এই মতে সহমত প্রকাশ করে। কিন্তু তদন্ত কমিটি ওটেনের বিরুদ্ধে কোনও মত প্রকাশ করেনি। অন্যান্য বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তদন্ত কমিটি জানিয়েছিল যে ইউরোপীয় এবং দেশিয় অধ্যাপকদের মধ্যে নানা বৈষম্য দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল যা ছাত্রদের কাছে গ্রহণীয় ছিল না এবং এই বৈষম্যকে তারা শাসক শ্রেণির ভারত বিদ্বেষী অভিসন্ধি বলে মনে করেছিল। ছাত্রদের প্রতি ইউরোপীয় শিক্ষকদের ।আচরণ খুবই উদ্ধত ছিল। তারা বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদের সমানে বা উদ্দেশ্য করে ননা অপমানজক মন্তব্য করতেন যা ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চার করেছিল। ছাত্রদের যে চাপা অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল তা অধ্যাপকেরা বুঝতে পারেননি। কমিটির রিপোর্ট এও প্রকাশ পেয়েছিল য়ে সমকালীন রাজনীতি ঢেউ

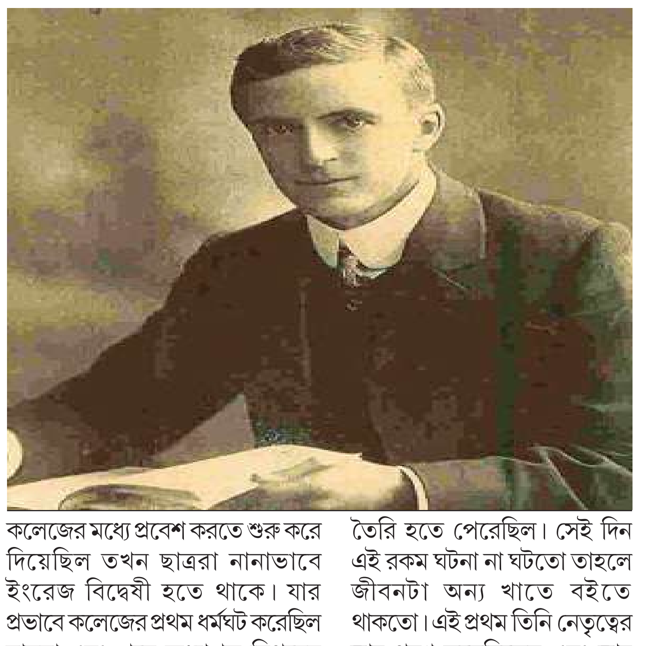

কলেজের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন ছাত্ররা নানাভাবে ইংরেজ বিদ্বেষী হতে থাকে। যার প্রভাবে কলেজের প্রথম ধর্মঘট করেছিল ছাত্ররা এবং পরে অধ্যাপক নিগ্রহের ঘটনা ঘটতে থাকে। সমস্ত ঘটার জন্য সুভাষ চন্দ্রকে দায়ী করা হয়েছিল এবং তার জন্যই তাঁকে রাষ্টিকেট এর মতো শাস্তি পেতে হয়েছিল। আত্মজীবনীতে সুভাষচদ্র বোস লিখেছেন "Mine was the only name singled out for mention-so my fate was sealed "। ওটেন নিগ্রহ এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার তাঁর মনোজগতে একটি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। তার পরে তিনি সমস্ত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে আত্মসামালোচনা করেছিলেন। আত্মসমীক্ষাও করেছিলেন। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তিনি খানিকটা অনুতাপ করেছিলন মন করা হয়ে থাকে। এই রকম পরস্থিতি তৈরি করার জন্য তিনি ব্যথিত হয়ে গিয়েছিলেন। একটি ঘটনা এ তখানি বৃহৎ আকার ধারন করবে তা তিনি নিজে উপলব্ধিকরতে পারেননি। তাঁর এক সময়ে মনে হয়ছিল তাঁর বাড়ি সার্চ হতে পারে এবং তিনি গ্রেফতার হতে পারেন। পরে তিনি অনুভব করত শুরু করলেন যা তিনি করেছেন তা বেশ করেছেন। এই রকম কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সঠিক কাজ হয়েছে। তিনি আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে একটি মহান দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে অধ্যক্ষ তাঁকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার ফলে তাঁর জীবনের ভবিষ্যত তৈরি হতে পেরেছিল। সেই দিন এই রকম ঘটনা না ঘটতো তাহলে জীবনটা অন্য খাতে বইতে থাকতো। এই প্রথম তিনি নেতৃত্বের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বাদ প্রথম দিকে তিক্ত হলে ভবিষ্যতে তা পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নেতৃত্ব দেওয়ার সময়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। তাকে সহ্য করে সমানের দিকে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে প্রকৃত নেতার কাজ। থেমে থাকলেচলবে না। এগিয়ে যেতে হবে। যে কোনও অন্যায় ঘটনার সঙ্গে লড়াই করে জয়কে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে। অধ্যাপক নিগ্রহে সুভাষ কতখানি জড়িত ছিলেন তার মীমাংসা করতে অধ্যক্ষ ব্যর্থ হয়েছিলেন। শুধু মাত্র একজন বেয়ারার সাক্ষ্য এই রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো অবস্থাকে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই তাঁর সাক্ষ্যের ওপরে ভিত্তি করে অনঙ্গমোহন এবং সুভাষ চন্দ্রকে বহিস্কার অধ্যক্ষের প্রতিশোধ স্পৃহাই চিহ্নিত করে। অর্থাৎ সুভাষ চন্দ্র যে ওটেনকে মেরেছিলেন তার কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মূল সত্যটা অনুদ্ঘাটিত থাকে। সরকারি তদন্ত এ ব্যাপারে কোনও আলোকপাত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এ ব্যাপারে সুভাষ চন্দ্রের বন্ধু দিলীপ কুমার রায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ঘটার দিন তিনি কলেজে ছিলেন না। পরে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে তিনি সুভাষের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে সুভাষ অধ্যাপক নিগ্রহের বিরোধী ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে অনেকে বড় বড় কথা বলে আসল সময়ে পিছিয়ে গেল। তখন ফল যাই হোক না কেন তিনি একেবারে এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর কথায় ""। ,সুভাষ চন্দ্র দিলীপকুমারকে ঘটনাটি বললেও তাঁর কথাকেক মান্যত্য দেওয়া হল না। কারণ তিনি ঘটনার দিন অনুপস্থিত ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবীর কথা অনুসারে জানতে পারা গিয়েছিল যে চিত্তরঞ্জন দাশ যখন নৈশ আহারে জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন সুভাষ কয়েকটি ছাত্রকে নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেকলেজের সব ঘটনা খুলে বলেন। সমস্ত ঘটনা শেনার পর চিত্তবঞ্জন দাস তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেন। বাসন্তী দেবী বলেন এটাই ছিল দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষের প্রথম সাক্ষাৎ। বাসন্তী দেবী বলেছিলেন পরবর্তীকালে ওটেনের মারার ব্যাপারে কোনও কথা উঠলে সুভাষ সে ব্যাপারে চুপ করে থাকতেন। তিনি ওটেন প্রসঙ্গ তখন এড়িয়ে চলতেন। বাসন্তী দেবী ব্যক্তিগত মত হচ্ছে সুভাষ চন্দ্র মার না দিলেও এটেনকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া সুভাষেরই কাজ। কারোর বক্তব্য শুনে বুঝতে পারা যাচ্ছিল না যে ওটেনকে প্রহার করা ব্যাপারে সুভাষ চন্দ্র জড়িত ছিলেন। ভোলনাথ রায় তাঁর বইতে একজন প্রথম বর্ষের ছাত্রের কথাকে প্রত্যদর্শী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছেন যে ঘটনার সময়ে সে কমনরুমে ছিল। হইচই শুনে বের হয়ে এসে সে দেখে ওটেন মাটিতে পড়ে রয়েছেন এবং সুভাষ চন্দ্র তাঁকে জুতো পেটা করছেন আর একজন ছাত্র তাঁকে লাথি মারছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা কিন্তু সন্দেহাতীত নয়। কারণ ঘটনার পর দু'দুটো তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। কোনও তদন্ত কমিটির কাছে এই রকম রিপোর্ট এসে জমা পড়েনি। অন্য কারোর জবানীতে এই রকম তথ্য মেলে না। তাই সুভাষ চন্দ্র যে প্রত্যক্ষভাবে ওটেন লাঞ্ছনার সঙ্গে জড়িত তা এই বক্তব্যকে ধরে প্রমাণ করা যায় না। অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু তাঁর রচিত 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' বইতে এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি উল্লেখ করেছেন। সূভাষ চন্দ্রের রাজনৈতিক সহকর্মী এবং এক সময়ে সহ জেলবন্দি নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর লেখা 'নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' বইতে লিখেছেন যে তিনি যখন সুভাষ চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ওটেনকে কে মেরেছিল? এর উত্তরে সূভাষ চন্দ্র বলেছিলেন যে মনে হয় অনঙ্গই মেরে ছিল। সুভাষ চন্দ্রের সহপাঠী ঘটার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী প্রমথনাথ সরকারের কথায় ," এটেনকে সুভাষ চন্দ্রের সমানেই মার খেতে হয়েছিল। কিন্তু প্রহারের মধ্যে সুভাষ চন্দ্র ছিলেন না। ঘটনার অন্যতম আলোচিত ব্যক্তি অনঙ্গমাহন দামেব . মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ছাত্র আন্দোলনে প্রধান স্থানে থাকার ফলে তার নাম উঠে এসেছিল। তার ফলে ওটেনকে প্রহারের সঙ্গে সুভাষ চন্দ্র কোনও রকমভাবে জড়িত ছিলেন না। সুভাষ চন্দ্রের জীবনীকার ড. হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের লেখা 'সুভাষচন্দ্র' বই থেকে জানতে পারা যায় যে সুভাষ চন্দ্র ওটেন ঘটনার জন্য আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন এবং এই ঘটনার জন্য হেমেন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে কোনও অনুশোচনা বা অনুতাপ লক্ষ্য করেননি। কিন্তু সুভাষ চন্দ্র ব্যক্তিগতভবে ওটেনকে প্রহার করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নের কোনও উত্তর কিন্তু তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায়নি। হেমেন্দ্রনাথের বক্তব্য হল সুভাষ চন্দ্র দলের মধ্যে থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে প্রহারের মধ্যে ছিলেন না।

(ক্রমশঃ)

লোকসভায় বিজেপি চারশো

লোকসভায় এবার বিজেপি চারশো আসনের দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে। কীভাবে চারশো আসন লাভ করা যায় তার কেশীল বের করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। তিনি এখন সব দিনই রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জনসংযোগ বৃদ্ধির কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। লোকসবার ভোট শেষ হওয়ার পরই এসে উপস্থিত হবে জম্মু কাশ্মীরের বিধানসভার ভোট। সেই দিকেও বিজেপি দলকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। জম্মু কাশ্মীরে এবারে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দল সেতা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সেই ভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছে কাশ্মীরের বাসিন্দারা। সেই কারনে এখন থেকে জম্মু কাশ্মীরে বেশি করে যাতে হিন্দুদের বসবাস গড়ে ওঠে তা দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। কাশ্মীরে যাতে বিজেপি এবারে লোকসভায় প্রার্থী জয়ী হতে পারে তার দিকেও নজর রাখতে শুরু করেছে। কেরালে দিকে নজর দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। কেরালে বাম দলের আধিপত্য কমিয়ে দিতে পারা কী করে সম্ভব হবে তার কৌশল গ্রহণ করছে বিজেপি দলের নেতারা। তারপরে ধরা হবে পশ্চিমবঙ্গ। পশিচমবঙ্গকে সবার শেষে ধরা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিজেপিদল পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। কোথায় তাদের ভুল হচ্ছে তা নিয়ে লোকসভার পরে আলোচনা করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্য রাজ্য থেকে একেবারে ভিন্ন। এখানে সহজে ধর্মের ভিত্তিতে ভোট করা যায় না। জাতি দাঙ্গা লাগিয়ে ভোটে করে জেতা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা রাজনৈতিক সচেতন। তারা রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোনও মেলবন্ধন ঘটায় না। অন্য রাজ্যের রাম মন্দির নিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা করা সম্ভব হয়নি। ব্রিগেডে গীতা পাঠ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হয়নি। বিজেপি গীতা পাঠে অংশ গ্রহণ করে রাজনৈতক ফায়দা তুলতে পারেনি। তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে মাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে তার সঙ্গে বিজেপি এবং কংগ্রেস দল পাল্লা দিতে পারছে না। এখনও বাংলার জনগণ তৃণমূল কংগ্রেসকে চাইছে। দুর্নীতি হাওয়া উঠতে শুরু করলেও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তবুও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে সাধারণ মানুষের ঝোঁক পড়ে রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এখনও এখানে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক দল। এবারে লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস জোটে ইণ্ডিয়ার মধ্যে থেকে জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে চায় বলে জানতে পারা গিয়েছে। আঞ্চলিক দলের তকমা ছেড়ে ফেলে গিয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস হিসাবে পরিচিতি লাভ করার দিকে পা ফেলতে চেষ্টা করছে। ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে তারা এবারে লোকসভার নির্বাচনে আসন দেবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কংগ্রেস এবং আম আদমি দল। সমাজবাদী পার্টিও রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। তার ফলে উত্তর প্রদেশে তৃণমূল কংগ্রেস এবারে প্রার্থী দেবে বলে জানতে পারা যায়। বিজেপি এখন সারা দেশে একক সেনা দল হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছে। বিজেপি দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে মুখ করেই এবারে লোকসভার বৈতরণী পার হবে। তবে কোথায় কতগুলি আসন পেতে পারে তার জন্য পেশাদারি প্রযুক্তিবিদের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এদিকে অধীর চৌধুরী বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে প্রশান্ত কিশোর এখনও তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে যাননি। তিনি দূর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে বুদ্ধি দিতে শুরু করে দিয়েছেন। আগে প্রকাশ্যে প্রশান্ত কিশোর যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ্যে পাশে থেকে বিজেপি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করতো এবারে তিনি আড়াল থেকে লড়াই করার কৌশল গ্রহণ করেছেন। বিহারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আবার প্রশান্ত কিশোর দেখতে পারেন না। তার ফলে বিহারে প্রশান্ত কিশোর কোনও সুবিধা করতে পারেননি। সেখানে আবার লালু প্রসাদ যাদব রয়েছেন। তিনি রাজনীতিটা ভালো করে বোঝেন। তবে বিহারে বিজেপি দলের রাজনৈতিক প্রভাব বেশ শক্তিশালী। বিহারে এবারে লোকসভার ভোটে বেশি আসন লাভ করা কথা ভাবতে শুরু করেছে। উড়িশাতে বিজেপি দল তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার কথা ভাবলেও সেখানে নবীন পট্টনায়েক থাকার ফলে বিজেপি বেশি চাপ দিতে চাইছে না। নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে বোঝাপড়া করে লোকসভার নির্বাচনে সেখানে প্রার্থী দিতে চায় বিজেপি দল। এবারে তামিলনাড়ুতে বিজেপি দল প্রার্থী দেবে এবং সেখানে বিজেপি জোরদার রাজনৈতিক প্রভাব যাতে বিস্তার লাভ

পাক ইচ্ছা ভারত চিন যুদ্ধ

পাকিস্তান চাইছে ভারত চিন যুদ্ধ হোক। আর বালুচিস্তানটা রক্ষা পাক। বালুচিস্তানে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার যে জন্য আন্দোলন দেখা দিয়েছে তাকে দমন করতে চিন ভারত যুদ্ধ লাগিয়ে দিলে সেটা আর হওয়া সম্ভব হবে না। কারণ বালুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভারত সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে। সেখানে পাকিস্তান সেনারা অমানবিক অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে সেখানকার সংগ্রামী নেতারা ভারত সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারা ভারতের কাছে সাহায্য চাওয়ার আবেদন করেছে। এটা যেহেতু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপার সেই কারণে ভারত বালুচ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে না। ভারত এখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরটাকে পুনরায় দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর যদি ভারত দখল করে নেয় তাহলে পাকিস্তানের কোনও বৈদেশিক নীতি থাকবে না। আন্তর্জাতিক কূটনীতি থাকবে না। ভারত বিরোধী বিদেশী নীতি থাকবে না পাকিস্তানের। ভারত বিরোধী নীতি গ্রহণ করে আজ পর্যন্ত পাকিস্তান পৃথিবীর মানচিত্রে টিকে গিয়েছে। আগামী দিনে সেটা আর সম্ভব হবে না বলেই এখন অতি কৌশলে চিনকে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান চিনকে ভারত মহাসাগর থেকে শুরু করে আরব সাগর ব্যবহার করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এদিকে চিন সাগরে ভারতের বা আমেরিকার কোনও যুদ্ধ জাহাজ দেখলেই চিৎকার করতে শুরু করে দেয়। সাগর কারোর একার নয়। সাগর হচ্ছে আন্তর্জাতিক পথ। এই পথ সবাই ব্যবহার করতে পারে। চিন সেটা মেনে চলতে চায় না। চিন মনে করে এখানে যে সাগর রয়েছে চিন সাগর তাদের এলাকা। এখানে চিন সেনা ছাড়া আর কারোর প্রবেশাধিকার নেই। ফলে চিন সাগর নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, এখন আগ্রাসী নীতি নিয়ে চলার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এসে দাঁড়ানো আর চলবে না। এখন সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। অপরের অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে। অপরকে সম্মান দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির পরিবেশে তৈরি করতে হবে। লাদাখে চিন সেনারা ভারতীয় সেনাদের দিকে তাক হাতাহাতি করছে চিন সেনারা। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিন ভারতের হাত থেকে পাহাড়ের চূড়ো অধিকার করে নিয়েছে ভারত। যার ফলেই ক্ষিপ্ত চিনা সেনারা। তারা যে কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল সেখানে এখন বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় সেনারা। চিনের কৌশল হচ্ছে ভারতের কিছু জমি দখল করে নেওয়া।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর এবং অর্থ দান করতে হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না।

চিন এখন প্রধানমন্ত্রী মোদি বন্দনা করতে শুরু করেছে

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি বন্দনা আগেই করেছিলেন। পুতিন অবশ্য বলেছেন তিনি আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে মোদিকে দেখতে চান। মোদ যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন তাহলে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হতে থাকবে। রাশিয়া এখন ভারতের সবচেয়ে বড় বন্ধু বলা যেতে পারে। ভারতের ব্যাপারে চিন একুট নাক উঁচু করে ছিল। এবারে কিন্তু তা করতে দেখা গেল না। চিনের সরকারি মুখপত্র 'গ্লোবাল টাইমস' ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্তুতি করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারত উন্নয়নের যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে ভারত আগামী দিনে আর বেশি করে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে থাকবে। এদিকে চিন যেভাবে ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বিরোধী দলের নেতারা সংশয় প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে যে নেহরুর সময়েও চিন ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সময়ে চিনের প্রধানমন্ত্রী চো এন লাই ভারত সফর করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানাপিনা করেছেন। দিল্লি থেকে বেজিং ফিরে গিয়ে চিনের প্রধানমন্ত্রী চো এন লাই ভারত আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন বেঁচে ছিলেন মাও সে তুং। তিনি তখন ভারত আক্রমণকে বন্ধ করতে কোনও আগ্রহ দেখাননি। আসলে ভারত দখল করাই হচ্ছে চিনের লক্ষ্য। চিন প্রশংসা করছে তার মানে চিনের কোনও স্বার্থ রয়েছে। স্বার্থ ছাড়া চিন কারোর কোনও দিন প্রশংসা করে না। প্রধানমন্ত্রী মোদি চিনে সম্পর্কে একটি কথাও ইদানিং বলছেন না। তিনি বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে চিন ভারতের সীমান্ত এলাকা দখল করে নেই। এদিকে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে লোকসভার ভোটের আগেই কেন চিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছে তা খতিয়ে দেকা উচিত। মোদি ভারত চিন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর লাল ফৌজের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি চিন বিরোধী কোনও কথা আর বলছেন না। সীমান্ত এলাকা চিনের দখলে নেই বলে সার্টিফিকেট দিতে শুরু করে দিয়েছেন। গত মাসে চিনের কূটনৈতিক নাগপুরের আসএসএস সদর দফতরে এসে ছিল। তার সেখানে দেখতে পেয়েছিল আরএসএস কীভাবে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। আরএসএস দলের প্রশংসা চিন কূটনীতিকরা করতে শুরু করে দিয়েছিল। তাহলে দখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বিজেপির সঙ্গে চিনের সখ্যতা রয়েছে। চিন যতই ভারত বিরোধী কথা বলুক এবং সীমান্ত এলাকা বা অরুণাচল প্রদেশকে নিয়ে যত তারা নিজেদের এলাক বলে ঘোষণা দিক তাতে প্রধানমন্ত্রী মোদির কোনও কিছু এসে যায় না। আসলে প্রধানমন্ত্রী মোদি এখন চিনের প্রশংসা বেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে বসে রয়েছেন। তিনি এখন কী তাহলে চিন বন্দনা করতে শুরু করবেন? চিন ভারত বন্দনা বা মোদি বন্দনা করে অরুণাচল প্রদেশকে দখল করতে চাইছে। কাশ্মীর নিয়ে মোদি এখন আর কোনও কথা বলছেন না। তিনি পাকিস্তানের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে রয়েছে। তিনি এখন লোকসভায় বিরোধী দলকে ঠাণ্ডা করা ফেলায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে চিন এবং পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করা কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করছে তার দিকে নজর নেই বলা যেতে পারে। চিন যদি ভারত আক্রমণ করে তাহলে আমেরিকার কাছ থেকে ভারত কতখানি সাহায্য পাবে তা নিয়ে কোন ভাবনা চিন্তা করছেন না। এদিকে ইজরায়েল তার যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। তার ফলে এখন একটি বড় ধরনর রাজনৈতিক ফাঁকে সৃষ্টি হয়েছে সেটা বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর স্বীকার করছে না। চিন এখনই তাইওয়ান বা ভারতের অরুণাচল প্রদেশের ওপরে হাত দেবে না। আমেরিকারকে রাজনীতি এবং সামরিক দিক দিয়ে কব্জা করে নেওয়ার পরে চিন ভারতের অরুণাচল প্রদেশ এবং

কংগ্রেস তৃণমূলের কাছ এখন থেকে ১২ টি আসন দাবি করছে

কংগ্রেস এখন জোট ইণ্ডিয়াকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে দুটো আসনের পরিবর্তে বারোটি আসন পাওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে সুরু করে দিয়েছে। বারোটি আসন নিয়ে দর কাষাকষি কলরে তার থেকে ছয়টি আসন পাওয়া গেল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে প্রস্তুত বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে তারা কংগ্রেসকে দুটি আসনের বেশি দিতে পারবে না। মালদা এবং বহরমপুর ছাড়া আর কোথাও কংগ্রেসকে আসন দেওয়া একেবারে অসম্ভব। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে ক্রমশ জটিল আকার ধারন করতে শুরু করে দিয়েছে। এরপরে সন্দেশখালির ঘটনায় কংগ্রেস দল আরও বেশি করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লোকসভার নির্বাচন লড়াই করবে কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছে। এদিকে বাম দলের নেতারা বলতে শুরু করেছে যদি কংগ্রেস তৃণমূলের হাত ধরে জোট করে বাংলায় লোকসভার নির্বাচন লড়াই করার কথা ভাবে তাহলে কিন্তু তারা তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে নেই। তারা তৃণমূল কংগ্রসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার এবং লড়াই করতে থাকবে। পঞ্চায়েত নির্বাচন তৃণমল কংগ্রেস জোর করে বাম দলের প্রার্থীদের ভয় দেখিয়ে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিল। সেই সব দিনের কথা বাম দল ভুলে যায়নি। সিঙ্গুর ঘটনা বা নন্দীগ্রাম ঘটনা বাম দল ভুলে যায়নি। বাংলার শিল্পনীতির বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। বাংলায় তারপর থেকে শিল্প শূন্য রজ্যে পরিণত হয়েছে। বাম দলের শিল্পনীতির বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছেন। কংগ্রেস অতীত ইতিহাসকে ভুলতে পারে। কিন্তু বাম দল অতীতের ইতিহাসকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে। তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও আদর্শ নেই। যে দলের রাজনৈতিক আদর্শ নেই সেই দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারে না বাম দল। বাম দল সব সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতায় থাকবে জোট ইণ্ডিয়া তৈরি করা হয়েছে বিজেপি শক্তিকে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য। তার বাইরে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বাম দলের আর কোনও সম্পর্ক নেই। বাংলায় বাম দল বরাবরই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে থাকবে। এদিকে কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন খড়্গে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যয়ের জন্মদিন এক্স হ্যাণ্ডেলে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। কংগ্রেস এখন জোট ইণ্ডিয়ার মধ্যে তৃণমূল ংকগ্রেসের অবস্থানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করেছে। আম আদমি দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও বিরোধিতা নেই। তাদের সঙ্গেও আসন সমঝোতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন কংগ্রেস দলের সভাপতি। এদিকে বিজেপি দলের নেতা গৌতম ভাটিয়া বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে জোট ইণ্ডিয়ার শরিক দলের সদস্যরা এখন বাংলায় অরাজকতা সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে। লোকসভা ভোট আসার আগেই রেশন দোকন জুড় ধর্মঘট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক অরাজকতা করতে শুরু করে দিয়েছে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিপাকে পড়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার যদি বিপাকে পড়ে যায় তাহলে আর কেনও দিন বিজেপি দল মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এদিকে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন য রাজ্যর সাংবিধানিক কাঠামো যে ভেঙে পড়েছে, তা কেন এখনও রাজ্যপাল ঘোষণা করছে না?.. রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা আছে বলে মনে হয়? এর ফলে প্রদেশ কংগ্রেস এখন চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছে যে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবে কিনা। তব বাম দলের সঙ্গে কংগ্রেসের অটুট বন্ধন রয়েছে সেটা পরিস্কার। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা এবারে রাজ্যেব. বাম দলের সঙ্গে মত বিনিময় করতে একটি বৈঠকে ব্যবস্থা করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তা কতখানি সফল্য লাভ করবে তা এখনই

হেরিটেজ ঃ কলকাতার বিখ্যাত ভবন

কলকাতায় বহু বিখ্যাত ভবন রয়েছে । সেই সব ভবনগুলি ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতার রাজভবন। এটি নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন লর্ড কাজন। তিনি তখন বাংলার ভাইসরয় ছিলেন। কলকাতার ভিক্টেরিয়া এবং আগ্রার তাজমহলকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে দিয়েছিলেন যাতে সব দর্শেকেরা দেখে মুগ্ধ হয়।

কলকাতার বহু ঐহিত্যশালী ভবন রয়েছে যা ভারতের আর কোনও শহর নেই বলা যেতে পারে।

কলকাতার টাউন হল। এটি একটি বিখ্যাত স্থান। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে এই হলে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি বাংলার জল গান'টি গেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। রাইটার্স বিল্ডিং। এই ভবনটি এক সময়ে সারা ভারতের প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকতো। তারপরে রয়েছে লালবাজার। কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। এই পুলিশ দফতর আগে সুদূর বার্মা থেকে শুরু করে

চিঠিপত্র ঃ সাংবাদিক স্বাধীনতা

সাংবাদিকদের স্বাধীনতার কথা বলে রাষ্ট্র নেতারা। তারাই আবার সাংবাদিকদের দেখলে কোনও কথা বলেন না। এড়িয়ে চলতে শুরু করেন। সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মনগড়া বক্তব্য রাখে নেতারা। সেই মনগড়া বক্তব্যকে এড়িয়ে গিয়ে আসল সত্যটা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে তা খোঁজার চেষ্টা করে সাংবাদিকেরা। সাংবাদিকদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে সরকার। কিন্তু বিরোধী দলের নেতাদের কতাকে প্রকাশ্যে ফলাও করে প্রকাশ করাটাকে বহু সরকার একেবারে অন্যায় বলে মনে করে থাকেন। তারা মনে করেন সরকারের সত্যটাকে প্রকাশ সরা উচিত সাংবাদিকদের। সরকার যে সব উন্নয়ন করছে তা ফলাও করে প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তা না করে শুধু বিরোধী নেতারা সরকার বিরোধী বক্তব্যকে তুলে ধরে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এই সব সাংবাদিকদের চিহ্নিত করে তাদেরকে বয়কট করে দেওয়া উটিত। তারা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার রাস্তা তৈরি করা উচিত। সরকারের সত্যকে সাংবাদিকদের স্বীকার করে নিয়ে এত ঝামেলা থাকে না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের কথাকে বিশ্বাস করে না সাংবাদিকেরা। চিন দেশে একমাত্র সরকারি সংবাদপত্র রয়েছে। তারা কেবল সরকারের গুণগান গাইত থাকে।

রামগোপাল সরকার, হাওড়া।

সবুজায়ন প্রকল্পকে সুন্দর ও সতেজ করতে অভিনব উদ্যোগ ইংরেজবাজার পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জানুয়ারি ঃ সবুজায়ন প্রকল্পকে সুন্দর ও সতেজ করতে অভিনব উদ্যোগ ইংরেজবাজার পুরসভার। শুখা মরশুমে কৃত্রিমভাবে জলের যোগান নিশ্চিত করা হচ্ছে সবুজ গাছে। একইসঙ্গে ধোওয়া হচ্ছে ধুলো ময়লায় ঢাকা ছোট-বড়গাছ। গ্রীন সিটি প্রকল্পে গত কয়েক বছর আগে শহরজুড়ে এভাবেই একাধিক গাছ লাগায় ইংরেজ বাজার

পুরসভা। সাধারণভাবে বর্ষার মরশুমে প্রাকৃতিক উপায় জলের জোগান পায় গাছ। কিন্তু শীতের মরশুমে যেমন জলের জোগানের অভাব তৈরি হয়, তেমনই ধুলো ময়লা পড়ে নষ্ট হয় গাছের সৌন্দর্য। এই পরিস্থিতিতে শহরজুড়ে গাছে জল নিশ্চিত করতে আর সৌন্দর্য বাড়াতে পুরসভার ট্যাংকার করে জল এনে দেওয়া হচ্ছে গাছে। ধোয়া হচ্ছে নোংরা অপরিচ্ছন্ন গাছ। ইংরেজবাজার পৌরসভার এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছে শহরবাসী।

বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি বিধায়ক বরেন চন্দ্র বর্মন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ জানুয়ারি ঃ নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত বিজেপির জেলা সহ-সভানেত্রীর বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বরেন চন্দ্র বর্মন। একশো দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার টাকার দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা বিধায়ক বরেন বর্মনকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। জানা যায়, দলীয় কাজে সাবিত্রী বর্মনের বাড়িতে

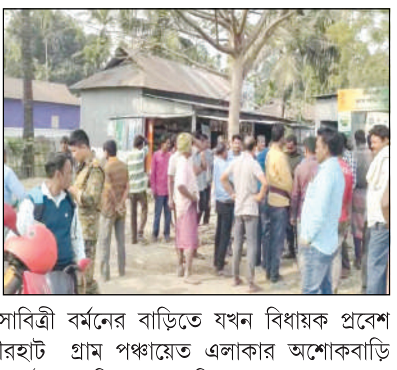

গিয়েছিলেন বিধায়ক। সাবিত্রী বর্মনের বাড়িতে যখন বিধায়ক প্রবেশ করেন সেই সময় বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার অশোকবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা সাবিত্রী বর্মনের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিধায়ক বরেন চন্দ্র বর্মন বেরিয়ে এলে তাকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় তারা। অবশেষে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে বিক্ষোভকারীরা সরে যায়। বিধায়ক বরেন চন্দ্র বর্মনের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে এলাকায় বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর জন্যই এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

চাঁচলে সোনার দোকানের ডাকাতি ঘটনায় ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জানুয়ারি ঃ চাঁচলে সোনার দোকানের ডাকাতি ঘটনায় লিংক মেনের গ্রেফতারের পর ডাকাত দলের মধ্যে একজনকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার চাঁচল থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম দীপক কুমার দাস (২৪)। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে ঘটেছিল

সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি। ঘটনার ১১ দিন পর ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার করল চাঁচল থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক ডাকাতির সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। গ্রেপ্তারের পর শনিবার দিন চাঁচল থানার পুলিশ ওই যুবক কে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে এবং তদন্তের স্বার্থে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করেছেন পুলিশ বলে সূত্রে খবর। জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

নবদ্বীপে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৬ জানুয়ারি ঃ নবদ্বীপ ব্লকের মুকুন্দপুর এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার গভীর রাতে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু রোডে মুকুন্দপুর মাঠপাড়া এলাকায়। পুলিশ জানায়, মৃত ওই বাইক আরোহীর নাম নাজির হোসেন শেখ (৪৮)। তাঁর বাড়ি নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী কোতোয়ালি থানার আনন্দবাস গ্রামে। ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী কোতোয়ালি থানার আনন্দবাস গ্রামের বাসিন্দা পেশায় ফুচ্কা ব্যবসায়ী নাজির হোসেন শেখ শুক্রবার গভীর রাতে বাইক চালিয়ে গৌরাঙ্গ সেতু রোড ধরে যাচ্ছিলেন। আনুমানিক রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ মুকুন্দপুর মাঠ পাড়ার একটি কালভার্ট - এর কাছে পিছন থেকে আসা একটি দ্রুতগামী একটি পিকআপ ভ্যান তার বাইকের পিছনে ধাক্কা মারলে, ঘটনাস্থলেই বাইক-সহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানার টহলরত পুলিশ। এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় নাজির হোসেন শেখকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন নবদ্বীপ হাসপাতালে। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় ঘাতক ও গাড়িটিকে আটক করতে পারলেও চালক পলাতক বলে জানায় পুলিশ। শনিবার মৃত নাজির হোসেন শেখের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

তমলুকে শুরু হল ফুল মেলা

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৬ জানুয়ারি ঃ ফুল ভালো বাসে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফুলের টানে মানুষ দূর দূরান্তে পাড়ি দিচ্ছে। রং বাহারি ফুলের মাঝে সময় কাটাতে কে না চায়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পরিবেশ মেলা শুরু হল তমলুক শহরে। তমলুক ফ্লাওয়ার লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে তমলুক বৈকুণ্ঠ সরোবর এলাকায় আয়োজন করা হয়েছে ফুল মেলা। মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন তমলুকের পুর প্রধান দীপেন্দ্র নারায়ন রায়, উপ পুরপ্রধান লীনা মাজি রায়, প্রাক্তন বিধায়ক ব্রহ্মময় নন্দ, স্থানীয় কাউন্সিলর সহ অন্যান্যরা। মেলায় বিভিন্ন রকমের ফুল ছাড়াও নানারকম আনাজ ও পরিবেশ বিষয়ক চিত্র প্রদর্শনী রয়েছে। এছাড়াও আছে পরিবেশ নিয়ে আলোচনা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় মন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসুর উদ্যোগে আজ পঞ্চম বর্ষ যাত্রা উৎসবের শুভ সূচনা হলো দক্ষিণ দমদম পৌরসভা ও রবীন্দ্র নগর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালনায় আবার যাত্রাপালার উদ্বোধন করলেন সাংসদ সৌগত রায়, ব্রাত্য বসু, প্রদীপ মজুমদার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত এই যাত্রাপালা চলবে সকলের জন্য উন্মুক্ত। ছবি - সুবল সাহা

শিক্ষার্থী দিবসে লাল নীল সবুজের ভিড়

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ জানুয়ারি ঃ শিক্ষার্থী দিবসে লাল নীল সবুজের ভিড়। ২ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলছে শিক্ষার্থী দিবস। এ যেন লাল নীল সবুজেরই মেলা রে! এ্যাপ্রোন পরে এবং মাথায় ক্যাপ পরে হাতে দস্তানা নিয়ে স্কুলে নিজেদের স্টল থেকে বিক্রি করছে রসনা তৃপ্তির খাবার। এক একটি স্টলের একেক নাম। কোনটার নাম খাই খাই, আবার কোনটার নাম আহার, আবার খাব। এই ফুড স্টলের আয়োজনের আসর বসে কয়থা এস এস হাই মাদ্রাসায়। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক গোলাম নবি আজাদ বলেন, ২ থেকে ৮ জানুয়ারি চলছে গোটা রাজ্য জুড়ে শিক্ষার্থী সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে বসেছে ফুড ফেস্টিভ্যাল এবং মীট দ্য আইকন। এই উৎসবে আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। আইকন হিসেবে উপস্থিত থাকছেন নলহাটি এক বিডিও সৌরভ সিনহা, চিকিৎসক ডা. তারা খাতুন। তাঁরাই আইকন হিসেবে প্রেরণামূলক বক্তব্য রেখে পড়ুয়াদের দিশা দেখাবেন। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সাইদুল সেখ। মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিনব ভাবনায় স্কুল অঙ্গন হয়ে উঠছে জীবন গঠনের আদর্শ নিকেতন। প্রধান শিক্ষক গোলাম নবি আজাদ জানান, স্কুলের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা তৈরি করেছে বিভিন্ন পদ। প্রায় আঠাশটি পদের সম্ভার রয়েছে স্টলে। স্কুলের শিক্ষিকারা তাদের এই খাবারগুলো বানাতে সাহায্য করে বলে তিনি জানান। খাবারগুলো হরেক স্বাদের। বিভিন্ন স্টলে আঁধোসা, দুধ পিঠে, মুড়ি ও নারকেল নাড়ু, বিরিয়ানি, খিচুড়ি, পাস্তা, হরেকরকমের হালুয়া বিক্রি করতে দেখা যায় কচিকাচাদের। সপ্তম শ্রেণির জেরিনা খাতুন এবং অষ্টম শ্রেণির মরিয়ম খাতুনেরা জানায়, আমাদের খুব মজা হচ্ছে। খুব স্বল্প দামে আমাদের তৈরি জিনিস বিক্রি করছি। সেই অর্থ আমাদের পড়ার খরচে ব্যায় হবে। জানা গেছে, আট তারিখ স্বাস্থ্য শিবির, প্রকৃতি পরিচয়, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা শিবির রয়েছে।

স্মারকলিপি প্রদান করল জেলা কোল্ড স্টোরেজ ইন্ডাস্ট্রিস অনার্স অ্যাসোসিয়েশন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জানুয়ারি ঃ আলু চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা সহ হিমঘর পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক দাবি-দাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করল জেলা কোল্ড স্টোরেজ ইন্ডাস্ট্রিস অনার্স অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার হাতে এই মর্মে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, কোল্ড স্টোরেজ ইন্ডাস্ট্রিস অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গের জেনারেল সেক্রেটারি মনোজ সাহা, সংগঠনের মালদা জেলার সভাপতি উজ্জ্বল সাহা সহ অন্যান্যরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথমে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর

জেলার হিমঘর পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক দাবি-দাওযার ভিত্তিতে একটি স্মারকলিপি মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সংগঠনের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মালদায় এসে আম চাষে উৎসাহিত প্রদান করার জন্য এবং রেশম শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তার ফলস্বরূপ ৩০০ আম ব্যবসায়ী কে মালদা জেলার রেগুলেটেড মার্কেটে পুনর্বাসন করার জন্য এবং রেশমের কোকেন থেকে ট্যাক্স প্রত্যাহারের জন্য মন্ত্রীর কাছে দাবি রাখা হয়।

পুলিশের তৎপরতায় আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেলো কান্দির জীবন্তি বাজার

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ৬ জানুয়ারি ঃ গভীর রাতে একটি ফলের দোকানে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন! ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে অবশেষে পুলিশের তৎপরতায় আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেলো কান্দির জীবন্তি বাজার দোকান। জানা গিয়েছে গভীর রাতে অর্থাৎ রাত্রি বারোটা নাগাদ কান্দির জীবন্তি একটি ফলের দোকানে প্রথমে আগুন লেগে যায় দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন পাশে থাকা জুতো কাপড়ের দোকানে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই ভয়াভহ

রূপ ধারন করে। জীবন্তি বাজারে ডিউটিরত কান্দির পুলিশ অফিসার ও সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের তৎপরতায় আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেল জীবন্তি বাজারের একাধিক দোকান। ইলেক্ট্রিক তারের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন ফলের দোকানে আগুন লাগতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে। জীবন্তির ব্যবসায়ী জাহাঙ্গির জানান পুলিশ ছিল বলেই আশে পাশের দোকান গুলো আগুন হাত রক্ষা পেয়েছে। আমাদের জুতো এবং কাপড়ের দোকানে আগুন লেগে যাচ্ছিল কেবলমাত্র মানুষকে জাগিয়ে দিয়েছে তা নয় পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার্স নিজে টিউবল থেকে জল নিয়ে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। জীবন্তি অপর ব্যবসায়ী সালাউদ্দিন সেখ বলেন আমার পাশেই ইমিটেশিন এবং কাসা পেতলের দোকান রয়েছে আমার দোকানেও আগুন লেগে যাচ্ছিল, কিন্তু কান্দি থানার পুলিশ বালতিতে জল দিয়ে আগুন লাগতে দেয়নি। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার দোকানের মালপত্র রক্ষা পেয়েছে। আমি খবর পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। যাক পুলিশের এই ভূমিকায় আমরা অনেকে খুশি এবং অসখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাইছি। যদিও ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ফায়ার ব্রিগেডের দমকল গাড়ি এসে আগুন নেভানোর কাজ সম্পূর্ন করে। শুক্রবার গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে আচ্ছন্ন তখন আগুন হাত থেকে জীবন্তি বাজারের একাধিক দোকান আগুনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুলিশের এই মানবিকতা কে জীবন্তির এলাকার মানুষ এবং দোকানদাররা ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তবে ফল ব্যবসায়ী রাকেশ সেখ এবং পান ব্যবসায়ী শেরফুল সেখ বলনে আমরা ধার দেনা করে ব্যবসা চালায়। আগুন লেগে কয়েক লক্ষ্য টাকা ক্ষতি হয়েছে। এখন সংসার চালাবো কী দিয়ে আর দোকান গড়ব কী দিয়ে। তাই সরকারীভাবে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

কুমারঘাটে নাশকতার আগুনে ভস্মীভূত বিজেপি কাউন্সিলার সহ আরও এক ব্যক্তির বাড়ি

ত্রিপুরা, ৬ জানুয়ারি ঃ নাশকতার আগুনে ভস্মীভূত বিজেপি কাউন্সিলারের বাড়ি সহ আরও এক ব্যক্তির বসতবাড়ি। এলাকার জনৈক নেশাকারবারি সহ আরও কয়েকজনের দিকে অভিযোগের আঙুল ক্ষতিগ্রস্তদের। ঘটনা শুক্রবার রাতে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট থানাধীন উত্তর পাবিয়াছড়া সাত নম্বর ওয়ার্ডে সংগঠিত হয়েছে। কাউন্সিলারের তরফ থেকে অভিযুক্তদের নামধাম দিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে কুমারঘাট থানায়। এদিকে প্রশাসন গুঁড়িয়ে দিয়েছে নেশা কারবারির দোকান। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ির সবাই নিদ্রাচ্ছন্ন। ঘড়িতে রাত তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ নিজের বাড়ির একটি ঘরে আগুন গ্রাস করেছে বলে টের পান স্থানীয় পুর পরিষদের বিজেপি মনোনীত কাউন্সিলার টুটন দাস। মুহূর্তেই আগুন গ্রাস করে ফেলে গোটা ঘর। সাথে আগুন ছড়িয়ে পরে তার প্রতিবেশি দুলবাসী রবিদাসের ঘরেও। সেই ঘরেও ঘুমোচ্ছিলেন সবাই। আগুনের তীব্রতা টের পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই বাড়ির অবস্থাও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পরে দমকলের ইঞ্জিন ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে সবই শেষ। ঘরে যা কিছু ছিল তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি কিছুই। বাড়ির মালিক জানান, শুধু পরনের বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই সম্বল নেই তাঁদের। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবেশী টুটন দাসের ওপর রিপন দাস নামের এক নেশা কারবারি সহ আরও কয়েকজন মিলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়েই তাঁদের আজ এই অবস্থা। এই অবস্থা থেকে বাঁচতে সরকারি সাহায্যের দাবি তুলছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি। এদিকে কাউন্সিলার টুটন দাসের বাবা অভিযোগ করেন, এলাকার ড্রাগস কারবারি তথা সমাজদ্রোহী রিপন দাসের সাথে বেশ কিছুদিন ধরে ঝামেলা চলছিল টুটনের। সম্প্রতি রাস্তায় বেরিয়ে রিপন ও তার সাঙ্গপাঙ্গোদের দ্বারা আক্রান্তও হতে হয়েছিল কাউন্সিলার টুটন দাসকে। পরে তাদের নামে মামলা হয়েছিল থানায়। এর জেরে গত কয়দিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে টুটন দাসকে উদ্দেশ্য করে রিপন এবং তার সাগরেদরা বিভিন্ন পোস্ট করতে থাকে। টুটন দাসের বাবার অভিযোগ, ওই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই এই নাশকতার আগুনের ঘটনা। এই বিষয়ে কাউন্সিলারের তরফে অভিযুক্তদের নামধাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কুমারঘাট থানায়। এদিকে শনিবার সকালে মহকুমা প্রশাসনের তরফে অভিযান চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নেশা কারবারি তথা এলাকার সমাজদ্রোহী রিপন দাসের নেশার ঠেক। কুমারঘাট থানার পুলিশও এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত ঝামেলাকে ঘিরে এমন অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে কুমারঘাট জুড়ে।

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-Janai PO-Janai Dist-Hooghly West Bengal
E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block, janai, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work SL no 1 :-NIT no-12/JGP dt 05.01.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_639704_1 Publish Date- 06.01.2024 10.00 AM; Name of The Work- CONSTRUCTION OF PUCCA DRAIN FROM KESTO SHAW SHOP TO KESAB PAL GOLA AT JANAI BAZAR SN6 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Fund – 15th FC Tied; Tender Amount- Rs.867725.00, Completion Time-15 days. Late time of Online Submission of technical & Financial BID up to:-23.01.2024, 11.20 AM, DATE of opening technical & Financial BID 25.01.2024 11.30AM. For details visit website https://wbtenders.gov.in

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal
E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block,CHANDITALA , Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Sl no 1 :-**NIT no-13/CGP dt 05.01.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_639726_1 Publish Date- 06.01.2024 10 AM** ; Name of The Work- CONSTRUCTION OF PARKING SHED IN FRONT OF GP OFFICE UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT;; **Tender Amount- Rs. 809799.00 Completion Time-30 days**. Last date of Online Submission of technical & Financial BID upto:-23.01.2024, 10.20 AM, Date of Opening of Technical Bid- 25.01.24, Time-11.30 am, For details visit website https://wbtenders.gov.in

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে হাতাহাতি জখম ৬ জন

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৬ জানুয়ারি ঃ জমি বিবাদ কে ঘিরে দুই পরিবারের মারপিটে জখম দুই পরিবারের ৬ জন। এদিন ঘটনাটি ঘটে ইটাহার থানার সুরুন এক অঞ্চলের সুরুন বাজার এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা জাকির হোসেন, আব্দুল খালেক, কাকা জেঠাতো ভাই তাদের বাড়ির ৪ শতক বশত ভিটাকে নিয়ে দীর্ঘদিনের গন্ডগোল। শনিবার আবারো জমি বিবাদকে ঘিরে কথা কাটাকাটি হতে লাঠি সোটা নিয়ে দুই পরিবারের মারপিটে জখম দুই পরিবারের মহিলা সহ ছয় জন। স্থানীয় বাসিন্দারা জখম ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ইটাহার ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরে আনলে তাদের রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে পাঠায়। দুই পরিবার তাদের ৪ চার শতক বশত ভিটা দাবি করে ইটাহার থানায় লিখিত আকারে জানান ইটাহার থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ জানুয়ারি ঃ শনিবার সাত সকালে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। ঘটনাটি বর্ধমান শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের অফিসার্স কলোনী এলাকায়। এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, সকালবেলা এলাকাবাসী নোংরা আবর্জনা ফেলার ভ্যাটের কাছে এসে দেখতে পান এই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহটি পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গেই তারা বর্ধমান থানায় খবর দেন এবং বর্ধমান থানার পুলিশ ওই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এলাকাবাসী কেউ জানাতে পারেননি। কি করে এই মৃতদেহ এখানে এলো এবং কিভাবেই ওই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু হল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইতিমধ্যে বর্ধমান থানার পুলিশ। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের পরই মৃত্যুর কারন জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। কিছুদিন আগেই অফিসার্স কলোনী থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে খুন হন এক তৃণমূল কর্মী। দিন কয়েকের মধ্যেই ফের অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।

করিমগঞ্জে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ইয়াবা সমেত গ্রেফতার দুই

অসম, ৬ জানুয়ারি ঃ নিউ করিমগঞ্জ বাইপাস এলাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকার ইয়াবা উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিষিদ্ধ ইয়াবা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে শিলচরের দুই পাচারকারীকে। ধৃত দুই পাচারকারীকে শিলচর শহরের বাসিন্দা কুমারজিত দেব এবং ধীমান ভট্টাচার্য্য বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিলচর থেকে মাদকের ব। ধরনের এক চালান করিমগঞ্জের আসছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে আজ শনিবার বিকেলে অভিযানে নামে সদর পুলিশের দল। নাকা পয়েন্ট গড়ে তোলা হয় অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়কে। সন্ধ্যায় এএস ১১ ডি ৮৬৫৫ নম্বরের ওয়াগন-আর গাড়ি নাকা পয়েন্টে আসার পর তাতে তালাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় পাঁচটি কালো প্যাকেট থেকে মোট ৯,৬০০ ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে অভিযানকারী পুলিশের দল। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটগুলির আন্তর্জাতিক বাজারে দাম প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। ধৃত দুই মাদক পাচারকারীর বিরুদ্ধে করিমগঞ্জের সদর থানায় নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। কোথায় কোথায় এই মাদক পাচারচক্র সক্রিয় তা ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

চূড়ান্ত কক্ষপথে প্রবেশ করল আদিত্য-এল১ ঃ বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ ভারতের প্রথম সৌর-অভিযান সফল। শনিবার বিকেলে নির্দিষ্ট কক্ষপথে সফল ভাবে আদিত্য-এল১-কে স্থাপন করেছে ইসরো। এদিন বিকেল ৪.২৫ মিনিটে এক্স মাধ্যমে এই তথ্য জানায় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। এক্স হ্যান্ডেলে ইসরো জানায়, 'ভারত পেরেছে। আদিত্য-এল-১ সফলভাবে এল-১ পয়েন্টের চারপাশে হ্যালো কক্ষপথে প্রবেশ করেছে।' এরপরই ইসরোর বিজ্ঞানিদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ইসরোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ লেখেন, 'ভারত আরও একটি ল্যান্ডমার্ক তৈরি করল। ভারতের প্রথম সৌর মানমন্দির আদিত্য-এল১ তার গন্তব্যে পৌঁছেছে। আমাদের বিজ্ঞানীদের নিরলস উৎসর্গের এটি একটি প্রমাণ। আমি দেশবাসীর সঙ্গে আজকের এই খুশির মুহূর্ত ভাগ করে নিচ্ছি। আমরা মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিকে ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব'। শুক্রবার গভীর রাতে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) মেনধার মহকুমার বালাকোট সেক্টরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এলওসি পাহারা দেওয়া সেনা সৈন্যরা আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর ইসরোর শ্রীহরিকোটার লঞ্চপ্যাড থেকে রওনা দেয় সৌরযান আদিত্য-এল ১। আগামী ৫ বছরের জন্য সৌরজগৎ নিয়ে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবে।

অতিরিক্ত জলপথের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এলএমজি/ইএনজিজি/০৭ অব ২০২৪, তারিখ ঃ ০৪-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/বদুরপুর ঘাটের অধিক্ষেত্রের অধীনে পাঁচগ্রাম-সালচাপরা সেকশনের মধ্যে কিমি ৮/৭-৮, ১২/৪-৫, ১৩/৭-৮-এ অতিরিক্ত জলপথের (৩টি মাইনোর ব্রিজ ৪.০ x ২.৫ এম) ব্যবস্থা করা সহ কিমি ৮/৫-৯/১, ১২/০-১৩/০, ১৩/২-১৪/২-এ বন্যাক্রান্ত অঞ্চলের ট্র্যাক লিফটিং। টেন্ডার মূল্যঃ ৭,২৬,৪০,১৪২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫,১৩,২০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ০১-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ০২-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/০৭/২৩-২৪-আরটি, তারিখ: ০৫-০১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং. :** এপি/ইএল/০৭/২৩-২৪-আরটি; **কাজের নাম:** আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে - আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনের (ফেজ-১) রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টারে স্মার্ট প্রিপেইড মিটারের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ২,২৬,২৪,৯১৩.৯৬ টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৬৩,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা ৩১-০১-২০২৪** তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Badla Gram Panchayat
Vill.+P.O.: Badla, Dist.: Purba Bardhaman, Pin: 713122
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development work vide **Memo No.: 766/eNIT/15th CFC/UNTIED/BGP/2024 (Sl.- 1-9) & 767/eNIT/15th CFC/TIED/BGP/2024 (Sl.- 1-4), Date: 04.01.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **08.01.2024 at 11:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online): **20.01.2024 up to 18:00 Hrs.** Bid Opening Date: **24.01.2024 at 10:00 Hrs.** For More Details please visit **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Badla Gram Panchayat

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "O& M of Pay and Use Public Toilet at MJN Medical college and Hospital" vide Tender Id - 2024_MAD_639848_1. eTender submission end date -23/01/2024 Details information will be available from the website –(i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality. com
Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
Vill+Post-Daldali, PS-Hura, Dist-Purulia, Pin-723130
NOTICE INVITING TENDER No.- 04/DGP/2023-24
Sealed Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of the total 3 (Three) Nos. different works. Date of sale of tender form from 06/01/2024 from 12.00 pm to 4.00 pm. Last date of dropping of sealed tender form on 12/01/2024 up to 1:00 PM. Date of opening of Tender 12/01/2024 at 2:00 PM. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender Notice are invited vide NIT No.: R9/MGP/XVFC&SBM(G)/2023 (1 UNIT of SWM) Dated 23.12.2023. Bid Submission Start Date (Online)-25.12.2023 (09.00 hrs), Closing Date (Online): 11.12.2023 (14.00 hrs). Bid Opening Date (Online): 10.01.2024 (13.00 hrs). Please look for details on www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Thanking You.
Sd/-
Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে নির্মাণ কাজগুলি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/০৬ অফ ২০২৪, তারিখ: ০২-০১-২০২৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **ক্রম নং.-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** ডিইএন/॥/লামডিং-এর এখতিয়ারের অধীনে বদরপুর জং.-করিমগঞ্জ জং. -এর মধ্যে কিমি ১৭১/৬-৭ -এ এলএইচএস/আরইউবি (৪.০ মিটার × ২.৫ মিটার আভ্যন্তরীণ মাত্রা) নির্মাণের জন্য উইং ওয়াল, অ্যাপ্রোচ রোড, ক্রস ড্রেন, সাম্প ওয়েল নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষংগিক বাকি কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৯৭,১৮,১১৯/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৯৪,৪০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০১-০২-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ০২-০২-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/০২ অফ ২০২৪ (আইটেম নং. ১, ২ এবং ৩), তারিখ: ০২-০১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, **ক্রম নং.-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** দুই বছরের জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/শেনচোরা জংশনের এখতিয়ারের অধীনে রেল/স্লিপারের নৈমিত্তিক পুনর্নবীকরণ, রেলের পেইন্টিং সহ ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৪৪,৬৫,৭৫৫/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,২২,৩০০/- টাকা; **ক্রম নং.-২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** দুই বছরের জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/হোজাই জংশনের এখতিয়ারের অধীনে রেল/স্লিপারের নৈমিত্তিক পুনর্নবীকরণ, রেলের পেইন্টিং সহ ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৩৩,৫০,৯৬২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,১৬,৮০০/- টাকা; **ক্রম নং.-৩; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** দুই বছরের জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং জংশনের এখতিয়ারের অধীনে রেল/স্লিপারের নৈমিত্তিক পুনর্নবীকরণ, রেলের পেইন্টিং সহ ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৩২,৭৯,৬১০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,১৬,৪০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০১-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা ০২-০২-২০২৪** তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Prodhan, Dignagar-II No Gram Panchayat under Ausgram-I Block of Purba Bardhaman District invites Applications from Eligible Candidates to Engage a tax collector. Date of Application from 08/01/2024 to 15/01/2024 Office Time Except Holidays. Date of Selection on 16/01/2024. For Details information contact with The above mentioned.
Sd/- Prodhan
Dignagar-II Gram Panchayat

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াপসি কোড, ২০১৬ (''কোড'') এর অধীনে সম্পদ বিক্রির জন্য ই- নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ২০১৬ (''লিকুইডেশন রেগুলেশন'') অফ ইন্ডিয়ার ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াপসি বোর্ডের রেগুলেশন ৩৩(১) সহ পড়া হয়েছে। সাধারণভাবে জনসাধারণের জন্য এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে বার্কেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের নীচে বর্ণিত সম্পদগুলি ''যেখানে আছে সেইরকম'' এবং ''যেরকম আছে সেইরকম'' এবং ''যা আছে সেখানে বেসিস'' এবং ''কোনও আশ্রয় নেই''। লিকুইডেশনের অধীনে নীচের সারণীতে উল্লিখিত তারিখে। রিজার্ভ মূল্য এবং ইমেস্ট মানি ডিপোজিট সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদত্ত ওয়েব পোর্টাল www.alrauctloneer.com। সাধারণ জনগণ ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে বিড করার জন্য আমন্ত্রিত।

সম্পত্তির সময়সূচী (লক্ষ টাকা)

লট নং	সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত পরিমাণ
১	১ ৩য় তল, মীরা মহল নামক এপার্টমেন্ট, প্রাঙ্গণ নং ৩এ, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট (রিপন স্ট্রিট নামে পরিচিত)ঃ হোল্ডিং নং ১০০ কলকাতা পুলিশ পেট্রোল পাম্পের কাছে (বাটা মোড়) প.অ. এবং থানা- পার্ক স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ৬৩	৪২.০০	৪.২০	০.৮৪
২	আর্থিক সম্পত্তির (দেনাদার, অগ্রিম এবং অন্যান্য আর্থিক সম্পদ) পরিহার লেনদেন আবেদনের ফলাফল থেকে আয় ছাড়া	৯৮.০০	৯.৮০	১.৯৬

বিড আবেদনপত্র জমা করার অন্তিম তারিখঃ ২২.০১.২০২৪, বিকাল ০৫.৩০টায়
ইএমডি জমা করার অন্তিম তারিখঃ ০১.০২.২০২৪, বিকার ০৫.৩০ টায়। বিডিং-এর অন্তিম সময়ঃ ০৫.০২.২০২৪, ১৪.৩০ টায়।
বিক্রয় প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে হবেঃ
১. এখানে তফসিলে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটরের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, কিন্তু এই ঘোষণায় কোনো ত্রুটি, ভুল বিবরণ বা বাদ দেওয়ার জন্য লিকুইডেটর জবাবদিহি করতে পারবে না।
২. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। নিলামে রাখা সম্পদের পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে আগ্রহী দরদাতাদের সাইটে প্রকাশের তারিখ থেকে নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত এবং EMD। লিকুইডেটর নিলাম করা সম্পদের ব্যাপারে সরকার বা অন্য কারো কাছে কোনো চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির এসিস সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
.৩. আগ্রহী দরদাতারা ''বার্কলে এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড''- এর পক্ষে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত সারণীতে উল্লিখিত শেষ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি জমা দেবেন - বেরেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, অ্যাকাউন্ট নম্বর 3183002101724015, IFSC কোড PUNB0318300। খসড়াটি সমবায়-ব্যাঙ্কের হওয়া উচিত নয়
৪. দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে এবং ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিশদ শর্তাবলীর জন্য ''www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale-notice-insolvency.html''দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখঃ ০৭.০১.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা
জয় নারায়ণ গুপ্ত
লিকুইডেটর, এম /এস বার্কলে এন্টারপ্রাইস লিমিটেড
আইবিবিআই রেজ নংঃ IBBI/IPA-001/IP-P00371/ 2017-2018/10628

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ইনটেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশান প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় তল, ২৫ জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, ip.belcirpg@mail.com
রেজিস্টার্ড ঠিকানাঃ ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় তল, ২৫ জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৮৭
cajainarayangupta@gmail.com

সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুই যুবক, মামলা হলেও পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ

ত্রিপুরা

কুমারঘাট, ৬ জানুয়ারি ঃ ইংরেজি বছরের শেষ রাতে নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ী ফেরার পথে দুস্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত দুই যুবক। থানায় মামলা হলেও পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ ব্যাক্ত করলেন আক্রান্ত যুবক সহ তাদের পরিবারের লোকজন। ঘটনা ধলাই জেলার নেপালটিলা এলাকায়। ঘটনার বিবরণ দিয়ে আক্রান্ত নেপোলিয়ান রিয়াং এবং চাঙমুইয়া ডার্লং অভিযোগ করেন গত ৩১শে ডিসেম্বর রাতে তারা তাদের এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে নেমনতন্ন খেয়ে ফেরার পথে রাতে নেপালটিলা অটোস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন জায়গায় পথ আটকে তাদের উপর আক্রমণ করে কয়েকজন দুস্কৃতি। দুস্কৃতিদের মারে আক্রান্তদের যেতে হয়েছে হাসপাতাল পর্যন্ত। কিন্তু কেন এই আক্রমণ তার কারণ জানেন না তারা। আক্রমনকারীদের মধ্যে একজন রাজ্য পুলিশে কর্মরত বলেও অভিযোগ আক্রান্তদের। এদের নামধাম দিয়ে আক্রান্তদের তরফে মামলা করা হয়েছে নেপালটিলা থানায়। মামলা হলেও এর তদন্তে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আক্রান্তরা। এদিকে ঘটনার সত্যতা তুলে ধরলেন ঐ রাতে ঘটনার সাক্ষী থাকা স্থানীয় এক মহিলা। তার দাবী আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ বাঁচাতে আক্রান্তরা তার বাড়ীতে আশ্রয় নিলে সেই বাড়ীতে গিয়েও দুস্কৃতিরা আক্রমণ চালায়। পরে সবার সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে পিছু হটে আক্রমনকারীরা। এই মামলার অবস্থা সম্পর্কে নেপালটিলা থানায় জানতে চাওয়া হলে থানার সেকেণ্ড অফিসার জানান, এই মামলায় চারজনের নাম সামনে উঠে এসেছে। মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া এখনো চলছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

ত্রিপুরার পর্যটন স্থলগুলিতে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির ছোঁয়ায় পরিপূর্ণ ঃ মিনাক্ষী

আগরতলা,৬ জানুয়ারি ঃ ছবিমুড়া, ঊনকোটির মতো ত্রিপুরার পর্যটন স্থলগুলিতে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির ছোঁয়ায় পরিপূর্ণ। এইগুলিকে আরও প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নজরুল কলাক্ষেত্রে আয়োজিত ৪৫দিন ব্যাপী ভাস্কর্য কর্মশালা পরিদর্শনে এসে কেন্দ্রীয় বিদেশ ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মিনাক্ষী লেখি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন। তিনদিনের ত্রিপুরা সফরের শেষ দিনে শুক্রবার প্রথমে কেন্দ্রীয় বিদেশ ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ছবিমুড়া পরিদর্শন করেন। পরে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই ভাস্কর্য কর্মশালা পরিদর্শনে আসেন তিনি। রাজ্যে এনইজেডসিসি ও ললিতকলা অ্যাকাডেমি যৌথভাবে এই কর্মশালা বাস্তবায়ন করছে। কেন্দ্রীয় বিদেশ ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের পরম্পরাগত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জন্য আমরা গর্বিত। প্রত্যেক ভারতবাসী একে অপরের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে দেশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কর্মশালায় যে সব ভাস্কর্য তৈরী করা হচ্ছে তা আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনী ক্ষেত্র বারানসীর সৌন্দর্য্য বিকাশে বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় স্থাপন করা হবে। দেশে এই ধরণের উদ্যোগ প্রথম বারের মতো নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতি বছর প্রায় ১০ কোটি লোক বারানসীর দর্শনে যান। এই উদ্যোগের ফলে দেশ তথা বহির্বিশ্বের জনগণের নিকট ত্রিপুরার শিল্পীদের উৎকৃষ্ট কারিগরি পৌঁছে যাবে। এর ফলে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতি মানুষ আকর্ষিত হবে।

দাউদ ইব্রাহিমের চারটি সম্পত্তির নিলাম সম্পন্ন, অবিক্রিতই থেকে গেল দুটি প্রপার্টি

মুম্বই, ৬ জানুয়ারি ঃ আন্ডার ওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের চারটি সম্পত্তির নিলাম শেষ হয়েছে। নিলামে দুটি সম্পত্তির জন্য যথাক্রমে ২.০১ কোটি এবং ৩.২৮ কোটি টাকা দর উঠেছে । অন্য দুটি সম্পত্তি অবিক্রিত থেকে গিয়েছে। 'স্মাগলার্স অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানিপুলেটর্স (ফরফিচার অব প্রপার্টি) অ্যাক্ট (এসএএফইএমএ)' অনুযায়ী, ওই অবিক্রিত চারটি সম্পত্তির নিলাম ডাকা হয়। দাউদ এবং তাঁর পরিবারের চারটি সম্পত্তি শুক্রবার নিলামে তোলা হয়। দাউদ এবং তাঁর পরিবারের অবিক্রিত চারটি কৃষিজমি রয়েছে মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলার মুম্বাকে গ্রামে। ওই গ্রামের বাড়িতেই তাঁর শৈশব কেটেছিল। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে নিলাম হয়েছিল মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজারের কাছে দাউদের কুখ্যাত ধামড়ওয়ালা বাড়িটি। আশির দশকে ভারত ছেড়ে পালানোর আগে পর্যন্ত সেখানেই থাকত দাউদ।

আগামী ২৪ ঘন্টা ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকবে উত্তর-পশ্চিম ভারত, কমলা সতর্কতা জারি আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ আগামী ২৪ ঘন্টা ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকবে উত্তর-পশ্চিম ভারত, এই মর্মে কমলা সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)।

আইএমডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি-এনসিআর, উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের কিছু অংশে আগামী ২৪ ঘন্টা ঘন কুয়াশার কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে, পাশাপাশি এই অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ পরিস্থিতিও বজায় থাকবে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও ওডিশার কিছু অংশে আগামী ২৪ ঘন্টা রাত ও সকালে ঘন থেকে অতি ঘন কুয়াশা বজায় থাকবে।

এছাড়াও আগামী ৪৮ ঘন্টা মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায়ও এই পরিস্থিতি বিরাজ করবে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, আগামী কিছু দিনের মধ্যে তামিলনাড়ু, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ এবং দক্ষিণ উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে।

২৯ জানুয়ারি পরীক্ষা পে চর্চার সপ্তম সংস্করণ

শিক্ষার্থীদের চাপ-মুক্ত করতে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ চাপমুক্ত পরীক্ষার আবহ তৈরির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতি বছরই পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ বছর পরীক্ষা পে চর্চার আয়োজন করা হচ্ছে আগামী ২৯ জানুয়ারি, পরীক্ষা পে চর্চার সপ্তম সংস্করণ এটি। ওই দিন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। শিক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, এ বছর ৪ হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

মতবিনিময় করবেন। অনুষ্ঠানটি দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হবে। গত ৬ বছর ধরে প্রতি বছরই প্রধানমন্ত্রী মোদী বোর্ড পরীক্ষার আগে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষার্থী, তাঁদের বাবা-মা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। গত বছরও পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হন প্রধানমন্ত্রী। আর এবার আগামী ২৯ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

অমিত শাহের হাত থেকে দেশের সেরা থানার পুরস্কার পেল হুগলির শ্রীরামপুর থানা

বনস্পতি দে, হুগলি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত থেকে দেশের সেরা থানার পুরস্কার পেল হুগলির শ্রীরামপুর থানা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত থেকে শ্রীরামপুর থানার আইসি দিব্যেন্দু দাস পুরস্কার গ্রহণ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নীশিথ প্রমাণিকও। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন এক সংস্থা দেশের থানাগুলিকে নিয়ে সমীক্ষা করে ফি বছর। এ বছরও সেই সমীক্ষা করা হয়েছিল। নবান্নকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, দেশের সেরা তিনটি থানার মধ্যে এই রাজ্যের শ্রীরামপুর থানা সেরার শিরোপা পেয়েছে। ক্রিসমাসের অনুষ্ঠানের সূচনায় সেই স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানিয়েছিলেন, বেশ কিছুদিন আগেই এই সমীক্ষা করা হয়েছিল সংস্থার তরফে। তাদের সমীক্ষায় বেশ কয়েকটি প্যারামিটারের কথাও বলা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল জনগণের পরিষেবা দেওয়া, মানুষের সাথে পুলিশের সম্পর্ক, থানা চত্বর কতটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং কতটা উন্নত পরিষেবার মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পেরেছে পুলিশ তাও এই সমীক্ষায় ছিল। দেশের তিনটি সেরা থানার মধ্যে এ রাজ্যের একমাত্র সেরা থানা হওয়ায় খুশি হয় চন্দননগর পুলিশও। শ্রীরামপুরের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। পুলিশ কমিশনার জানান, এই স্বীকৃতি অন্য থানাগুলোকে আরও ভাল পরিষেবা দিতে উৎসাহ দেবে। এটা চন্দননগর পুলিশ সহ গোটা রাজ্যের পুলিশের কাছে গর্বের ব্যাপার। শুক্রবার রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার জয়পুরে ডিরেক্টর জেনারেল, ইন্সপেক্টর জেনারেল পুলিশ সম্মেলনে আইডিয়াল থানার এই স্বীকৃতি তুলে দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শা। শ্রীরামপুর থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ দিব্যেন্দু দাস সেই পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ফুড ফেস্টিভ্যাল

ধলাই (ত্রিপুরা), ৬ জানুয়ারি ঃ ধলাই জেলা সদর আমবাসায় বনদফতরের উদ্যোগে শনিবার আমবাসা ইকো পার্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় এথনিক ফুড ফেস্টিভ্যাল। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন স্ব- সহায়ক দলের পক্ষ থেকে এদিন নিজেদের তৈরি খাদ্য সামগ্রী নিয়ে মেলায় হাজির হন অনেকেই।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে ৫৫টি ই-টিকিট সহ নয় জন দালাল গ্রেপ্তার

এক লক্ষ টাকার ও অধিক মূল্যের রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার

মালিগাঁও, ৬ জানুয়ারি ঃ ২০২৪ বিগত কয়েক দিনে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনী (আরপিএফ) নিজেদের জোনের মধ্যে বিভিন্ন অভিযান চালিয়ে রেল ওয়েটিকিটের অবৈধ বিক্রির জন্য নয়জন দালালকে গ্রেপ্তার করে। ২ থেকে ৪জানুয়ারি। ২০২৪-এর মধ্যে এন. এফ. রেলওয়ের আরপিএফ এক লক্ষ টাকার ও অধিক মূল্যের ৫৫ টি রেলওয়েই-টিকিট উদ্ধার করে। ধৃত দালালদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইনের প্রাসঙ্গিকধারার অধীনে মামলা চালানো হচ্ছে।

০৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় নিউজলপাইগুড়ি আরপিএফ-এরসিআহ বিটিম বাগডোগরা আরপিএফ -এর সাথে যৌথ ভাবে বিহারের ঠাকুরগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত 'স্বাদিস্ট হোটেল'-এ তল্লাশি অভিযান চালায়। এই অভিযানের সময় আরপিএফটিম একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং তারকাছ থেকে ১৩,৭০০ টাকা মূল্যের চারটি রেলওয়েই-টিকিট উদ্ধার করে। ৪জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন পোস্টের আরপিএফ একাধিকস্থানে একই ধরনের আরও তল্লাশি চালায় এবং চারজন দালালকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে আনুমানিক ৩৪,৯০০ টাকা মূল্যের সাতাশটি রেলওয়েই-টিকিট উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে, উপরে উল্লেখিত সবগুলি ঘটনার জন্য আরপিএফ-এর সম্পর্কিত পোস্ট গুলিতে রেলওয়ে আইনের১৪৩ ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

একই ভাবে ০৩ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আরপিএফ রঙিয়ার সিআইবিটিম স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বালি পাড়ায় অবস্থিত একটি দোকানে অভিযান চালায়। এহ অভিযানের সময় আরপিএফ টিম একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং তার কাছ থেকে আনুমানিক ১৪,৩৭০ টাকামূল্যের ছয়টি রেল ওয়েই-টিকিট উদ্ধার করে। একই দিনে অন্য আরেকটি ঘটনা , আরপিএফ সামসির একটিটিম পশ্চিমবঙ্গের মালদা রোডের একটি দোকানে অভিযান চালায় এবং ৪,৪২০ টাকা মূল্যের চারটি রেলওয়েই-টিকিট সহ এক জন দালালকে গ্রেপ্তার করে। উল্লেখিত দুটি ঘটনার জন্য সম্পর্কিত পোস্ট গুলিতে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে আরপিএফ আলিপুর দুয়ার জং .-এর সিপিডি এসটিমনিউ কোচবিহারের আরপিএফ -এর সাথে যৌথ ভাবে অসমের কোকরাঝাড়ের গোসাইগাঁওয়ে অবস্থিত একটি দোকানে অভিযান চালায়। এই অভিযানের সময় আরপিএফটিম একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং ২৯,৫৯০ টাকা (আনুমানিক) মূল্যের নয়টি রেল ওয়েই-টিকিট উদ্ধার করে। একই দিনে, আরপি এফ আলিপুর দুয়ার জং.-এর সিপিডিএসটিম আরপিএফ কোকরাঝাড়ের সাথে যৌথভাবে অসমের কোকরাঝাড়ের গোসাইগাঁওয়ে অবস্থিত একটি দোকানে অভিযান চালায় এবং ৫,৩৫০টাকা (আনুমানিক) মূল্যের পাঁচটি রেল ওয়েই-টিকিট সহ একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। উল্লেখিত দুটি ঘটনার জন্য সম্পর্কিত পোস্ট গুলিতে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ রেলওয়ে ই-টিকিটের অবৈধ বিত্রি প্রতিরোধ করতে দালালি কার্যকলাপের উপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। রেলওয়ে টিকিটের অকর্তৃত্বশীল যোগান এবং ক্রয়-বিক্রয় রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে শাস্তি যোগ্য একটি অপরাধ।

ন্যাশনাল পিএসিএস মেগা সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ন্যাশনাল পিএসিএস মেগা সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন। শনিবার সমবায় মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আগামী ৮ জানুয়ারি নয়াদিল্লির বিজ্ঞানভবনে জাতীয় পিএসিএস মেগা সেমিনার-এর আয়োজন করা হয়েছে।

সমবায় মন্ত্রক জানিয়েছে, এই কর্মসূচিতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, প্রধান সচিব এবং সমবায় সমিতিগুলির রেজিস্ট্রার অংশ নেবেন। প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি (পিএসিএস)-এর চেয়ারপারসন, সেক্রেটারি এবং ফার্মাসিস্টরা, যারা জন ঔষধি কেন্দ্রের জন্য ড্রাগ লাইসেন্স পেয়েছেন, তারাও এই কর্মসূচির অংশ হবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি পিএসিএসকে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধী কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একটি যোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। শুধুমাত্র গত কয়েক মাসে, ৩৪টি রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ৪৪০০ টিরও বেশি সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারের ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগের পোর্টালে এই উদ্যোগের জন্য অনলাইনে আবেদন করেছে। এরমধ্যে ২৩০০টিরও বেশি সমিতি প্রাথমিক অনুমোদন পেয়েছে এবং ১৪৯টি সমবায় সমিতি জন ঔষধী কেন্দ্র হিসাবে কাজ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্রের মাধ্যমে, মানসম্পন্ন জেনেরিক ওষুধগুলি সাধারণ নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, যা খোলা বাজারে ব্র্যান্ডেড ওষুধের তুলনায় ৫০-৯০ শতাংশ সস্তা। এই কেন্দ্রগুলিতে, ২০০০-এরও বেশি ধরণের জেনেরিক ওষুধ এবং প্রায় ৩০০টি অস্ত্রোপচারের যন্ত্র সাধারণ জনগণের জন্য যুক্তিসঙ্গত মূল্যে উপলব্ধ।

নাম পরিবর্তন

আমি, Abid Hussain (পুরাতন নাম) পিতা Md Basiruddin, ঠিকানা - 45H4, Dr. Sudhir Bose Road, Kolkata-700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ০৫০১২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abid Hossain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abid Hossain (নতুন নাম) এবং Abid Hussain (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Rabia Khatun (পুরাতন নাম) স্বামী Abid Hossain, ঠিকানা - 45H4, Dr. Sudhir Bose Road, Kolkata-700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ০৫০১২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rabia Khatoon (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rabia Khatoon (নতুন নাম) এবং Rabia Khatun (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি আনসারআলী মন্ডল (old name) পিতা স্বর্গীয় পানচাই মন্ডল ঠিকানা গ্রাম এবং পোস্টঅফিসঃ বিথারি, থানাঃ স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৩ ২৮৬, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা কোর্ট এর Affidavit দ্বারা আনছার মন্ডল (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No.22 Dated ০৫ /০১/ ২০২৪। আনসারআলী মন্ডল (old name) এবং আনছার মন্ডল (new name) একই ব্যাক্ত।

নাম পরিবর্তন

আমি মহেশ কুমার রাই (old name) পিতা স্বর্গীয় টিপন রায় , ঠিকানা ৭১, গুড়ি পাড়া রোড, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা ৭০০ ০১৫ ,পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা Affidavit দ্বারা মহেশ রাই নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 21 dated ০৫ / ০১ / ২০২৪। মহেশ কুমার রাই (old name) এবং মহেশ রাই (new name) একই ব্যাক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Meena Patwa (পুরাতন নাম) ,পিতা Damodar Patwa,স্বামী Karan Rajgarhia, ঠিকানা - 23, Pratap Aditya Road, Kolkata- 700026, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ০৫০১২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tanya Rajgarhia (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tanya Rajgarhia (নতুন নাম) এবং Meena Patwa (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Sujan Kumar Khan পিতা Ranjit Kumar Khan গ্রাম নারায়ণপুর, পোঃ রুদ্রপুর, থানা বাদুড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা। গত ২১২০২৪এস বসিরহাট ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (SL. No-৬৭২৪) বলে Sujan Khan নামে পরিচিত হলাম। বর্তমানে Sujan Kumar Khan এবং Sujan Khan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Ranjit Kumar Khan পিতা Lt. Charu Chandra Khan গ্রাম নারায়ণপুর, পোঃ রুদ্রপুর, থানা বাদুড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা। গত ৫১২০২৪ বসিরহাট ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (SL. No-৬৯৫২৪) বলে Ranjit Khan নামে পরিচিত হলাম। বর্তমানে Ranjit Kumar Khan এবং Ranjit Khan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I TARA DUGAR,WIFE OF ABHAY KUMAR DUGAR, RESIDING AT F-92 RAMPATH,SHYAM NAGAR EXTN,JAIPUR-302019, RAJASTHAN.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TARA DEVI DUGAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024.THAT TARA DUGAR AND TARA DEVI DUGAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I MD SALIM & MD SELIM KURESI, S/O LATE MD MAJID KURESHI, R/O 130/A, GOUR BABU ROAD, KANCHRAPARA, PS BIZPUR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743145, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SALIM KURESHI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2024, MD SALIM & MD SELIM KURESI AND MD SALIM KURESHI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I PROVAT PAL,SON OF LATE UPENDRA NATH PAL, RESIDING AT J.C. KHAN ROAD,MANKUNDU,PS-BHADRESWAR,HOOGHLY-712139,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABHAT PAL VIDE AN AFFIDAVIT(NO 7022) SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT CHANDERNAGORE COURT ON 19/12/2023. THAT PROVAT PAL AND PRABHAT PAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I MD OSIM & MD OSIM KURESI, S/O MD SALIM KURESHI, R/O 130/A, GOUR BABU ROAD, KANCHRAPARA, PS BIZPUR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743145, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD OSIM KURESHI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2024, MD OSIM & MD OSIM KURESI AND MD OSIM KURESHI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I MAFUJUL GAZI, RESIDING AT VILL-LAUHATI,PS-RAJARHAT,NORTH 24 PARGANAS-700135,WEST BENGAL.THAT MY FATHER LATE ISMILE GAZI SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATE ISMAIL GAZI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2023.THAT ISMILE GAZI AND ISMAIL GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I ASIT GHARAMI,SON OF BIMAL KRISHNA GHARAMI, RESIDING AT BEGAMPUR COLONY,PO-BRINDAKHALI,PS-BARUIPUR, SOUTH24PARGANAS - 743387,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIT KIRAN GHARAMI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024.THAT ASIT GHARAMI AND ASIT KIRAN GHARAMI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I SAHANARA IYASMIN MANDAL, W/O MASIUR RAHAMAN MONDAL, R/O ALIPUR DAKSHINPARA PO SURAJAPURHAT, PS BARUIPUR , SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743372, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHANARA IYASMIN MONDAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2024, SAHANARA IYASMIN MONDAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I MASIUR MANDAL, S/O ABDUR RAHIM MONDAL, R/O ALIPUR DAKSHINPARA, PO SURAJAPURHAT, PS BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS , PIN-743372 , WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MASIUR RAHAMAN MONDAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2024, MASIUR RAHAMAN MONDAL AND MASIUR MANDAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I,ROHID ALI SEKH,SON OF SUKUR ALI SEKH, RESIDING AT BELADANGA,NADIA-741402,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROHID SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024.THAT I,ROHID ALI SEKH AND ROHID SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I SANJUKTA CHAKRABORTY, W/O SANTANU CHAKRABORTY, R/O B13/5, E.C.T.P, PHASE-III, PO E.K.T, PS KASBA, KOLKATA -700107, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJUKTA RAY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024, SANJUKTA CHAKRABORTY AND SANJUKTA RAY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I MASUMA RAHMAN, W/O ABDUL AZIZ AL AMAN, R/O 38, RADHA NAGAR, PO BARDHAMAN, PS BURDWAN, DIST PURBA BARDHAMAN, PIN-713101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MASUMA RAHAMAN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024, MASUMA RAHMAN AND MASUMA RAHAMAN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I SANCHARI CHATTERJEE, W/O ARUN KUMAR, R/O Q-1902, HOMES-121, SECTOR -121, NOIDA, PO GAUTAM BUDDHA NAGAR, PS PHASE-2, DIST GAUTAM BUDH NAGAR, PIN-201301, UTTAR PRADESH, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANCHARI CHATERJEE, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024, SANCHARI CHATTERJEE AND SANCHARI CHATERJEE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I SOHAIL RAZA, S/O MD. SALIM, R/O 23, C.R. AVENUE, PO PRINCEP STREET, PIN-700072, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. SOHAIL RAZA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 04/01/2024, MD SOHAIL RAZA AND SOHAIL RAZA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I,ABHIJIT SHARMA,SON OF ARABINDA SHARMA, RESIDING AT VILL & PO-PANPARA,PS-RANAGHAT,NADIA-741402,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AVIJIT SHARMA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD JUDICIAL MAGISTRATE 3RD COURT RANAGHAT,WEST BENGAL ON 15/12/2023.THAT ABHIJIT SHARMA AND AVIJIT SHARMA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I,MD. AFREEDI AKBAR,SON OF TAUGHID AKBAR, RESIDING AT 168/U KESHAB CHANDRA SEN STREET, KOLKATA - 700009,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFREEDI AKBAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024.THAT MD. AFREEDI AKBAR AND AFREEDI AKBAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I,MD ABDUR RASID LASKAR,S/O MOMREJ LASKAR, RESIDING AT UTTAR BISHNUPUR, BANESWARPUR, MAGRAHAT-1 SOUTH 24 PGS-743375, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUR RASID LASKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024.THAT MD ABDUR RASID LASKAR AND ABDUR RASID LASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I,AMBIA BEGUM,W/O TAIBUR RAHAMAN LASKAR, RESIDING AT UTTAR BISHNUPUR BANESWARPUR, MAGRAHAT-1, SOUTH 24 PGS-743375, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMBIA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024.THAT AMBIA BEGUM AND AMBIA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I PRASANTA DAS, S/O LATE SURESH CHANDRA DAS, R/O 62, PRINCE BAKTIAR SHAH ROAD, TOLLYGUNGE, KOLKATA -700033, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASANTA KUMAR DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2024, PRASANTA KUMAR DAS AND PRASANTA DAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I SHAKIL JAWED, S/O MD JAHANGIR, R/O R. NO. 20 S.S. HALL NORTH AMU ALIGARH, UTTAR PRADESH-202002, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SHAKIL JAVED, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024, SHAKIL JAWED AND MD SHAKIL JAVED SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I SAMIRAN HALDER, RESIDING AT 41/263 CENTRAL GOVERNMENT QUARTER UPEN BANERJEE ROAD PARNASREE PALLY 700060,WEST BENGAL.THAT MY FATHER ATULKRIHNA HALDER SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATUL KRISHNA HALDER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 22/12/2023.THAT ATULKRIHNA HALDER AND ATUL KRISHNA HALDER ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I,MD AFREEDI AKBAR,SON OF TAUGHID AKBAR, RESIDING AT 168/U KESHAB CHANDRA SEN STREET, KOLKATA - 700009,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFREEDI AKBAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024.THAT MD AFREEDI AKBAR AND AFREEDI AKBAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I RINA RANI SAHA, D/O HARIMOHAN SAHA, R/O 185/7, GORAKSHABASI ROAD, SOUTH DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RINA SAHA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2024, RINA RANI SAHA AND RINA SAHA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I ANIMA TIKADAR, W/O BISHNU TIKADAR, R/O SUBHASGRAM, JANAKI NATH, BASU ROAD, PS SONARPUR, BARUIPUR, PIN-700147, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIMA NASKAR TIKADAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2024, ANIMA NASKAR TIKADAR AND ANIMA TIKADAR SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I SHABINA KHATOON, D/O SADARUL HAQ KHAN, R/O NEW PARADISE RESTAURANT, 29, AMARTOLLA STREET, KOLKATA -700001, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHABINA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024, SHABINA KHATOON AND SHABINA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে মালদহে এসে পৌঁছালো রামের পাদুকা

মালদা,৬ জানুয়রীঃ-অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে মালদহে এসে পৌঁছালো রামের পাদুকা। আর যাকে নিয়ে মালদহে চলছে পুজো অর্চনা। এদিন মালদহ শহরের এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে কাঁসর ঘন্টার শব্দে পুজো অর্চনা চলে। উল্লেখ্য নতুন বছরের জানুয়ারীর ২২ তারিখে রয়েছে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন। সেই উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রামের পুজো অর্চনা চলছে। সেই মতো পশ্চিমবঙ্গে তার বিভিন্ন জেলায় জেলায় রাম পাদুকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেইমতো শুক্রবার মালদহে নিয়ে আসা হয় রাম পাদুকা। মালদহের ইংরেজবাজার শহরের পুরাটুলি পাকুরতলা মোড় এলাকায় রাম পাদুকা নিয়ে আসা হয়।এরপর সেখান থেকে মালদহের বেসরকারি হোটেলে রাখা হয়। সেখানেই পুজো করা হয় রামের পাদুকাতে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সনাতনী সমস্ত সংগঠন। বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন,ওঙ্কারনাথ মিশনের যে রাম পাদুকা পরম্পরাগত ভাবে প্রাপ্ত দিল্লী হয়ে ঘুরে সারা ভারত বর্ষ ঘুরে অযোধ্যায় পৌঁছবে ২২ তারিখের আগে। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রাক্কালে সেই পাদুকা আজকে মালদায় এসছে। সেখানে সমস্ত সনাতনী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এখানে আছেন। তারা তাদের বিভিন্ন সাংগঠনিক বক্তব্য রাখবেন। তারা এখানে সেই পুজো করবেন। সেই পুজো হওয়ার পর প্রসাদ ভোগ বিতরণ হবে, এরপর বালুরঘাট,শিলিগুড়ি হয়ে ২২ তারিখের আগে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে পাদুকা অযোধ্যায় গিয়ে পৌঁছবে।

একের পর এক বুনো হাতির পায়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হচ্ছে এলাকাবাসীর

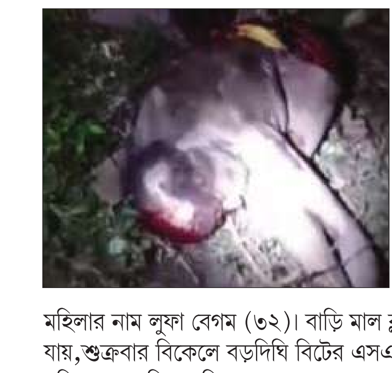

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ৬ জানুয়ারি ঃ বুধবার দুপুরে চালসা রেঞ্জের পানঝোরা জঙ্গলে হাতির হানায় দুই বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনার রেশ এখনো কাটে নি।তার মধ্যেই ফের হাতির হানায় এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো। জঙ্গলের ভিতরে জ্বালানির খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে ফের হাতির হানায় মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃত মহিলার নাম লুফা বেগম (৩২)। বাড়ি মাল ব্লকের কুমরপাড়া এলাকায়। জানা যায়,শুক্রবার বিকেলে বড়দিঘি বিটের এসএস ৩ কম্পার্টমেন্টের জঙ্গলে ওই মহিলা জ্বালানির খড়ি সংগ্রহ করতে যায়। কোনভাবে ওই মহিলা হাতির আক্রমণে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মহিলার। শুক্রবার সন্ধ্যায় খবর পেয়ে লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার শুভ্র শঙ্কু দত্ত সহ মেটেলি থানার পুলিশ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে মহিলার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য শনিবার জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে বলে মেটেলি থানা সূত্রে জানা যায়। উল্লেখ্য, গত ২ ডিসেম্বর একই কম্পার্টমেন্টে জ্বালানির খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে নুরজাহান বেগম নামে অপর এক মহিলারও হাতির হানায় মৃত্যু হয়। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায় যেহেতু জঙ্গলের ভিতরে মহিলার মৃত্যু হয়েছে তাই পরিবার কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না।

উত্তম আশ্রম ও আনন্দ কুঠির

বিনয় সিংহ রায়, হুগলি, ৬ জানুয়ারি ঃ উত্তমানন্দ মহারাজ-আবির্ভাব তিথি ২১ শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১২৬৬ সাল, তিরোধান তিথি- ৩রা বৈশাখ ১৩২৩ রবিবার। হুগলির তারকেশ্বর নিকটস্থ কোটালপুর গ্রামে নদীর ধারে নিবিড় প্রান্তে সাধন ভজনের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করেন ডুমুরদহ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী উত্তমানন্দ মহারাজ জিউ। সাধন ভোজন এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনি। এর পরবর্তীতে ঠাকুরের কৃপায় বলাগড় থানার পবিত্র ভাগীরথীর তীরে ডুমুরদহতে তিনি উত্তম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন যা আজ হুগলির মহান তীর্থক্ষেত্র । তিনি মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করে দীক্ষিত করে আপামর জনসাধারণের কল্যাণ করেছিলেন। সেই সিদ্ধি লাভের স্থানেই কোটালপুর এর পবিত্র আনন্দ কুঠিরে গত ২৪ শে ডিসেম্বর তারই প্রতিষ্ঠা উসব পালিত হয় । হোম যজ্ঞ পূজা অর্চনা স্তোত্রপাঠ গীতাপাঠ মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে তাকে স্মরণ ও পূজন করা হয় সারাদিন। ভোগ প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। বর্তমান গুরুদেব অভয়ানন্দ মহারাজ ।

শাহজাহানরা জেলের ভয় পায় না এক শাহাজান জেলে যাবে ,হাজার শাহজান তৈরি হয়ে যাবে

৬ জানুয়ারি ঃ ২০২৩ সালে ৩০শে ডিসেম্বর শনিবার বসিরহাটের বিজেপি নেতা কর্মীদের লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি সভায় এসে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মস্য ও প্রাণী কর্মদক্ষ শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধ রীতিমতো হুমকি দিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। সন্দেশখালি শেখ শাহজাহানের নামে একটা গুন্ডা আছে যার মাদার তিনটে মার্ডার কেসে নাম আছে রাজ্যের পুলিশ এফআইআর নাম সরিয়ে দিয়েছে কতগুলো ১৪৯ একর জমি একোয়ার করেছে জোর করে জমি দখল করে দুটো ট্রাস্টে বানিয়েছে। ওর নামটা আমার কাছে আছে এর আগে যার যার নাম করেছিলাম জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জেলে গেছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গেছে সহ একাধিক বিধায়ক মন্ত্রী জেলে আছে। এবার শেখ শাহজাহানের নাম আছে জোর করে সন্দেশখালিতে জমি দখল করা দুটো ট্রাস্টের নামে বিপুল সম্পত্তি তৈরি করেছে সন্দেশখালি বেশ কিছু বিজেপি নেতা আমার কাছে মেসেজ করেছে এটা আমি দেখব নাম করে শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে প্রকাশ্য জনসভায়

হুমকি দিয়েছেন।এবার ঠিক উল্টো পথে হাঁটলেন সন্দেশখালি শেখ শাহজাহান লোকসভা ভোটের প্রস্তুতিতে সন্দেশখালি ত্রিমোহিনী লাগাওয়া একটি মাঠে প্রকাশ্য জনসভায় রীতিমতো বিজেপি নেতাকর্মীদের হুমকি দেন তিনি বলেন আমাদের নমনীয়তা কেউ যেন দুর্বলতা না ভাবেন যেসব বিজেপি নেতাকর্মী সমর্থকরা তলে তলে, কাঁথির ছোট বাবু সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সন্দেশখাল ছোট করছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। কাঁথি একটি বুনো মোষ যা ইচ্ছা তাই আমার নামে বলছে। আমরা শান্তি প্রিয় মানুষ তৃণমূলের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব মানুষ প্রকল্প সুবিধা পাচ্ছে। তারা তলে তলে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন সাবধান করে দিচ্ছি সন্দেশখালিতে এইসব হবে না নির্বাচনের পরে আমরা দেখে নেব আমরা এতদিন বদলানায় বদল চেয়ে ছিলাম এবার বলছি বদলা হবে। কেউ ইট মারলে পাটকেল খাবে। আমরা এবার ছেড়ে দেবো না। আমাদের ইডি সিবিআই ভয় দেখিয়ে. লাভ নেই আমার একটি পশম ছিড়তে পারবেনা শুভেন্দু অধিকারী।

সিটিএমএ মেগা কেবল টিভি শো ২০২৪ কলকাতায় প্রদর্শনীর মাধ্যমে রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করবে

৬ জানুয়ারি ঃ ভারত এবং সার্ক অঞ্চলে ডিজিটাল কেবল টেলিভিশন, ব্রডব্যান্ড এবং ওটিটি-এর বৃহত্তম ট্রেড শো গুলোর মধ্যে একটি কলকাতার ২৫ তম মেগা প্রদর্শনী কেবল টিভি শো ২০২৪ - ৯ থেকে ১১ জানুয়ারী, ২০২৪, বিশ্ব বাংলা মেলা প্রারং (মিলন মেলা), কলকাতায় রজত জয়ন্তী বছর উদযাপন করবে ২০২৩ সালে ভারতীয় সম্প্রচার এবং কেবল টিভি বাজারের মূল্য ইউএস ১৩.৬১ বিলিয়ন এবং ২০২৯ সাল পর্যন্ত বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৭.৮৫ শতাংশ নিবন্ধন করার অনুমান করা হচ্ছে। শ্রী পবন জাজোদিয়া চেয়ারম্যান এক্সিবিশন সিটিএমএ বলেন, এই বছর কেবল টিভি শো ২০২৪ হবে কলকাতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শো যা ১৯৯৭ সাল থেকে সফলভাবে ২৫ বছর পূর্ণ করেছে যখন এটি কলকাতায় কয়েকটি স্টল এবং অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল। আইস স্কেটিং রিঙ্গে শুরু হয়েছিল। তিন দিনব্যাপী বি২বি মেগা শো কলকাতার বিস্তীর্ণ মিলন মেলা প্রাঙ্গণে ৯২ টি স্টল, ৮৫টি প্যাভিলিয়ন এবং ৮০ টির ও বেশি অংশগ্রহণকারী সহ সারা দেশ ও বাংলাদেশ থেকে ৫০,০০০ জনের ও বেশি লোকের উপস্থিতির সাক্ষী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এই তিন দিনব্যাপী বি২বি মেগা ইভেন্টের অয়োজন করেছে কলকাতা ভিত্তিক কেবল টিভি ইকুইপমেন্ট ট্রেডার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিটিএমএ)। একই সময়ে, এটি দেশের কেবল টেলিভিশন সেক্টরের সাথে যুক্ত সমস্ত প্রধান মাল্টি-সিস্টেম অপারেটর (এমএসও) এবং ব্র্যান্ডগুলিকে আকর্ষণ করে। এই তিন দিনে সর্বশেষ প্রযুক্তি, পণ্য, সমাধান এবং পরিষেবাগুলি প্রদর্শন করা হবে। শ্রী কে কে বিনানী, সেক্রেটারি, সিটিএমএ বলেন, সিটিএমএ গত ৩০ বছর ধরে পূর্বাঞ্চলে কেবল টেলিভিশন সেক্টরের কণ্ঠস্বর। যেহেতু সরকার তিন দশকের পুরনো কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৯৫ প্রতিস্থাপনের জন্য সম্প্রচার পরিষেবা (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০২৩-এর খসড়া চূড়ান্ত করার দিকে কাজ করছে, তাই ভারতে সিটিএমএ কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলির ভয়েস এবং দাবিগুলি সরবরাহ প্রকাশ করতে থাকবে। ১০,০০০-এর বেশি কেবল অপারেটর, এমএসও এবং প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, নির্মাতা, চ্যানেল অংশীদার, পরিবেশক, সম্প্রচারক এবং মাল্টি-সিস্টেম অপারেটর (এমএসও) সারা ভারত এবং বিদেশ থেকে কেবল টিভি শো ২০২৪ পরিদর্শন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। শ্রী রাজেশ দোশি, সভাপতি, সিটিএমএ বলেন, কেবল টিভি শো, গত কয়েক বছর ধরে, পূর্বাঞ্চলের ক্যাবল অপারেটরদের কাছে সর্বশেষ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং তারের টেলিভিশন সেক্টরের পরিবর্তনগুলি প্রদর্শনের গতি বজায় রেখেছে এবং এর পরিধি প্রসারিত করে চলেছে। এবং সার্ক অঞ্চলে এটি তার ধরণের সবচেয়ে বড় শো হয়ে উঠেছে। শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ আগরওয়াল সহ-সভাপতি সিটিএমএ, বলেন, প্রতিযোগিতা প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, সিএটিভি সেক্টর বিনোদন এবং শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুর পাশাপাশি ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী নতুন গ্রামীণ অঞ্চল গুলিকে কভার করার জন্য তার বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

আমি তোমাদেরই টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এমনটাই জানালেন মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ আমি তোমাদেরই টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এমনটাই জানালেন মেয়র গৌতম দেব। দিন এগোচ্ছে,কমছে ফোনের সংখ্যা।হয়তো মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারছেন তারা,সেই জন্যই ফোনে অভিযোগের সংখ্যা কমছে।শনিবারের টক টু মেয়র কর্মসূচিতে যোগ দিযে. এমনটাই জানালেন মেযর গৌতম দেব। প্রায. ৩০ থেকে ৩৫ টি,বা তার অধিক ফোন তিনি নিয়েছেন শুনেছেন অসুবিধার কথা।শুধু তাই নয, দাযিত্ব নিয়ে.এই সমস্যার সমাধান করেছেন তিনি। সময়ের সাথে সাথে কমছে ফোনের সংখ্যা।শনিবারের টক টু মেয়র মাত্র ১৩ টি ফোন এসেছে মেয়র এর কাছে। আর তাতেই বোঝা যাচ্ছে শহরে সমস্যা অনেকটাই নিরসন করতে পেরেছেন তিনি।

তবে বাগরাকোট রেল ক্রসিং নিয়ে চিন্তিত তিনি।কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায.তা নিয়ে একাধিক ভাবনা নিয়েছেন তিনি।ফ্লাইওভার সম্ভব না হলেও মানুষের পায়ে হেটে যাতাযাতের জন্য ফুট ওভারব্রিজ করার ভাবনা নিযেছেন তিনি। তিনি জানান,বহু ছাত্র-ছাত্রী এই পথ দিযে. যাতাযাত করে। রেল ক্রসিংযের বর্তমান অবস্থার জন্য মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদের।দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের কথা জানান তিনি।।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের সহযোগিতায় ওর্য়াড উৎসব নব আনন্দে জাগো ২০২৪

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ ২৩ নম্বর ওর্য়াড কমিটির উদ্দ্যোগে এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের সহযোগিতায় ওর্য়াড উসব নব আনন্দে জাগো উৎসব ৬ই জানুয়ারি থেকে ১৪ই জানুয়ারি পর্যন্ত নানান ক্রিড়া মুলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। উৎসবের শুরুর আগে

প্রাক্তন পুরপিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণ চংদ্র পালে মূর্তিতে মাল্যদান করে সূর্যনগর মাঠের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সুচনা করেন শিলিগুড়ি শহরের মহানাগরিক গৌতম দেব। রঙ্গিনময় এই শোভাযাত্রায় একটি গাছ একটি প্রাণ, জল অপচয়, নদী দুষণ, প্লাস্টিক কেরি ব্যাগ বন্ধের প্লেকার সহ বেলুন সব কিছুই ছিল এই শোভাযাত্রায়।২৩ নম্বর ওর্য়াডের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে শোভাযাত্রা ওর্য়াড কার্যালয়ে শেষ হয়।

চুঁচুড়ায় রাজ্য কবাডি প্রতিযোগিতায় হুগলি চ্যাম্পিয়ন

মলয় সুরঃ বেঙ্গল অ্যামেচার কবাডি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আন্তঃরাজ্য নক আউট অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বয়সের এবং ৭০ কেজি ওজনভিত্তিক কবাডি প্রতিযোগিতা দুদিন ধরে (৩-৪ জানুয়ারি) চুঁচুড়া যুব সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছেলেদের ১৪ টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার প্রথম দিন কবাডি খেলার উদ্বোধন করেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত রমা সরকার। দ্বিতীয় দিন বিকালে ছেলেদের বিভাগে হুগলি সহজেই উত্তর ২৪ পরগনাকে ২০-৪৪ পয়েন্টে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। কোর্টে হুগলি ছেলেদের যথেষ্ট দাপট ছিল। রানার্স হয় উত্তর ২৪ পরগনা। অন্যদিকে নৈহাটি স্টেডিয়ামে মেয়েদের বিভাগে চন্দননগর চ্যাম্পিয়ন হয়। রানার্স উত্তর ২৪ পরগনা। এছাড়া হুগলি তৃতীয় পজিশন পায়। ফাইনালে হুগলির সেরা রেডার রাকেশ কর্মকার ও বেস্ট ক্যাচার কুশল চৌধুরী হয়। এখান থেকে বাছাই পর্ব করে আগামী ফেব্রুয়ারিতে তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদে বাংলা জাতীয় দল খেলতে রওনা দেবে। এদিন মাঠে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল অ্যামেচার কবাডি এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামল কুমার বসু, অল ইন্ডিয়া কবাডি ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রদীপ হালদার, ভারতের কাবাডির অর্জুন প্রাপ্ত বিশ্বজিৎ পালিত , প্রাক্তন রেলের জাতীয় কাবাডি খেলোয়াড় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং জাতীয় কাবাডি খেলোয়াড় ও কোচ তুষার কান্তি কামলে প্রমুখরা।

তিন দিনের সফরে সিকিম পৌঁছলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন

গ্যাংটক, ৬ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন শনিবার তিনদিনের সফরে সিকিম পৌঁছলেন। সরকারী আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সীতারামন শনিবার রাজধানী গ্যাংটকে অনুষ্ঠিত ক্রেডিট আউটরিচ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংও অংশ নেবেন। এই সফরে নির্মলা সীতারামনের সিকিমের ভারত-চিন সীমান্ত গ্রাম কুপুপ পরিদর্শন করার কথা রযেছে। এছাড়াও, সীতারামন নাবার্ডের আউটরিচ অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন। শনিবার সকালে সীতারামন পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছলে সিকিমের সরকারি আধিকারিকরা তাঁকে স্বাগত জানান। সিকিমের প্রবেশদ্বার রংপোতে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সীতারামনকে গ্যাংটকের বিধায়ক ওয়াইটি লেপচা, পাকিম জেলা আধিকারিক তাশি চোপেল, রাজ্য প্রোটোকল অফিসার পি. পালজার, এসডিএম সুজাতা সুব্বা, এসডিপিও মহেন্দ্র সুব্বা, পর্যটন দফতর ও এসবিআই-এর আধিকারিকরা তাঁকে স্বাগত জানান।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে উত্থান-পতন অব্যাহত । শনিবার ব্রেঃট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায.৭৯ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৪ ডলারের কাছাকাছি। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামেও এদিন কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিযান অয়েলের ওযেবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওযা যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেঃদ্রীয. সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভিযান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসকমিউনিকেশন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা মহিলাদের ঋতু চক্রের সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গ্রহণ করা হয় এক উদ্যোগ। এদিন শিলিগুড়ির হাতিয়া ডাঙায় সূর্য নগর সমাজ কল্যাণ প্রাঙ্গণে, শিলিগুড়ি লাইন্স ক্লাবের সহযোগিতায় এই ক্যাম্পেইনটি আযোজিত করা হয়। এদিন সেই এলাকার মহিলাদের ঋতু চক্রের সময় কি কি করা প্রয়োজন এই বিষয়ে তাদের সচেতন করার পাশাপাশি প্রায় ১০০জন মহিলাদের হাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেওয়া হয়।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ছাপরা ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ ৯.১.২০২৪ থেকে ১৪.১৪ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ছাপরা ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজ এবং ছাপরা এবং গৌতমস্থান রেলওয়ে স্টেশন এবং বারাণসী ডিভিশনের ছাপরা এবং ছাপরা কাচেরির মধ্যে ৩য় লাইনের কাজ এবং বিদ্যুতায়নের কাজ দ্বিগুণ করার জন্য নন-ইন্টারলকিং কাজ সম্প্রসারণের কারণে। ২০২৪, ট্রেন চলার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হবে-বাতিলকরণ১৫০২৮ গোরখপুর - হাতিয়া এক্সপ্রেস (৯.১.২০২৪ থেকে ১৪.১.২০২৪ পর্যন্ত যাত্রা শুরু হয়)১৫০২৭ হাতিয়া - গোরখপুর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু ১০.১.২০২৪ থেকে ১৫.১.২০২৪ পর্যন্ত)১৩১০৫ শিয়ালদহ - বালিয়া এক্সপ্রেস (৯.১.২০২৪ থেকে ১৪.১.২০২৪ পর্যন্ত যাত্রা শুরু হবে)১৩১০৬ বালিয়া - শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু ১০.১.২০২৪ থেকে ১৫.১.২০২৪ পর্যন্ত) ডাইভার্সন১৫০৯৭ ভাগলপুর - জম্মু তাউই এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হচ্ছে ১১.১.২০২৪) মুজাফফরপুর-নারকাটিগঞ্জ-পানিয়া হাওয়া-গোরখপুর জং হয়ে। তার বিদ্যমান রুটের পরিবর্তে মুজাফফরপুর-ছাপড়া গ্রামীণ-গোরখপুর।১৮১৮১ টাটানগর - থাওয়ে (যাত্রা শুরু হচ্ছে ৮.১.২০২৪, ৯.১.২০২৪, ১১.১.২০২৪ এবং ১২.১.২০২৪ তারিখে) এবং ১৮১৮২ থাওয়ে - টাটানগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হচ্ছে ১০.১.২০২৪, ১৪১২.৪১২৪. .২০২৪) থাওয়ে-মাসরাখ-খয়রাহ-ছাপরা গ্রামীণ এর পরিবর্তে তার বিদ্যমান রুট থাওয়ে জং-সিওয়ান জং-ছাপরা-ছাপরা গ্রামীণ হয়ে ডাইভার্ট করা হবে।১৩০১৯ হাওড়া - কাঠগোদাম বাগ এক্সপ্রেস (৮.১.২০২৪ থেকে ১৩.১.২০২৪ তারিখে যাত্রা শুরু) মুজাফফরপুর-ছাপরা গ্রামীণ-গোরখপুরের পরিবর্তে ছাপড়া গ্রামীণ-খয়রাহ-থাওয়ে-সিওয়ান-গোরখপুর হয়ে ডাইভার্ট করা হবে।১৫০৫০ গোরখপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হচ্ছে ১৩.১.২০২৪) গোরখপুর জং এর পরিবর্তে গোরখপুর-পানিয়া হাওয়া-নাকরকাটিগঞ্জ-মুজাফফরপুর হয়ে ডাইভার্ট করা হবে। - ভাটনি-মাউ-বালিয়া-ছাপরা-মুজাফফরপুর। ১৩১৩৮ আজমগড়-কলকাতা এক্সপ্রেস (৯.১.২০২৪ তারিখে যাত্রা শুরু হচ্ছে) মৌ-রসরা-বালিয়া-ছাপড়ার পরিবর্তে মৌ-ভাটনি-ছাপরা হয়ে যাবে অধিকন্তু, ১৫০৫০ গোরখপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস (১০.১.২০২৪ এ যাত্রা শুরু) গোরখপুর থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে পুনঃনির্ধারণ করা হবে এবং গোরখপুর জং.-ছাপরা-সিওয়ান হয়ে ডাইভার্ট করা হবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

নিজের মৃত্যু সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ

কৌশিক দাসঃ বিশ্ব বিবেক বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আজও আদর্শ চরিত্র রূপে প্রতিভাত হন। এতটাই দূরদর্শী ছিলেন তিনি, নিজের মৃত্যু সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ । বিবেকানন্দের পরম গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার বলেছিলেন, নরেন যবে বুঝতে পারবে তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তখন সে নিজেই চলে যাবে। স্বয়ং বিবেকানন্দই বলেছিলেন, ৩৯ বছরের আগেই তিনি চলে যাবেন।
সারা পৃথিবীতে জ্ঞানের বিতরণ করে বেড়ানো স্বামী বিবেকানন্দ পুঁথিগত শিক্ষায় তেমন মেধাবী ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি ৪৭ শতাংশ নম্বর পান। এফএ পরীক্ষায় ৪৬ শতাংশ নম্বর ও বিএ পাশ করেন ৫৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে। অথচ মানব চেতনায় বিশ্বের সেরা মানুষ ছিলেন তিনি।
১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাস জীবন নেওয়ার আগে নরেন্দ্র নাথ দত্ত নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় দর্শনের বেদান্ত শাখা এবং যোগচর্চার মাহাত্ম্য তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে পৃথিবীর সামনে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব মেলে ধরেন তিনি। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপনের কৃতিত্বও তাঁকে দিয়ে থাকেন অনেকে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী বিবেকানন্দ। পরাধীন ভারতে হিন্দুত্বের নবজাগরণ এবং জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটান তিনি। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা, যার শুরু ' আমার আমেরিকার ভাই ও বোনেরা', তার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য সমাজে প্রথম হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেন তিনি।
নরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠা যুবকের জীবনের গল্প কমবেশি সকলেই জানেন। মহান এই বাঙালি যুগে যুগে আসমুদ্রহিমাচলকে জ্ঞানের চক্ষু খুলে জাগ্রত করে চলেছেন। বাঙালি জাতি ও হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের মঞ্চে সর্বপ্রথম তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। শিকাগোর সেই ধর্ম সভার গল্প সকলেই জানেন। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখা, সমস্যায় বুক চিতিয়ে লা।, জাতীয়তাবাদের ভাবনা, সমাজের সকলকে এক করে দেখার অনুপ্রেরণা এই মহানা বাঙালির কাছ থেকেই পাওয়া। তাঁকে নিয়ে আরও কিছু কম জানা তথ্য জেনে নেওয়া যাক একনজরে। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের ১৫ দিন পর স্বামীজি ঠিক করেন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তিনি ভারত ভ্রমণে যাবেন। সেইসময়ে তাঁর সঙ্গী হন রাখাল চন্দ্র ঘোষ, তারক নাথ ঘোষাল ও বাবুরাম ঘোষ। ১৮৮৭ সালে একবার বারাণসীর রাস্তায় স্বামী প্রেমানন্দকে নিয়ে ঘুরছেন স্বামীজি। সেইসময়ে কিছু বাঁদরের তাড়া খান। স্বামীজি দৌড়তে শুরু করলে একজন চেঁচিয়ে তাঁদের দাঁড় করান। বিবেকানন্দ ঘুরে দাঁড়ালে বাঁদরের দলও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনা নিয়ে পরে ব্যাখ্যা করে স্বামীজি বলেছিলেন, সমস্যা হলে তার মুখোমুখি হতে হবে। তা থেকে পালিয়ে গেলে তার সমাধান হবে না। সাহসী চিত্তে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।আগ্রা থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে ১৮৮৮ সালে রাস্তার ধারে একজনকে গাঁজা খেতে দেখে স্বামীজিও রাস্তায় বসে পড়েন। গাঁজার ছিলিম চাইলে সেই ব্যক্তি বলেন, আপনি সন্ন্যাসী। আমি নীচু জাতের লোক। আমি আপনাকে ছিলিম দিই কি করে? উঠে দাঁড়িয়ে চলে যেতে গিয়েও স্বামীজি বসে পড়ে জোর করে গাঁজা খান। পরে জানিয়েছিলেন, কাউকে ঘৃণা করতে নেই। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। একবার স্বামীজি ঠিক করেন সকলের থেকে তিনি খাবার চেয়ে খান, এবার থেকে তা বন্ধ। লোকে এসে তাকে সাধ করে খেতে দিক। সেই না বলা, সেদিন থেকেই স্বামীজি খাবার চাইছেন না। দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। খিদেয় ছটফট করছেন তিনি। হঠাৎ একজন পিছন থেকে ডাক দিলেন মহারাজ বলে। স্বামীজি না দেখেই সামনে ছুট লাগালেন। সেই ব্যক্তিও ছুটে চলেছেন। কিছুটা যাওয়ার পরে তিনি বললেন, মহারাজ, দয়া করে খাবার গ্রহণ করুন। চোখ ভিজে এল স্বামীজির। তিনি বুঝলেন ঈশ্বর তাঁর সহায় রয়েছেন। হরিদ্বার যাওয়ার পথে শরত চন্দ্র গুপ্ত নামে এক অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে

দেখা হয়। স্বামীজির ব। চোখ দেখেই শরত বুঝতে পারেন ইনি কোনও সামান্য ব্যক্তি নন। বিবেকানন্দকে সঙ্গে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন শরত। শেষপর্যন্ত নাছোড় শরতকে দীক্ষা দিয়ে স্বামী সদানন্দ নাম দেন স্বামীজি। সদানন্দ বলতেন, বিবেকানন্দের চেয়ে বড় গুরু কেউ হয় না। আমি তাঁর সারমেয়। ১৮৯০ সালে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে গিয়ে বিবেকানন্দ জানতে পারেন পোহারি বাবা সম্পর্কে। তিনি সেখানেই থাকতেন। যসামান্য খেতেন। তাঁকে মহাপুরুষ বলে মনে হয় স্বামীজির। তিনি চিঠি লেখেন প্রেমদাদাস মিত্রকে। জানান, তিনি পোহারি বাবার দীক্ষা নেবেন। তবে দীক্ষা নেওয়ার আগের রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ দু ঃখ ভরা মুখে স্বপ্নে দেখা দেন। এরপরে পরপর ২১ দিন স্বামীজির স্বপ্নে একইরকম দু ঃখ ভরা মুখে দেখা দেন স্বামীজি। ব্যস তারপরে দীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেন স্বামীজি। স্বামী অভেদানন্দের অসুস্থতার খবর শুনে স্বামীজি গাজিপুর থেকে বারাণসী ছুটে যান। পথে যেতে যেতেই জানতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম সেবক বলরাম বসু প্রয়াত হয়েছেন। চোখের জল গড়িয়ে পড়ে স্বামীজির গালে। তা দেখে প্রেমদাদাস মিত্র বলেন, সন্ন্যাসীর কাঁদতে নেই। যা শুনে স্বামীজি রেগে গিয়ে বলেন, আমি এমন সন্ন্যাস মানি না যেখানে হৃদয় পাথরের মতো করে ফেলতে হবে। মেরঠে থাকাকালীন স্বামীজি লাইব্রেরি থেকে বই আনাতেন। স্বামী অভেদানন্দ বইগুলি নিয়ে আসতেন। আবার পরের দিনই পড়ে তা ফেরত দিয়ে দিতেন স্বামীজি। একদিন লাইব্রেরিয়ানের সন্দেহ হয়। একদিনে কীভাবে বই পড়া সম্ভব। স্বামীজি লাইব্রেরিতে আসতেই, সেই বই থেকে জিজ্ঞাসা করলেন লাইব্রেরিয়ান। স্বামীজি শুধু উত্তর দিলেন না, কোন পাতায় কী লেখা রয়েছে প্রায় সবই বলে দিলেন। যা দেখেন বাকরুদ্ধ হয়ে যান লাইব্রেরিয়ান। বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্তের প্রয়াণের পর পরিবারের অবস্থা বেশ খারাপ হয়। খাবার জোটানো তখন দায় ছিল। স্বামীজি প্রায় প্রতিদিনই বলতেন, আজ দুপুরে বাইরে নিমন্ত্রণ রয়েছে। এই বলে বেরিয়ে যেতেন যাতে বাড়ির খাবারের ভাগ বাকীরা বেশি পায়। নিজে প্রায় বেশিরভাগ দিনই অভুক্ত থাকতেন। তা নিয়ে গর্বও করতেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই। ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবস। সারা বিশ্বের হিংদুর্ধর্ম ও দর্শন প্রচারে একলব্য বীর সন্ন্যাসী দেহত্যাগ হয় মাত্র ৩৯ বছরে। তাঁর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হলেও চিরন্তন হয়ে রয়েছে তাঁর অমর বাণী। বিবেকানংদের মৃত্যু নিয়ে কোনও রহস্য সেই ভাবে না থাকলেও মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু ভিন্ন মত ও ধারণা রয়েছে।

রাঁচি-নতুন গিরিডি এক্সপ্রেসের মধুপুর স্টেশনে বর্ধিত লাইনের উদ্বোধন করেন শ্রী নিশিকান্ত দুবে, মাননীয় সাংসদ

৬ জানুয়ারি ঃ মধুপুরের স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের লালিত দাবি ০৬.০১.২০২৪ তারিখে ১৮৬১৭ডি ১৮৬১৮ রাঁচি-নিউ গিরিডিহ এক্সপ্রেস মধুপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। ট্রেনের এই সম্প্রসারণ এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুবিধার্থে এই ট্রেনের মধুপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে। পূর্ব রেলের আসানসোল বিভাগ এই ট্রেনটিকে মধুপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেছে যা মধুপুর জেলাকে সরাসরি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাজধানী রাঁচির সাথে সংযুক্ত করেছে। শ্রী নিশিকান্ত দুবে, মাননীয় সংসদ সদস্য, আজ মধুপুর স্টেশন থেকে ট্রেনের বর্ধিত রানের পতাকা দেখান। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাননীয় সাংসদ শ্রী নিশিকান্ত দুবে বলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার বিভিন্ন রাজ্যের সর্বাত্মক উন্নয়নের জন্য ক্রমাগত উন্নতি করছে। শ্রী চেতনা নন্দ সিং, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও মধুপুর স্টেশনে পতাকা প্রদর্শন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।১৮৬১৭ আপ ১৮৬১৮ ডাউন-এর এই এক্সটেনশনটি ০৬.০১.২০৪ তারিখ থেকে ট্রেন যাত্রার জন্য কার্যকর হবে। ১৮৬১৭ ইউপি রাঁচি - মধুপুর এক্সপ্রেস রাঁচি ছেড়েছে ০৬,০০ টায়। একই

দিনে ১৩,৫০ মিনিটে মধুপুর পৌঁছাবে। বিপরীত দিকে, ১৮৬১৮ ডাউন মধুপুর - রাঁচি এক্সপ্রেস মধুপুর থেকে ১৫,০০ টায় ছেড়ে যায়। রাঁচি স্টেশনে পৌঁছাবে ২৩,১৫ টায়। একই দিনে. এই ট্রেনটি তাতিসিলওয়াই, মেসরা, বারকাকানা, হাজারিবাগ টাউন, কোডারমা, মহেশপুর, ধনপুর, জামুয়া, নিউ গিরিডিহ স্টেশনে উভয় দিকেই থামবে। এই ট্রেনটি প্রতিদিন চলবে এবং এসি চেয়ার কার এবং এসি এক্সিকিউটিভ ক্লাস (ভিস্তাডোম কোচ) এর মতো উন্নত সুবিধাও থাকবে। এই ইভেন্টের আগে, শ্রী চেতনা নন্দ সিং, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল, মধুপুর স্টেশন, কোচিং ডিপোর অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন।

টি-২০ বিশ্বকাপেও কি নেতা হার্দিক? রোহিতকে নিয়ে হঠাৎই ধোঁয়াশা

দুরন্ত বার্তা কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ রোহিত শর্মার সকল সাম্রাজ্যে কি থাবা বসিয়ে চলেছেন হার্দিক পান্ডিয়া? গত বছরের ডিসেম্বরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফিরেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এমআই শিবিরে এসেই পেয়েছেন ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে নেতা রোহিতের জমানা শেষ হয়েছে। গত বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের পর থেকে দেশের জার্সিতে কুড়ি-বিশের ফর্ম্যাটে খেলেননি রোহিত শর্মা। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভারতের হয়ে টি-২০ নেতার ভূমিকায় দেখা গিয়েছে হার্দিক পান্ডিয়াকে। নতুন বছরে শোনা গিয়েছে টি-২০ ফর্ম্যাটে খেলা চালিয়ে যেতে চান রোহিত। তারপর থেকেই ক্রিকেট মহলে শোনা যাচ্ছিল, হয়তো টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মা। শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) প্রকাশিত হয়েছে এ বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের সূচি। তারপর এমন এক ছবি সামনে এসেছে, যা দেখে অনেকেই বলাবলি করছেন, রোহিত শর্মা নন, টি-২০ বিশ্বকাপেও হয়তো ভারতের নেতা হবেন হার্দিক পান্ডিয়া। আসলে টি-২০ বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসের পোস্টারকে ঘিরে যত বিতর্ক। টি-২০ বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশিত হওয়ার পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলের পক্ষ থেকে ভারতের সূচি এবং ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের জন্য যে পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে তাতে রোহিত শর্মার জায়গায় টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়কের জায়গায় হার্দিক পান্ডিয়ার ছবি দেওয়া হয়েছে। সেই ছবি রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। ওডিআই বিশ্বকাপে পাকিস্তান ব্যর্থ হওয়ার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটের নেতৃত্ব ছেড়ে দেন বাবর আজম। এরপর পাকিস্তানের টি-২০ ক্যাপ্টেন করা হয় শাহিন আফ্রিদিকে। এ বার টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তানের যে নতুন পোস্টার প্রকাশ করেছে সম্প্রচারকারী চ্যানেল তাতে শাহিনের ছবি রয়েছে। এবং হার্দিক পান্ডিয়ার ছবি রয়েছে। তা দেখে নেটিজেনদের প্রশ্ন, পোস্টারে কেন রোহিত শর্মা নেই? হার্দিক পান্ডিয়াকে কেন রাখা হয়েছে। চলতি জানুয়ারিতে রয়েছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের টি-২০ সিরিজ। তার জন্য এখনও ভারতীয় টিম ঘোষণা হয়নি। হার্দিক পান্ডিয়া এখন চোট সারানোর জন্য রিহ্যাবে রয়েছেন। এ বার দেখার আফগান সিরিজে ভারতের নেতার ভূমিকায় রোহিত শর্মা ফেরেন কিনা।

‘দুর্দান্ত ফিল্ডার’

বিরাট-রোহিতকে বিশ্বকাপে চান সানি

মুম্বই, ৬ জানুয়ারিঃ রোহিত শর্মা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন, এমনটাই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বিরাট কোহলিরও খেলার কথা। সবটাই এখনও যদি-কিন্তুতে আটকে। বোর্ডের পক্ষ থেকে পরিস্কার কোনও বার্তা এখনও পাওয়া যায়নি। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির সুযোগ বলতে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এরপর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের পারফরম্যান্সও নির্ভর করবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল বাছাইয়ে। পরিস্থিতি যাই হোক বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে বিশ্বকাপের টিমে চাইছেন ভারতের কিংবদন্তি প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। আজই হয়তো আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা হবে। আফগানদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা রোহিত শর্মার। সামনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও রয়েছে। সে কারণে টি-টোয়েন্টিতে বিরাট-রোহিতের থাকা নিশ্চিত নয়। বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক বলছেন, ‘‘আমাকে যেটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে, ওদের ফিল্ডিং। রোহিত ও বিরাট এখনও দুর্দান্ত ফিল্ডার। যেটা বিশ্বকাপে ভারতকে অনেক বেশি সাহায্য করবে। এ

ছাড়া ওদের মতো দুই সিনিয়র ক্রিকেটার থাকলে মাঠের বাইরেও পরিকল্পনা গড়তে সাহায্য করবে বিরাট-রোহিত।’’ অনেক ক্ষেত্রেই বয়সের কারণে বাদ দেওয়া হয়। মহেন্দ্র সিং ধোনি কিন্তু এখনও আইপিএল খেলে চলেছেন। তার কারণ ফিটনেস। বিরাট-রোহিতও ৩৫-৩৬ বছরের হলেও তাদের ফিটনেসের প্রশংসায় সুনীল গাভাসকর। বলছেন, ‘‘কাও বয়স ৩৫-৩৬ হয়ে গেলে ফিল্ডিংও মন্থর হয়ে যায়। থ্রো ভালো থাকে না। সে সব প্লেয়ারদের কোথায় ফিল্ডিংয়ে দাঁড় করানো উচিত এ নিয়েও আলোচনা শুরু হয়ে যায়। এই দু-জনের জন্য সেই সমস্যাটা নেই। ওরা এখনও দুর্দান্ত ফিল্ডার।’’ জুন মাসে এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত এক বছরে রোহিতের অনুপস্থিতিতে টি-টোয়েন্টি টিমকে মূলত নেতৃত্ব দিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। আইপিএলে এ বার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকেও নেতৃত্ব দেবেন এই অলরাউন্ডার। রোহিত নেতৃত্ব না দিলেও বিশ্বকাপে তাঁর থাকা জরুরি বলে মনে করেন সুনীল গাভাসকর।

ভারতীয় ‘এ’ দল ঘোষণা করল বোর্ড! অধিনায়ক বাংলার ক্রিকেটার

মুম্বই, ৬ জানুয়ারিঃ আফগানিস্তানের পরেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া। ইংরেজদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলবেন রোহিত শর্মারা। তার আগে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে ওয়ার্মআপ ও মাল্টি-ডে ম্যাচ খেলবে ভারত। শনিবার বিসিসিআই ওই ওয়ার্মআপ ও মাল্টি-ডে ম্যাচের জন্য ভারতের ‘এ’ টিম বেছে নিল। ১৩ জনের সেই স্কোয়াডে সুযোগ পেলেন বাংলার দুই ক্রিকেটার। এই ম্যাচগুলিকে ভারতের ‘এ’ দলের নেতৃত্বে থাকবেন বাংলার অভিমুন্য ঈশ্বরণ। এছাড়াও এই দলে দুই উইকেটকিপারকে রাখা হয়েছে। ইংল্যান্ডের মাটিতে কেএস ভরত ছাড়াও উইকেটকিপার হিসেবে থাকবেন ধ্রুব জুরেল। এছাড়াও সাই সুদর্শন, রজত পাতিদার, মানব সুথার, নবদীপ সাইনির মতো ক্রিকেটাররা। পেস আক্রমণে তুষার দেশপান্ডেদের পাশাপাশি রাখা হয়েছে বাংলার আকাশদীপকেও। ভারতীয় ‘এ’ স্কোয়াড-অভিমুন্য ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), সাই সুদর্শন, রজত পাতিদার, সরফরাজ খান, প্রদোষ রঞ্জন পল, কেএস ভরত (উইকেটকিপার), মানব সুথার, পুলকিত নারাং, নভদীপ সাইনি, তুষার দেশপান্ডে, ভিদ্বাথ কাভেরেপ্পা, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার) ও আকাশদীপ।

বছরের শুরুতেই ছাঁটাই ব্রাজিলের কোচ ফের্নান্দো

রিও ডি জেনেইরো, ৬ জানুয়ারিঃ নতুন বছরের শুরুতেই ছাঁটাই হলেন ব্রাজিলেন কোচ ফের্নান্দো দিনিজ। ব্রাজিল ফুটবল নিয়ে যেন নাটকীয়তা শেষ হচ্ছেই না। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের প্রধানের পদে পুনর্বহাল করা হয়েছে এডনাল্ডো রড্রিগেজকে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের শুরুতে আদালতের নির্দেশের কারণে তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের পদে এডনাল্ডো রড্রিগেজ ফেরার পরই এ বার ব্রাজিল ফুটবল টিমের ভারপ্রাপ্ত কোচ ফের্নান্দো দিনিজকে ছাঁটাই করা হল। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে এক অফিসিয়াল বার্তায় দিনিজের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি ঘোষণা করা হয়েছে। ওই বার্তায় জানানো হয়েছে, ‘ফের্নান্দো দিনিজের কাজের জন্য, তাঁর নিবেদন আর আন্তরিকতার জন্য এবং সর্বোপরি ব্রাজিল জাতীয় দলকে পুনরিজ্জীবিত চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য সিবিফ তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আমরা ফের্নান্দো দিনিজকে শুভকামনা জানাচ্ছি।’ ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারশনের বিবৃতিতে এডনাল্ডো রড্রিগেজ জানিয়েছেন, সিবিএফ এ বার স্থায়ী কোচ বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে ফের্নান্দো দিনিজকে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছিল। সিবিএফের এক সূত্র সংবাদ সংস্থা এপিকে জানিয়েছেন, ফের্নান্দো দিনিজের সঙ্গে এডনাল্ডো রড্রিগেজের চুক্তি ছিল কার্লো আন্সেলোত্তি ব্রাজিল দলে না ফেরা পর্যন্ত তাঁকে কোচের দায়িত্বে থাকতে হবে। কিন্তু সম্প্রতি রিয়াল মাদ্রিদে থাকার মেয়াদ বাড়িয়েছেন আন্সেলোত্তি। এডনাল্ডো রড্রিগেজ আশা করেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোপা আমেরিকার আগে কার্লো আন্সেলোত্তি কোচের দায়িত্বে ফিরবেন। কিন্তু এখন এ বিষয় নিশ্চিত নয়। ব্রাজিল গত ৬টি ম্যাচ কোচ ফের্নান্দো দিনিজের তত্ত্বাবধানে খেলেছে। তাতে বলিভিয়া ও পেরুকে হারিয়েছিল ব্রাজিল। ঘরের মাঠে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ড্র করেছিল। এরপর উরুগুয়ে, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার কাছে হেরেছিল ব্রাজিল। দলকে কাঙ্খিত জয় এনে দিতে না পারায় যে দিনিজের চাকরি গেল, এমনটাই বলছে ফুটবল মহল। এ বার দেখার সেলেকাওদের নতুন কোচের দায়িত্বে কাকে দেখা যায়। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সিবিএফ সাও পাওলো কোচ ডোরিভাল জুনিয়রকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব দিয়েছে। জুনিয়র কোপা লিবার্তোদোরস এবং ব্রাজিলিয়ান কাপ জিতেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। শীর্ষে থাকা আর্জেন্টিনার থেকে আট পয়েন্টের ব্যবধান রয়েছে ব্রাজিলের।

কর ফাঁকির মামলা থেকে অবশেষে মুক্তি মারাদোনার

রোম, ৬ জানুয়ারিঃ ৩০ বছর! দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে লড়াইয়ের পর অবশেষে কর ফাঁকি মামলায় কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনাকে অব্যাহতি দিল ইতালির সর্বোচ্চ আদালত। ইতালির রাজস্ব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই লড়াইয়ে জেতার খবরটি যখন এল, তার তিন বছর আগেই অন্যলোকে পাড়ি জমিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। অনেকের কাছে সর্বকালের সেরা ফুটবলার মারাদোনার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি লিখটেনস্টাইনের প্রক্সি কোম্পানি ব্যবহার করে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত তখনকার ক্লাব নাপোলি থেকে পাওয়া ইমেজ স্বত্বের কর ফাঁকি দিয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত এই অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। মারাদোনার অন্য রকম এই জয় নিয়ে তাঁর আইনজীবী অ্যাঞ্জেলো পিসানি সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, ‘‘এটা শেষ হলো। আমি স্পষ্টভাবে নির্ভয়ে বলতে পারি যে মারাদোনা কখনোই কর ফাঁকি দেননি।’’ মারাদোনার বিরুদ্ধে কর ফাঁকি অভিযোগে তদন্ত শুরু হয় ১৯৯০ সালে। যে ধারাবাহিকতায় ৩ কোটি ৭০ লাখ ইউরো কর ফাঁকির অভিযোগও পরবর্তীকালে সামনে আনা হয়। এরপর বিভিন্ন সময় ইতালি সফরকালে তাঁর বেশ কিছু সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর মধ্যে লম্বা সময় ধরে আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন মারাদোনা। তবে এ মামলার নিষ্পত্তির আগেই ২০২০ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন আর্জেন্টিনার ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক। মৃত্যুর পরও অবশ্য থামেনি আইনি লড়াই। তবে শেষ পর্যন্ত এ লড়াইয়েও জয় পেয়েছেন মারাদোনা। পিসানি বলেছেন, ‘‘চূড়ান্ত রায়

ভক্ত, ফুটবলের মূল্যবোধ ও মারাদোনার স্মৃতির প্রতি ন্যায়বিচার করেছে। ৩০ বছর ধরে যে নিপীড়ন তাঁর ওপর চলছিল, তারও সমাপ্তি ঘটল। পাশাপাশি এখন তার উত্তরাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ দাবি করার আইনগত অধিকার রয়েছে। আমি আশা করি, তারাই এ সুযোগ গ্রহণ করবে। তাদের বাবার স্মৃতির উদ্দেশে তারা এটি করবে।’’ উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে বার্সেলোনা থেকে ইতালিয়ান ক্লাব নাপোলিতে আসেন মারাদোনা। আর্জেন্টাইন জাদুকরের হাত ধরে পুরোপুরি বদলে যায় নেপলসের ক্লাবটি। মাফিয়া ও সন্ত্রাসীদের শহর হিসেবে পরিচিত নাপোলিকে ফুটবলের জাদুতে রাঙিয়ে দেন মারাদোনা। ১৯৮৬-৮৭ ও ১৯৮৯-৯০ সালে নাপোলিকে লিগ শিরোপা এবং ১৯৮৮-৮৯ সালে উয়েফা কাপ জেতান এই কিংবদন্তি। মারাদোনার এই অবদান এখনো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন নেপলসের আধিবাসীরা। ভালোবেসে অনেকে তাঁকে ‘নেপলসের রাজা’ বলেও ডাকেন।

আইএফএফএইচএস বর্ষসেরা দলে মেসি, নেই রোনাল্ডো

জুরিখ, ৬ জানুয়ারিঃ ফুটবলের ইতিহাস ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকসের (আইএফএফএইচএস) বর্ষসেরা দলে জায়গা পেয়েছেন লিওনেল মেসি। তবে বছরের সেরা একাদশে নেই ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর নাম। এর আগে আইএফএফএইচএসের ২০২৩ সালের সেরা ১০ খেলোয়াড়ের তালিকাতেও জায়গা পাননি রোনাল্ডো। পরে এ-সংক্রান্ত একটি পোস্টে ‘হা হা’ (অট্টহাসি) ও লজ্জায় চোখ ঢাকার ইমোজি দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। আইএফএফএইচএসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ‘টিম অব দ্য ইয়ার’ তালিকায় আক্রমণভাগে আছেন কিলিয়ান এমবাপে, হ্যারি কেইন ও আর্লিং হলান্ড। ২০২৩ সালে এই তিনজনের চেয়ে বেশি গোল করেছেন রোনাল্ডো। ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজীয় তারকা হলান্ডের গোল ৫০টি, ফ্রান্সের এমবাপে ও ইংল্যান্ডের কেইনের গোল ৫২টি করে। আর সৌদি ক্লাব আল নাসরে খেলা রোনাল্ডোর গোল ৫৪টি। বর্ষসেরা দলে জায়গা পাওয়া ১১ জনের মধ্যে ১০ জনই বর্তমানে ইউরোপীয় ক্লাব খেলেন। ব্যতিক্রম শুধু মেসি, যিনি গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন। মায়ামির ইতিহাসে প্রথম ট্রফি জেতানো মেসির সঙ্গে মাঝমাঠে জায়গা পেয়েছেন সিটির হয়ে ট্রেবল জেতা কেভিন ডি ব্রুইনা ও রদ্রি এবং রিয়াল মাদ্রিদে দারুণ ছন্দে থাকা জুড বেলিংহাম। রক্ষণভাগে থাকা তিন ফুটবলারের দুজন বায়ার্ন

মিউনিখের, একজন সিটির। বায়ার্নের আছেন আলফোনসো ডেভিস ও কিম মিন-জে, সিটির রুবেন দিয়াজ। গোলকিপার হিসেবে আছেন সিটির এদেরসন। ক্লাব হিসেবে সবচেয়ে বেশি পাঁচজন খেলোয়াড় ম্যানচেস্টার সিটির, তিনজন বায়ার্ন মিউনিখের, একজন করে রিয়াল মাদ্রিদ, পিএসজি ও ইন্টার মায়ামির।

আইএফএফএইচএস বর্ষসেরা দল। এদেরসন (ব্রাজিল), রুবেন দিয়াজ (পর্তুগাল), কিম মিন-জে (দক্ষিণ কোরিয়া), আলফোনসো ডেভিস (কানাডা), রদ্রি (স্পেন), জুড বেলিংহাম (ইংল্যান্ড), কেভিন ডি ব্রুইনা (বেলজিয়াম), লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা), হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড), আর্লিং হলান্ড (নরওয়ে) ও কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স)।

চেয়ারম্যান কাপ ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জয়দীপ মৈত্র

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ জানুয়ারিঃ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গঙ্গারামপুরে সূচনা হলো চেয়ারম্যান কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের। শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে চেয়ারম্যান কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে স্থানীয় একটি ক্লাব। ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষে এদিন ক্লাবের উদ্যোগে সারা গঙ্গারামপুর শহর আদিবাসী নৃত্য ও এনসিসির ক্যাডারদের সঙ্গে নিয়ে পরিক্রমা করে হাই স্কুল মাঠে এসে উপস্থিত হয়। পাশাপাশি এইদিন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে ও দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পাশাপাশি গ্যাস বেলুন উড়িয়ে এই চেয়ারম্যান কাপ ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুবাস ভাওয়াল, গঙ্গারামপুর ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত দাস, গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন ও ক্লাব কর্মকর্তারা। প্রসঙ্গত, যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে প্রতিবছর ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে গঙ্গারামপুরের চৈতালি ক্লাব। সেইমতো এবারেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করল ক্লাব কর্মকর্তারা। শনিবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হলো ফুটবল টুর্নামেন্টের। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর

শহরের হাই স্কুল মাঠে চৈতালী ক্লাবের চেয়ারম্যান ক্লাব দ্বিতীয় বছরের ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা দেখতে এলাকার প্রচুর মানুষ ভিড় জমান মাঠ প্রাঙ্গনে যাদের প্রত্যেকের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়।

বিদায় ‘গোলিয়াথ’ ডেভিড ওয়ার্নার

সিডনি, ৬ জানুয়ারিঃ জশ হ্যাজলউড-প্যাট কামিন্সদের দিকে তাকিয়ে বলতে পারেন লোকটার উচ্চতা মাত্র ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। কিন্তু শরীরটা গাট্টাগোট্টা। ক্রিকেট মাঠে সে শরীরের ভাষাও পাল্টে যায়। মনে হয়, গাট্টাগোট্টা শরীরের কোনও মুষ্টিযোদ্ধা! অহর্নিশ প্রতিপক্ষকে পাঞ্চ করছেন। ছোটখাটো শরীরটা দেখে তাঁকে কেউ কেউ বাইবেলের ডেভিডকেও স্মরণ করতে পারেন। কিন্তু ব্যাট হাতে ওয়ার্নার তো আসলে ওই ছোট শরীরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক গোলিয়াথ-দৈত্য! সেই ‘দৈত্যর’ই আজ বুকটা নিশ্চয়ই ভারী হয়ে এসেছিল? ধারাভাষ্যকার মাইকেল হাওয়ার্ডের সঙ্গে মাঠে কথা শেষ করার পর বাঁ হাত দিয়ে বাঁ চোখের কোনা একটু মুছলেন ওয়ার্নার। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো বলতেন, চোখের কোণে কী যেন পড়েছে! ওই যে চিরায়ত অস্ট্রেলিয়ান মানসিকতা আরকি-ভাঙবে তবু মচকাবে না, কাঁদবে তবু স্বীকার করবে না! অথচ সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে কিছুক্ষণ আগেই জয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। পাকিস্তানকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজও জিতেছে ৩-০ ব্যবধানে। ৫৭ রান করে ওয়ার্নার নিজেও অবদান রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনি টেস্ট জয়ে। তবু ম্যাচ শেষে ওয়ার্নারের কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেছে গলাটা যেন একটু ধরে আসছিল। সেটাই স্বাভাবিক। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে শুরু হওয়া দারুণ এক অভিযাত্রার যে সমাপ্তি ঘটল আজ-টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনা থেকে সরে দাঁড়ালেন ডেভিড ‘গোলিয়াথ’ ওয়ার্নার! ওয়ার্নারের টেস্ট রেকর্ড প্রায় সবারই জানা। ১১২ ম্যাচে ২০৫ ইনিংসে ৪৪.৫৯ গড়ে ৮৭৮৬ রান। ২৬ শতক ও ৩৭টি অর্ধশতক। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ইতিহাসে রানের হিসাবে পঞ্চম ওয়ার্নার। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ওপেনারদের মধ্যে আর কেউ টেস্টে ওয়ার্নারের মতো এত রান করতে পারেননি। চাইলে তাঁর এমন আরও অনেক রেকর্ডই বের করা যায় কিংবা বের হবে। তবে আজকের দিনটি সেসবের লগ্ন ছিল না। আজকের দিনটি ছিল প্রস্থানের লগ্ন, যখন ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে সবকিছু দিয়ে দিতে ইচ্ছে করে! আর তাই ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টে আউট হয়ে ফেরার পথে নিজের গ্লাভস ও হেলমেট

ওয়ার্নার তুলে দিয়েছেন এক খুদে ভক্তের হাতে। অদৃশ্য পরম্পরা? উত্তরটা সময়ের হাতে তোলা রইলেও হাত বদল তো বলাই যায়! আর সেই হাত বদলে এসসিজির দু-একজন দর্শকও চোখ মুছেছেন, দাঁড়িয়ে সম্মান জানিয়েছেন। গ্যালারিতে বসে থাকা ওয়ার্নারের স্ত্রী ক্যানডিস ওয়ার্নার সন্তানদের সামলাতেই ব্যস্ত ছিলেন। একটু পর সবাইকে নিয়ে তিনিও মাঠে নেমে এলেন। সন্তানদের জড়িয়ে ধরেন ওয়ার্নার। কাজটা বাড়িতে হয়তো তিনি নিয়মিতই করেন। কিন্তু আজ সন্তানদের জড়িয়ে ধরার মধ্যে পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা বার্তা ছিল-ওয়ার্নার সেটাই বলেছেন হাওয়ার্ডকে, ‘‘তাদের সাহায্য ছাড়া আমি যেটা করি, সেটা করতে পারতাম না। মা-বাবার অবদানও কম নয়, তাঁরা আমার সুন্দর বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করেছেন। ভাই স্টিভ, আমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। এরপর ক্যানডিস এল আমার জীবনে।’’ ওয়ার্নার এরপর বাকি কথাগুলো বলতে গিয়ে যেন আবেগতাড়িত হয়ে পড়লেন। পাথর-চোয়াল মুখেও ব্যথার দাগগুলো কেমন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল! আবেগমাখা সেই কথাগুলো শুনুন ওয়ার্নারের মুখেই, ‘‘আমার পরিবারটা দারুণ, তাদের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করি। তাদের আমৃত্যু ভালোবাসি এবং আমি এটা নিয়ে বেশি কথা বলব না, আবেগতাড়িত হয়ে পড়ব। তবে ক্যানডিসকে ধন্যবাদ, সে আমার জন্য যা করেছে! তুমিই আমার জগৎ।’’ ওয়ার্নার এ কথাগুলো বলার সময় মাঠে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা। মাঠেও দর্শকদের নেমে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পিলপিল করে মাঠে ঢুকতে দর্শকেরাও কার্পণ্য করেননি। টেস্টের আঙিনা থেকে এই সংস্করণেরই অন্যতম সেরা এক খেলোয়াড়ের বিদায়টা দর্শকেরা যত কাছ থেকে সম্ভব দেখতে চেয়েছেন। আর ওয়ার্নার তখন দেখছিলেন সতীর্থদের। হয়তো মনে মনে ব্যথাটা তখন টের পাচ্ছিলেন-সাদা পোশাকের এই মিলনমেলায় আমি আর থাকব না! ওয়ার্নার তাঁদের দিকে তাকিয়েই বললেন, ‘‘আমার মনে হয় যখন তাদের মাঠে নামতে দেখব কিন্তু আমি খেলব না, তখন একটু আবেগতাড়িতই হব। তবে যেটা বলেছি, এই দলটা দারুণ। আমাদের বেশির ভাগের বয়সই ত্রিশের ওপাশে। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও তরুণ না হলেও এই দলটা কর্মক্ষম, বিশ্বমানের এবং অসাধারণ।’’ ওয়ার্নার নিজে এই দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাস তাঁকে মনে রাখবে, ভুলতে পারবেন না অস্ট্রেলিয়া থেকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাঁর ভক্তরাও। কিন্তু ওয়ার্নারের নিজের তো একটা চাওয়া আছে! তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, লোকে তাঁকে কীভাবে মনে রাখবে, এ ব্যাপারে তাঁর নিজের কী প্রত্যাশা? উত্তরে বলেছেন, ‘‘রোমাঞ্চকর ও বিনোদনদায়ী। যেভাবে খেলেছি, তাতে লোকের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি বলে বিশ্বাস করি এবং আশা করি তরুণেরাও আমাকে অনুসরণ করবে। সাদা বল থেকে টেস্ট ক্রিকেট-এটাই আমাদের খেলার শীর্ষবিন্দু। তাই কঠোর পরিশ্রম করো এবং লাল বলের ক্রিকেট খেলো কারণ, এটাও মজার।’’ ওয়ার্নার কথাগুলো বলার সময় তাঁর মুখ দেখে মনে হয়নি মজা পাচ্ছেন। বাঁ চোখটা মোছার সময় বোঝা যাচ্ছিল, ভেতরে-ভেতরে কোথাও নাড়িছেঁড়া ব্যথা হচ্ছে! মাথা নিচু করে চলে যাওয়ার সময় নিশ্চিত হওয়া গেল, সাদা রঙের সেই ‘বাঁধন’ আর নেই। ছিঁড়ে গেছে!

আমার পরিবারটা দারুণ, তাদের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করি। তাদের আমৃত্যু ভালোবাসি এবং আমি এটা নিয়ে বেশি কথা বলব না, আবেগতাড়িত হয়ে পড়ব। তবে ক্যানডিসকে ধন্যবাদ, আমার জন্য যা করেছে! তুমিই আমার জগত।’

-ডেভিড ওয়ার্নার

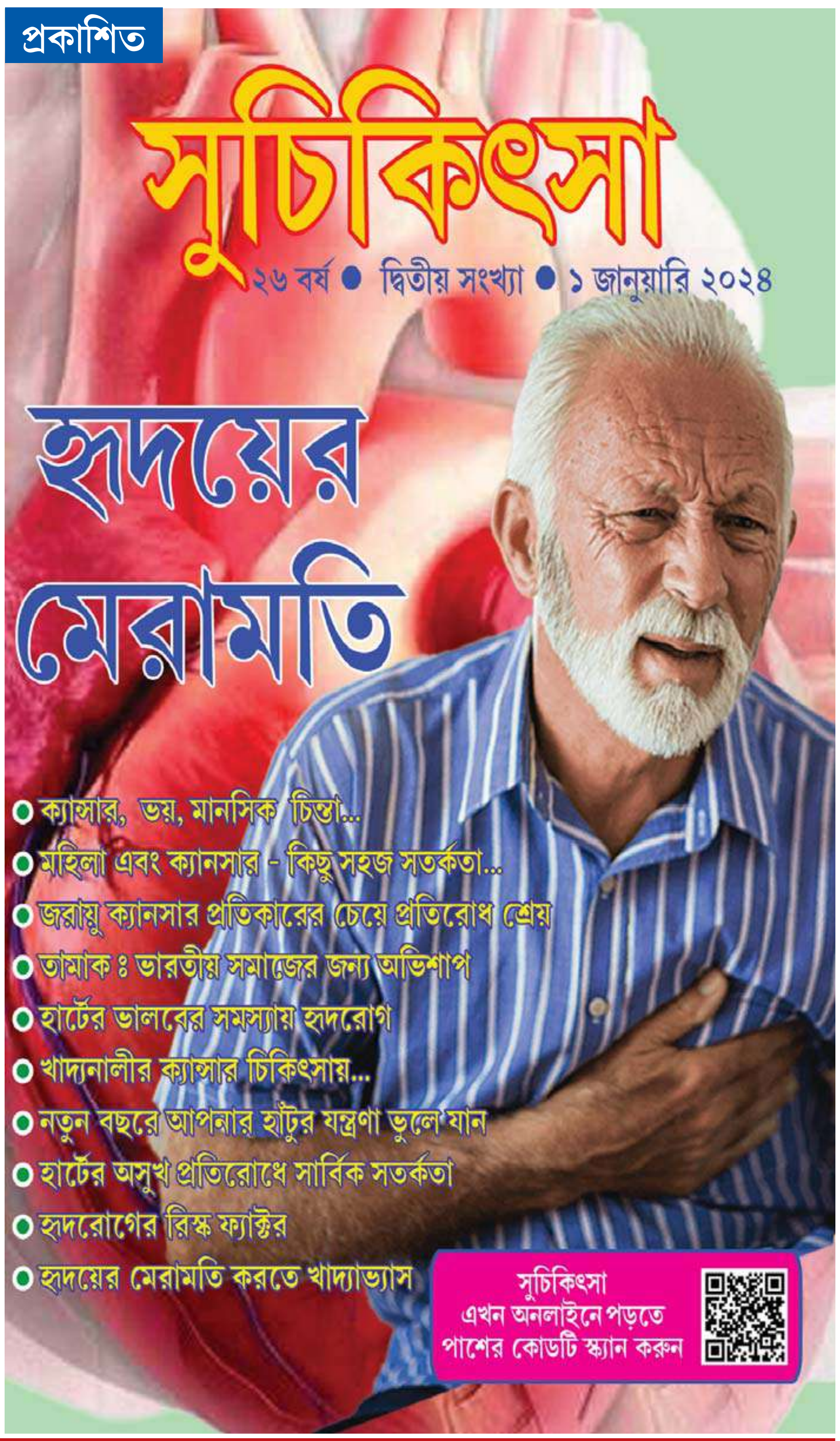

দুরন্ত বার্তা প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com